রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ২৯, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সীমান্ত অধিশাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ আষাঢ়, ১৪২২ বঙ্গাব্দ/২৯ জুন, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং -১৮৩-আইন/২০১৫।—বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৬৩ নং আইন) এর ধারা ১৩৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **শিরোনাম।**—এই বিধিমালা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (তদন্ত, প্রসিকিউশন ও বিচার) বিধিমালা, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী অন্য কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(১) **'অধিভুক্ত ব্যক্তি'** অর্থ আইনের ধারা ৩ এ উল্লিখিত কোন ব্যক্তি;

(২) **'অধিনায়ক'** অর্থ আইনের ধারা ২ (১) এ সংজ্ঞায়িত অধিনায়ক (Commanding Officer);

(৩) **'অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিনিধি'** অর্থ অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রতিনিধিত্বকারী বাহিনীর কোন কর্মকর্তা;

(৪) **'আইন'** অর্থ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৬৩ নং আইন);

(৫) **'ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা'** অর্থ আইনের ধারা ২(১২) এ সংজ্ঞায়িত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা (Superior Officer);

মূল্য ঃ টাকা ৭০.০০

(৬) **'জুনিয়র কর্মকর্তা'** অর্থ আইনের ধারা ২(১৮) এ সংজ্ঞায়িত জুনিয়র কর্মকর্তা (Junior Officer);

(৭) **'পরিশিষ্ট'** অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত কোন পরিশিষ্ট;

(৮) **'ফরম'** অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত যে কোন ফরম;

(৯) **'বর্ডার গার্ড আদালত'** অর্থ আইনের ধারা ৭০ এর অধীন গঠিত কোন বর্ডার গার্ড আদালত;

(১০) **'বাহিনী'** অর্থ আইনের ধারা ৫ এর অধীন গঠিত বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ;

(১১) **'মহাপরিচালক'** অর্থ আইনের ধারা ২(৩২) এ সংজ্ঞায়িত মহাপরিচালক;

(১২) **'সংক্ষিপ্ত বিচার'** অর্থে সামারী বর্ডার গার্ড আদালতে বিচারকে বুঝাইবে;

(১৩) **'স্পেশাল বর্ডার গার্ড আদালত'** অর্থ আইনের ধারা ৭০ এর দফা (ক) এ উল্লিখিত স্পেশাল বর্ডার গার্ড আদালত;

(১৪) **'স্পেশাল সামারী বর্ডার গার্ড আদালত'** অর্থ আইনের ধারা ৭০এর দফা (খ) এ উল্লিখিত স্পেশাল সামারী বর্ডার গার্ড আদালত; এবং

(১৫) **'সামারী বর্ডার গার্ড আদালত'** অর্থ আইনের ধারা ৭০ এর দফা (গ) এ উল্লিখিত সামারী বর্ডার গার্ড আদালত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আটক, প্রতিবেদন, ইত্যাদি

৩। **আটক করিবার পদ্ধতি।**—অধিভুক্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনয়ন করা হইলে উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়া বাহিনীর হাজতে আটক রাখিবার উদ্দেশ্যে কোন কর্মকর্তা, জুনিয়র কর্মকর্তা বা পদবীধারী বর্ডার গার্ড সদস্যের সমপদমর্যাদার বা উর্ধ্বতন পদমর্যাদার কোন ব্যক্তির হেফাযতে আটক রাখা যাইবে।

৪। **আটককৃত ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদান।**—অধিনায়ক কোন অধিভুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্ত চলাকালে তদন্ত কার্যক্রম স্থগিত রাখিয়া বা আদালতে গমনাদেশ প্রদানের পূর্বে পুনরায় আটকের অধিকারকে খর্ব না করিয়া আটককৃত ব্যক্তিকে আটকাবদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্তি প্রদান করিতে পারিবেন।

৫। **বিলম্ব প্রতিবেদন।**—আইনের ধারা ৬৫ এর অধীন আটকের বিলম্ব প্রতিবেদন পরিশিষ্ট-১ এ উল্লিখিত ফরমে অধিনায়ক কর্তৃক, আটক ব্যক্তির বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে উহার ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত প্রতিবেদন, কর্মকর্তার ক্ষেত্রে মহাপরিচালক এবং কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির বিচারের জন্য বর্ডার গার্ড আদালত গঠনকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং উহার একটি অনুলিপি বর্ডার গার্ড এর সদর দপ্তরসহ উক্ত ব্যক্তির রিজিয়ন কমান্ডার বা সেক্টর কমান্ডার এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। **মাতাল সদস্যকে আটক।**—কোন বর্ডার গার্ড সদস্যকে মাতাল অবস্থায় আটক করা হইলে, তাহাকে পৃথকভাবে আটক রাখিতে হইবে এবং প্রতি ২ (দুই) ঘণ্টা পর পর তাহাকে আটকস্থানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তাহার অনুপস্থিতিতে কর্তব্যরত জুনিয়র কর্মকর্তা বা তাহার অনুপস্থিতিতে পদবীধারী বর্ডার গার্ড সদস্য পর্যবেক্ষণ করিবেন।

৭। **বিচারাধীন ব্যক্তিকে আটক।**—আদালত গঠনকারী কর্মকর্তা ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান না করিলে, কোন বিচারাধীন ব্যক্তিকে বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটক রাখা যাইবে।

৮। **আটককৃত ব্যক্তির অধিকার।**—(১) আটককৃত ব্যক্তি, কর্মকর্তা বা জুনিয়র কর্মকর্তা হইলে, আটককারী কর্মকর্তা কর্তৃক তাহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ লিখিতভাবে উক্ত আটককৃত ব্যক্তিকে অবহিত করিতে হইবে।

(২) কর্তব্যরত কর্মকর্তা বা কর্তব্যরত জুনিয়র কর্মকর্তা প্রতিদিন উক্ত আটককৃত ব্যক্তির আটকস্থল পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করিবেন এবং আটককৃত ব্যক্তির কোন ফরিয়াদ বা অভিযোগ, যদি থাকে, মৌখিকভাবে অধিনায়ককে অবহিত করিবেন এবং পরিশিষ্ট-২ এ উল্লিখিত ফরমে লিপিবদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট অধিনায়কের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) আটককৃত ব্যক্তি শারীরিকভাবে অসুস্থ হইলে তাহার অধিনায়ককে অবহিত করিতে হইবে এবং তাহাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করিতে হইবে ।

তৃতীয় অধ্যায়
অভিযোগের শুনানি, অপরাধের সংক্ষিপ্ত বিচার, ইত্যাদি

৯। **কতিপয় অপরাধের সংক্ষিপ্ত বিচার নিষিদ্ধ।**—আইনের ধারা ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৫, ৫৩ ও ৫৪ তে বর্ণিত অপরাধসমূহের বিচার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে করা যাইবে না।

১০। **অপরাধের প্রতিবেদন।**—অধিভুক্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনে উল্লিখিত কোন অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ আনয়ন করা হইলে উক্ত অপরাধের প্রতিবেদন পরিশিষ্ট-৩ক এ উল্লিখিত ফরম 'এ' তে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১১। **পদবীধারী বা তালিকাভুক্ত বর্ডার গার্ড সদস্যের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের শুনানি।**—(১) কোন পদবীধারী বা তালিকাভুক্ত বর্ডার গার্ড সদস্যের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের শুনানি তাহার অধিনায়ক কর্তৃক সম্পন্ন হইবে।

(২) অভিযোগনামা এবং সাক্ষীদের বিবৃতি লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে উহা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পড়িয়া শুনাইতে হইবে এবং সাক্ষীদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ না থাকিলে অধিনায়ক সাক্ষীর বর্ণনা শুনিবেন।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাক্ষীদের জেরা এবং তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বক্তব্য প্রদান করিবার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (১), (২) ও (৩) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে শুনানি গ্রহণ করিবার পর অধিনায়ক নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) স্বীয় ক্ষমতাভুক্ত যে কোন দণ্ড প্রদান; বা

(খ) অধিনায়ক যদি এই অভিমত পোষণ করেন যে, সাক্ষ্য দ্বারা অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির পূর্বের চরিত্র এবং অভিযোগের প্রকৃতি এমন যে উহার শুনানি অব্যাহত রাখা উচিত হইবে না, তাহা হইলে তিনি অভিযোগ খারিজ; বা

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ প্রদানপূর্বক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট ইউনিটে ফেরত প্রদান; বা

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার উপযুক্ত আদালতে সম্পন্নের আদেশ প্রদান।

১২। পদবীধারী বা তালিকাভুক্ত বর্ডার গার্ড সদস্যের অভিযোগের শুনানি ও লঘুদণ্ড প্রদান।—মহাপরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ইউনিট অধিনায়ক বা কমান্ড নিযুক্তিতে রহিয়াছে এইরূপ কোন কর্মকর্তা তাহার ইউনিটে কর্মরত কোন পদবীধারী বা তালিকাভুক্ত বর্ডার গার্ড সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের শুনানি করিবেন এবং লঘুদণ্ড প্রদান করিতে পারিবেন যদি—

(ক) অভিযোগটি সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য হয়; বা

(খ) অভিযোগটি অধিনায়ক নিজে নিষ্পত্তির জন্য সংরক্ষণ করিয়া থাকেন; বা

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তি আটক অবস্থায় না থাকে।

১৩। কর্মকর্তা বা জুনিয়র কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের শুনানি।—(১) কোন কর্মকর্তা বা জুনিয়র কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিচার পরিশিষ্ট-৩ এর 'খ' অংশ অনুযায়ী তাহার অধিনায়ক কর্তৃক সম্পন্ন হইবে।

(২) যে সকল অভিযোগ নিষ্পত্তিকল্পে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশ প্রয়োজন অধিনায়ক সেই সকল অভিযোগের নিষ্পত্তির জন্য উহা পরবর্তী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন অধিনায়ক, সেক্টর কমান্ডার বা রিজিয়ন কমান্ডারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হইলে উহার শুনানি উক্ত কর্মকর্তা যে ইউনিট বা সদর দপ্তরে কর্মরত বা সংযুক্ত রহিয়াছেন তাহার অধিনায়ক বা সেক্টর কমান্ডার বা রিজিয়ন কমান্ডার, বা ক্ষেত্রমত, মহাপরিচালক সম্পন্ন করিবেন।

(৩) অভিযোগনামা ও সাক্ষীদের বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য দলিলাদি, যদি থাকে, অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে পড়িয়া শুনাইতে হইবে।

(৪) সাক্ষীদের লিখিত বক্তব্য প্রস্তুত না থাকিলে, অভিযোগের শুনানি গ্রহণকারী কর্মকর্তা অভিযোগ প্রমাণের জন্য যত সংখ্যক সাক্ষী পরীক্ষার প্রয়োজন হইবে তত সংখ্যক সাক্ষীর বক্তব্য অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে শুনিবেন।

(৫) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জেরা করিবার জন্য এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৬) অভিযোগের শুনানি গ্রহণকারী কর্মকর্তা, অভিযোগের শুনানির পর অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ প্রদানপূর্বক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট ইউনিটে ফেরত প্রদান করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি তিনি এই অভিমত পোষণ করেন যে, সাক্ষ্য দ্বারা অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির পূর্বের চরিত্র ও অভিযোগের প্রকৃতি এমন যাহার শুনানি অব্যাহত রাখা উচিত হইবে না, তাহা হইলে তিনি অভিযোগ খারিজ করিবেন।

১৪। সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির বিচারে লঘুদণ্ড প্রদানকারী কর্মকর্তা ও প্রদেয় দণ্ডের পরিমাণ।—(১) আইনের ধারা ৫৯ ও ৬১ এর বিধান অনুযায়ী কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারের ক্ষেত্রে উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পরিশিষ্ট-৩ক১ এ উল্লিখিত টেবিলের কলাম (৩) এ বর্ণিত যে কোন দণ্ড প্রদান করা যাইবে।

(২) কোন বর্ডার গার্ড সদস্য কোন ইউনিটে সংযুক্ত থাকিলে, তাহার ক্ষেত্রে, তিনি যে ইউনিটের সহিত সংযুক্ত উক্ত ইউনিটের অধিনায়ক কর্তৃক উপ-বিধি (১) উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগযোগ্য হইবে।

১৫। কতিপয় ক্ষেত্রে অধিনায়ক কর্তৃক শুনানি বারিত।—(১) কোন অধিনায়ক নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে নিজে কোন অভিযোগের শুনানি গ্রহণ করিবেন না, যথা :—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ অধিনায়কের নিজের বিরুদ্ধে সংঘটিত হইয়া থাকিলে;

(খ) অধিনায়ক নিজে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণের জন্য একমাত্র সাক্ষী হইয়া থাকিলে; বা

(গ) অধিনায়ক নিজে অন্য কোনভাবে উক্ত অভিযোগটির শুনানি করিবার জন্য আগ্রহী হইয়া থাকিলে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ অনুযায়ী অন্য কোন ইউনিট বা সদর দপ্তরের সহিত সংযুক্ত করিয়া অভিযোগের নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

১৬। সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ লিপিবদ্ধকরণ।—(১) অধিনায়ক বা অন্য কোন কর্মকর্তা নিজে বা তদ্‌কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোন কর্মকর্তা সাক্ষীর স্বাক্ষরিত ও লিখিত বক্তব্য বা উক্ত বক্তব্যের সারাংশসহ বিচারের সময় উপস্থাপনের নিমিত্ত সকল দলিলাদির বর্ণনা পরিশিষ্ট-৩ক এ উল্লিখিত ফরম 'ডি' অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) সাক্ষী, অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষীকে জেরা করিতে পারিবেন।

(৩) তদন্ত চলাকালীন কোন সাক্ষীর বক্তব্য গ্রহণ করা হইয়া থাকিলে বা তদন্ত চলাকালীন উক্ত বক্তব্য অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক জেরার মাধ্যমে গৃহীত হইয়া থাকিলে তাহা পুনরায় গ্রহণ ব্যতীত সরাসরি সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে এবং তদন্ত চলাকালীন অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষীকে জেরা করিবার সুযোগ না পাইয়া থাকিলে সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপে তাহাকে জেরা করার সুযোগ প্রদান করা হইবে, তবে বক্তব্য পুনরায় গ্রহণ করার প্রয়োজন হইবে না।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই মর্মে জিজ্ঞাসা করা হইবে,—

> "আপনি কোন বক্তব্য প্রদান করিতে চাইলে বক্তব্য প্রদান করিতে পারেন, যদিও আপনি বক্তব্য প্রদানে বাধ্য নহেন এবং আপনি বক্তব্য প্রদান করিলে উহা লিপিবদ্ধ করা হইবে ও সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে উহা ব্যবহার করা হইতে পারে।"।

(৫) উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সতর্ক করিবার পরও অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন বক্তব্য প্রদান করিতে চাহিলে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার সম্মুখে পাঠ করিয়া শুনাইতে হইবে এবং উহার একটি কপি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে।

(৬) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ হস্তান্তর করিবার পর বক্তব্য প্রদানের জন্য, পরিস্থিতি বিবেচনায়, অন্যূন ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার সময় প্রদান করিতে হইবে।

(৭) অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোন সাক্ষী আহ্বান করিতে চাহিলে, উক্ত সাক্ষীর বক্তব্য রেকর্ড করা হইবে এবং সাক্ষ্য লিপিবদ্ধকারী কর্মকর্তা সাক্ষীদের বক্তব্যের সত্যতা নিরূপণের জন্য সংশ্লিষ্ট সাক্ষীকে জেরা করিতে পারিবেন।

(৮) সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রদানকালে শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক তাহাদের বক্তব্য প্রদান করিবেন, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শপথ করানো বা জেরা করা যাইবে না।

(৯) সাক্ষীদের প্রদত্ত বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করা হইবে, তবে অভিযোগের গুরুত্ব অনুধাবনপূর্বক সংশ্লিষ্ট অধিনায়ক বা কর্মকর্তা বিস্তারিত সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পরিবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির জেরা অংশ প্রশ্ন-উত্তর আকারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সাক্ষীর প্রদত্ত বক্তব্য তাহার বোধগম্য ভাষায় পড়িয়া শুনাইতে হইবে এবং লিপিবদ্ধ বক্তব্যের উপর তাহার স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে হইবে।

(১০) সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ লিপিবদ্ধ শেষ হইলে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধকারী কর্মকর্তা প্রত্যয়ন করিবেন যে, সংশ্লিষ্ট অধিনায়ক বা কর্মকর্তার নির্দেশে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

১৭। অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে সাক্ষ্য গ্রহণ ও বিচার।—(১) আইনের ধারা ২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮ এবং ৫৪ তে বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটনের পর যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির শীঘ্র গ্রেফতার হওয়ার কোন সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ লিপিবদ্ধকারী কর্মকর্তা অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে সাক্ষীদের বক্তব্য গ্রহণ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে কোন সাক্ষীর বক্তব্য গ্রহণ করা হইলে, যদি উক্ত সাক্ষী পরবর্তীতে মারা যায় বা সাক্ষ্য প্রদানে অসমর্থ হইয়া পড়ে বা তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া না যায় বা তাহাকে হাজির করা সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ বা অন্য কোন অসুবিধার কারণে সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ব্যক্তির গ্রেফতার হইবার পর সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ বর্ডার গার্ড আদালতে তাহার বিচারে ব্যবহার করা যাইবে।

১৮। পুলিশ কর্তৃক তথ্য যাচাই।—অধিনায়ক বা অন্য কোন কর্মকর্তা যথাযথ বা প্রয়োজনীয় মনে করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত কোন অভিযোগ সম্পর্কে কোন তথ্য পুলিশ কর্তৃপক্ষ বা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং উক্ত কর্তৃপক্ষ তদন্ত করতঃ প্রতিবেদন আকারে উহা সংশ্লিষ্ট অধিনায়ক বা কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

১৯। সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করিবার পর পদবীধারী ও তালিকাভুক্ত বর্ডার গার্ড সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের নিষ্পত্তিকরণ।—(১) সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য কোন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হইলে, তিনি উক্ত সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিবার পর তাহার নিযুক্তকারী অধিনায়ক বা কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) অধিনায়ক বা কর্মকর্তা উক্ত সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ বিবেচনা করিয়া নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন, যথা :—

(ক) অভিযোগ খারিজ করিতে পারিবেন; বা

(খ) অভিযোগ পুনঃশুনানি করিতে এবং যে কোন লঘু দণ্ড প্রদান করিতে পারিবেন; বা

(গ) সামারী বর্ডার গার্ড আদালতের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, উক্ত আদালত গঠনপূর্বক উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিতে পারিবেন; বা

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার অন্য কোন বর্ডার গার্ড আদালত কর্তৃক সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন।

২০। সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করিবার পর কর্মকর্তা ও জুনিয়র কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের নিষ্পত্তিকরণ।—(১) সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য কোন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হইলে, তিনি উক্ত সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিবার পর, উহা যিনি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তা প্রাপ্ত সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ বিবেচনা করিয়া নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন, যথা :—

(ক) অভিযোগ খারিজ; বা

(খ) তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে অভিযোগ নিষ্পত্তি; বা

(গ) যথাযথ উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট অভিযোগটি প্রেরণ; বা

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার স্পেশাল বর্ডার গার্ড আদালত অথবা স্পেশাল সামারী বর্ডার গার্ড আদালতের মাধ্যমে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ।

২১। বর্ডার গার্ড আদালত গঠনের জন্য আবেদন।—পরিশিষ্ট-৪ এ বর্ণিত নির্ধারিত ফরমে অধিনায়ক কর্তৃক বর্ডার গার্ড আদালত গঠনের জন্য আদালত গঠনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্ত আদালত, সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ, অভিযোগনামা এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য দলিলাদির ৫ (পাঁচ) কপিসহ আবেদন করিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
তদন্ত আদালত

২২। তদন্ত আদালত গঠন।—(১) অধিভুক্ত ব্যক্তি কোন কর্মকর্তা, জুনিয়র কর্মকর্তা বা পদবীধারী বর্ডার গার্ড সদস্যগণের মধ্য হইতে অন্যূন ৩ (তিন) জন সদস্যের সমন্বয়ে তদন্ত আদালত গঠিত হইবে এবং আইন বা তদন্ত বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন অসামরিক ব্যক্তি, ক্ষেত্রমত, তদন্ত আদালতের সদস্য হইতে পারিবেন।

(২) তদন্ত আদালতের সদস্যগণের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতম সদস্য উক্ত আদালতের সভাপতি হইবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সভাপতি অভিযুক্ত ব্যক্তি হইতে নিম্ন পদমর্যাদার হইবেন না।

(৩) মহাপরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কোন স্বতন্ত্র ইউনিটের অধিনায়ক তদন্ত আদালত গঠনের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) তদন্ত আদালতের গঠনের আদেশে উহার সদস্যদের সমবেত হওয়ার সময়, স্থান এবং তদন্তের প্রকৃতি (Terms of Reference) ও সাক্ষ্য গ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী এবং তদন্ত আদালতের কার্যক্রম সম্পন্নের নিমিত্ত প্রশাসনিক প্রয়োজনীয় বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে ।

২৩। তদন্ত আদালত গঠনের ক্ষেত্রসমূহ।—(১) শৃংখলা সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে বা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তদন্ত আদালত গঠন ও তদন্ত অনুষ্ঠান করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বিষয় ব্যতীত, আইনের ধারা ৬৮ তে বর্ণিত অননুমোদিত অনুপস্থিতিজনিত কারণেও তদন্ত আদালত গঠন ও তদন্ত অনুষ্ঠান করা যাইবে।

২৪। তদন্ত আদালতের কার্যপদ্ধতি।—(১) কোন তদন্ত আদালতের কার্যবিবরণী সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হইবে না এবং উক্ত কার্যবিবরণী কেবল উক্ত তদন্ত আদালতের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অবহিত হইতে পারিবেন।

(২) কোন সাক্ষীকে তাহার প্রদত্ত সাক্ষ্যের সত্যতা বা যথার্থতা পরীক্ষার জন্য এবং সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য তদন্ত আদালত যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন, সেইরূপ প্রাসঙ্গিক যে কোন প্রশ্ন করিতে পারিবেন এবং যে কোন সাক্ষ্য বা দলিল বিবেচনায় নিতে পারিবেন।

(৩) তদন্ত আদালতের বিবেচনায় প্রশ্ন-উত্তর অন্য কোনভাবে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন না হইলে, সাক্ষীদের বক্তব্য বিস্তারিত বর্ণনা আকারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৪) তদন্ত আদালতে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোন আইনজীবী বা অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিনিধির মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করা যাইবে।

(৫) তদন্ত আদালত কর্তৃক মতামত ও সুপারিশ লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষীগণ যে বক্তব্য বা দলিলাদি উপস্থাপন করিয়াছেন তাহার সম্পর্কে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিতে হইবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে প্রদত্ত সাক্ষীদের জেরা করার সুযোগ প্রদান এবং তাহাকে বক্তব্য প্রদান করিবার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৬) তদন্ত আদালতে কোন সাক্ষী কর্তৃক মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিবার অভিযোগ ব্যতীত সাক্ষ্য বা প্রশ্ন-উত্তরের জন্য তাহাকে অভিযুক্ত করা যাইবে না।

২৫। তদন্ত আদালতের কার্যবিবরণীর উপর কার্যক্রম।—(১) তদন্ত আদালতের সভাপতি, তদন্ত অনুষ্ঠানের আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তার নিকট অথবা তৎকর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোন কর্মকর্তার নিকট তদন্ত আদালতের কার্যবিবরণী দাখিল করিবেন।

(২) তদন্ত আদালতের কার্যবিবরণী গ্রহণকারী কর্মকর্তা, নিজে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে উক্ত কার্যবিবরণীর উপর চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিবেন, অথবা নিজে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইলে তাহার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের পূর্বে তদন্তে আইনগত বিষয় সংশ্লিষ্ট থাকিলে আইন কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২৬। তদন্ত আদালতের কার্যবিবরণীর কপি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সরবরাহ।—মহাপরিচালক অন্যভাবে কোন নির্দেশ প্রদান না করিয়া থাকিলে, তদন্ত আদালতের কার্যবিবরণীর সুপারিশের ভিত্তিতে আইনের অধিভুক্ত কোন ব্যক্তির বিচার বর্ডার গার্ড আদালতে সম্পন্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে অথবা উক্ত তদন্ত আদালতের নিষ্পত্তির প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে, উক্ত তদন্ত আদালতের কার্যবিবরণীতে সাক্ষীদের প্রদত্ত বক্তব্যের অনুলিপি সংযুক্ত দলিলাদি, উদ্‌ঘাটিত তথ্যাবলী, মতামত ও সুপারিশ ব্যতীত, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সরবরাহ করিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়
অভিযোগনামা, ইত্যাদি

২৭। অভিযোগনামা।—(১) প্রত্যেক অভিযোগনামায় বর্ডার গার্ড আদালত কর্তৃক একই সময়ে বিচার্য কোন বিষয় বা বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং অভিযোগসমূহ একই ঘটনা কিংবা একটি অপরাধের ক্রমধারায় সংঘটিত হইলে উহাতে এক বা একাধিক অভিযোগ থাকিতে পারিবে।

(২) প্রত্যেক অভিযোগনামা পরিশিষ্ট-৫ উল্লিখিত নমুনা অনুযায়ী হইবে।

২৮। অভিযোগসমূহ।—(১) প্রত্যেক অপরাধের জন্য পৃথক অভিযোগনামা হইবে এবং উক্ত অভিযোগনামা নিম্নরূপ দুইটি অংশে বিভক্ত হইবে, যথা :—

(ক) আইনের ধারার শিরোনাম অনুযায়ী অপরাধের বর্ণনা; এবং

(খ) অপরাধ সংঘটনের বিস্তারিত বিবরণী অর্থাৎ অপরাধ সংঘটনের সময়, স্থান, অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ সংশ্লিষ্টতার বর্ণনা।

(২) কম গুরুত্বপূর্ণ অপরাধের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ সংশ্লিষ্ট অভিযোগ প্রথমে আনয়ন করিতে হইবে।

২৯। যৌথ অভিযোগসমূহ।—(১) যে কোন সংখ্যক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যৌথভাবে অভিযুক্ত করা যাইবে এবং যৌথভাবে সংঘটিত অপরাধের জন্য একই সাথে বিচার করা যাইবে।

(২) যৌথভাবে অভিযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও যে কোন সংখ্যক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে একই সাথে বিচার করা যাইবে, যদি তাহাদের মধ্য হইতে এক বা একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক অপরাধটি সংঘটিত হয় এবং অন্যরা সহায়তা করিয়াছে বা প্ররোচিত করিয়াছে বলিয়া প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়।

(৩) যেই ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) ও (২) অনুযায়ী একাধিক ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হইবে, সেই ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্য হইতে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে পৃথকভাবেও অভিযুক্ত এবং বিচার করা যাইবে।

৩০। অভিযোগনামা সংশোধন।—(১) কোন অভিযোগের শুনানিতে আদালতের নিকট যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে অভিযোগনামায় কোন কিছু সংযোজন করা, বাদ দেওয়া বা পরিবর্তন করা প্রয়োজন, তাহা হইলে আদালত এইরূপ অভিযোগ সংশোধন করিতে পারিবে, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির নোটিশে আনিবার পর অভিযোগ সংশোধনের প্রয়োজন হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচারের জন্য ন্যূনতম স্পেশাল সামারী বর্ডার গার্ড আদালত গঠনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে, সংশোধন করা যাইবে এবং অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সংশোধিত অভিযোগের বিচার চালাইয়া যাইতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিচার চলাকালীন যে কোন সময় আদালত গঠনকারী কর্মকর্তার নিকট যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কোন অভিযোগনামায় অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম বা বর্ণনা, নিছক করণিক ভ্রান্তি বা বিচ্যুতি আছে তাহা হইলে বর্ডার গার্ড আদালত উক্ত ভুল সংশোধনের নিমিত্ত অভিযোগনামা সংশোধন করিতে পারিবেন।

(২) রায় নির্ধারণের জন্য আদালত মুলতবি হওয়ার পূর্বে যদি আদালতের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগনামায় উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ভুল রহিয়াছে তাহা হইলে আইন কর্মকর্তার সম্মতি সাপেক্ষে আদালত উক্ত অভিযোগনামা সংশোধন করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অভিযুক্ত ব্যক্তির ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার লংঘিত হইবার আশংকা থাকিলে অভিযোগনামা সংশোধন করা যাইবে না।

(৪) বিচার চলাকালে কোন আইন কর্মকর্তা উপস্থিত না থাকিলে এবং উল্লিখিত রায় নির্ধারণের জন্য আদালত মুলতবি করিবার পূর্বে আদালতের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত কোন অভিযোগনামায় প্রয়োজনীয় সংশোধন করা সম্ভব হইতেছে না, তাহা হইলে উক্ত আদালত মুলতবি করিয়া বর্ডার গার্ড আদালত গঠনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তদ্‌মর্মে প্রতিবেদন প্রেরণ করিতে হইবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) অনুসারে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) বিধি ৩১ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আদালতকে উক্ত অভিযোগনামা সংশোধন করিতে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত নোটিশ প্রদানের পর বিচার কার্য অব্যাহত রাখিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন; বা

(খ) সংশ্লিষ্ট আদালতকে অভিযোগনামা সংশোধন ব্যতিরেকে বিচার কার্য অব্যাহত রাখিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন; বা

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচারের জন্য নূতন কোন আদালত গঠন করিতে পারিবেন।

৩১। আদালত গঠনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অভিযোগনামার সংশোধন।—আদালত বিধি ৩০ বা ৪৩ অনুযায়ী অভিযোগনামা সংশোধনের জন্য আদালত গঠনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগনামা সংশোধন, সংযোজন, বিচ্যুতিকরণ বা পরিবর্তনের জন্য প্রতিবেদন দাখিল করিলে, উক্ত আদালত গঠনকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত অভিযোগামা সংশোধন করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
বর্ডার গার্ড আদালত, ইত্যাদি

৩২। বর্ডার গার্ড আদালত গঠনের আবেদন প্রাপ্তির পর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম।—উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, বর্ডার গার্ড আদালত গঠনের জন্য কোন আবেদন প্রাপ্ত হইলে সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ এবং অভিযোগনামা পরীক্ষা করিবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আইন কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণপূর্বক—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকিলে বা সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ হইতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য অধিনায়ককে নির্দেশ প্রদান করিবেন; বা

(খ) অভিযোগ সামারী বর্ডার গার্ড আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তিযোগ্য হইলে, উক্ত আদালতে নিষ্পত্তি বা বিচারের নিমিত্ত ফেরত প্রদান করিবেন; বা

(গ) যদি এই অভিমত পোষণ করেন যে, অভিযোগের সমর্থনে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হয় নাই এবং আরো সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি অতিরিক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণের জন্য বিষয়টি অধিনায়কের নিকট ফেরত প্রদান করিবেন; বা

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেলে তিনি একটি বর্ডার গার্ড আদালত গঠন করিবেন এবং যদি তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হন তাহা হইলে আদালত গঠনকারী যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আদেশটি প্রেরণ করিবেন।

৩৩। বর্ডার গার্ড আদালতে সদস্য হইবার অযোগ্যতা।—কোন কর্মকর্তা বর্ডার গার্ড আদালতের সদস্য নিযুক্ত হইবার অযোগ্য হইবেন, যদি তিনি—

(ক) আদালত গঠনকারী কর্তৃপক্ষ হন; বা

(খ) প্রসিকিউটর বা প্রসিকিউশনের সাক্ষী হন; বা

(গ) বিচারের পূর্বে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের তদন্তের কোন অংশের সহিত জড়িত থাকেন; বা

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিনায়ক হন; বা

(ঙ) মামলায় ব্যক্তিগত স্বার্থ রহিয়াছে এমন কোন ব্যক্তি হন।

৩৪। বর্ডার গার্ড আদালত গঠনকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।—বর্ডার গার্ড আদালত গঠনের ক্ষেত্রে আদালত গঠনকারী কর্তৃপক্ষ নিম্নরূপ দায়িত্বসমূহ পালন করিবেন, যথা ঃ—

(ক) পরিশিষ্ট-৬ এ বর্ণিত নির্ধারিত ফরমে আদালত গঠনের আদেশ জারী করিবেন;

(খ) কোন্ কোন্ অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করা হইবে উহার নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং ইহা নিশ্চিত করিবেন যে, তাহার অধিনায়ক কর্তৃক প্রেরিত অভিযোগের ভিত্তিতে তাহাকে বিচারের সম্মুখীন করা হইয়াছে;

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ সমন্বয়ে পৃথক অভিযোগনামা গঠন করা প্রয়োজন তাহা হইলে তিনি অনুরূপ আদেশ প্রদান করিবেন এবং কোন্ কোন্ অভিযোগের বিচার করা হইবে উহার নির্দেশ প্রদান করিবেন;

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা একাধিক হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের পৃথকভাবে না যৌথভাবে বিচার করা হইবে তৎসম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করিবেন;

(ঙ) মামলা পরিচালনার জন্য, আইন ও এই বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে, কোন কর্মকর্তাকে প্রসিকিউটর হিসাবে নিয়োগ করিবেন, বা অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিনায়ককে প্রসিকিউটর হিসাবে কোন কর্মকর্তাকে নিয়োগ করিতে নির্দেশ প্রদান করিবেন;

(চ) আদালতের সভাপতিকে অভিযোগনামার কপি, আদালত গঠনের আদেশ এবং সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপের কপি এবং বিচার পরিচালনাকালে প্রয়োজনীয় অন্যান্য নথিপত্র প্রেরণ করিবেন;

(ছ) আদালতের প্রত্যেক সদস্যের নিকট অভিযোগনামার একটি কপি প্রেরণ করিবেন;

(জ) প্রসিকিউটরকে অভিযোগনামার কপি, আদালত গঠনের আদেশ এবং সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপের সংশোধনীসহ মূলকপি প্রেরণ করিবেন;

(ঝ) আইন কর্মকর্তাকে অভিযোগনামার কপি, আদালত গঠনের আদেশ এবং সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপের সংশোধনীসহ কপি প্রেরণ করিবেন; এবং

(ঞ) ইহা নিশ্চিত করিবেন যে, অধিনায়ক কর্তৃক প্রসিকিউশন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে বিধি ৩৬ মোতাবেক সকল সাক্ষীর প্রতি সমন জারী করা হইয়াছে।

৩৫। অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রস্তুতি।—(১) যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারের জন্য আদালত গঠনের আদেশ জারী করা হইয়াছে, তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রস্তুতির যথাযথ সুযোগ প্রদান করিতে হইবে এবং তাহাকে তাহার সাক্ষীর আত্মপক্ষ সমর্থনকারী কোন কর্মকর্তা বা তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের ক্ষেত্রে সহায়তাকারী কোন ব্যক্তি বা আইনজীবীর সহিত পরামর্শ করিতে চাহিলে, তাহার সহিত যোগাযোগ করিবার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(২) সামারী বর্ডার গার্ড আদালতের ক্ষেত্র ব্যতীত, অভিযুক্ত ব্যক্তি লিখিতভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনকারী কোন কর্মকর্তার সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃতি না জানাইলে, উক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য একজন কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে হইবে।

(৩) সামারী বর্ডার গার্ড আদালতের ক্ষেত্র ব্যতীত, প্রসিকিউশন আইনগত কর্মসম্পাদনে অভিজ্ঞ কোন কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত হইলে, পর্যাপ্ত সময় পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিষয়টি অবহিত করিতে হইবে যাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিনিধি বা আইনজীবী নিয়োগ করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে পারেন।

(৪) বর্ডার গার্ড আদালতের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হইবার পর, বিচার শুরুর অন্যূন ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টা পূর্বে যথাশীঘ্র সম্ভব অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত দলিলাদি প্রদান করিতে হইবে, যথা :—

(ক) অভিযোগনামার কপি;

(খ) সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ (সংশোধনীসহ);

(গ) প্রসিকিউশন আদালতে উপস্থাপন করিতে পারে এমন কোন সাক্ষ্য থাকিলে সেই মর্মে নোটিশ;

(ঘ) অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গঠিত আদালতের সদস্যগণের নাম, পদবী ও ইউনিট সম্বলিত তালিকা।

৩৬। সাফাই সাক্ষীদের সমন করিবার পদ্ধতি।—(১) উপ-বিধি (২) ও (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, অভিযুক্ত ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে অধিনায়ক সাফাই সাক্ষীদের সমন জারী করিতে পারিবেন।

(২) অধিনায়ক সাফাই সাক্ষীদের সমন জারী করিবার পূর্বে উক্ত সাক্ষীদের যাতায়াত ও অন্যান্য ব্যয়ভার সংকুলানের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় খরচ দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি অনুরূপ খরচ দাখিল না করিলে উক্ত সাক্ষীদের সমন জারী বা হাজির করাইতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী অধিনায়ক সাফাই সাক্ষীদের হাজির হইবার সমন জারী করিতে অস্বীকার করিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বর্ডার গার্ড আদালতে উক্ত সাক্ষীদের হাজিরের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং আদালত ন্যায় বিচারের স্বার্থে উক্ত সাক্ষীদের হাজির করিতে চাহিলে তৎক্ষণাৎ সাক্ষীদের সমন জারী করিবেন এবং আদালতের কার্যক্রম প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য মুলতবি ঘোষণা করিবেন।

সপ্তম অধ্যায়
বর্ডার গার্ড আদালত কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি, দোষ স্বীকার, ইত্যাদি

৩৭। বিচার কার্য শুরুর পূর্বে আদালত কর্তৃক করণীয়।—(১) বর্ডার গার্ড আদালত বিচার কার্য পরিচালনার পূর্বে এই মর্মে সন্তুষ্ট হইবেন যে—

(ক) আদালত, অভিযোগনামায় উল্লিখিত অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচারের জন্য এখতিয়ারাধীন; এবং

(খ) অভিযোগনামায় বর্ণিত প্রত্যেকটি অভিযোগ আইন ও এই বিধিমালা অনুযায়ী প্রণয়ন করা হইয়াছে।

(২) আদালত যদি বিচার শুরুর পূর্বে এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত শর্তসমূহ পালিত হয় নাই তাহা হইলে তদমর্মে আদালত গঠনকারী কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন এবং বিচার কার্য পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত মুলতবি রাখিবেন।

(৩) আদালত এই বিধি মোতাবেক সকল বিধান পালন করতঃ বিচারের জন্য প্রস্তুত হইলে, আদালতের সভাপতি বিচার কার্য শুরু করিবেন।

৩৮। বিচার কার্য পরিচালনা।—(১) অভিযুক্ত ব্যক্তি বর্ডার গার্ড আদালতের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিলে তিনি তাহার আপত্তির সমর্থনে বক্তব্য প্রদান করিতে এবং যে কোন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে ডাকিতে পারিবেন।

(২) কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হইলে উক্ত আপত্তির বিষয়ে উন্মুক্ত আদালতে বক্তব্য প্রদান বা উহা খণ্ডন করা যাইবে।

(৩) কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনের ধারা ৮১ (৩) অনুসারে আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইলে, উক্ত কর্মকর্তা তাৎক্ষণিকভাবে আদালতের সদস্য পদ হইতে অব্যাহতি গ্রহণ করিবেন এবং আদালতের কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিবেন না।

(৪) একাধিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হইলে, প্রত্যেক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ পৃথকভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং পদবীর দিক হইতে নিম্নের কর্মকর্তার আপত্তি প্রথমে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৫) কোন সদস্য সম্পর্কে আপত্তি গ্রহণ করিবার প্রেক্ষিতে আদালত কর্তৃক বিচারকার্য চালাইয়া যাইবার জন্য ন্যূনতম সংখ্যক সদস্য না থাকিলে, আদালত আর কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করিয়া আদালত গঠনকারী কর্তৃপক্ষকে তদ্‌মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করিবেন এবং আদালত গঠনকারী কর্মকর্তা উক্ত আদালতের সদস্যপদ পূরণের জন্য নূতন সদস্য নিয়োগ করিবেন, বা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত নূতন আদালত গঠন করিবেন।

৩৯। সদস্য ও আইন কর্মকর্তার শপথ বা হলফ গ্রহণের পদ্ধতি।—আদালতের যে সকল সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ নাই বা যাহাদের বিরুদ্ধে আপত্তি অগ্রাহ্য হইয়াছে এইরূপ সদস্যদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পরিশিষ্ট-১১ এ উল্লিখিত শপথ ফরম ক ও শপথ ফরম খ এর নমুনা অনুযায়ী তাহার ধর্ম বা সচেতনতা অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্যকে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে শপথ বা হলফ গ্রহণ করিতে হইবে।

৪০। আইন কর্মকর্তা বা প্রসিকিউটরের প্রতি আপত্তি অগ্রাহ্য।—অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালত গঠনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত আইন কর্মকর্তা বা প্রসিকিউটরের প্রতি কোন আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবেন না।

৪১। অভিযোগ পাঠ এবং স্বীকারোক্তি।—(১) আদালতের সদস্য এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের শপথ বা হলফ গ্রহণের পর অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রণীত অভিযোগনামা সভাপতি বা আইন কর্মকর্তা কর্তৃক পড়িয়া শুনাইতে হইবে এবং অভিযোগ বা অভিযোগসমূহ সম্পর্কে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করেন কিনা উহা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

(২) আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগনামা আনীত হইলে প্রথম অভিযোগনামায় প্রণীত অভিযোগের বিষয় আগে নিষ্পত্তি করা হইবে এবং উক্ত অভিযোগের বিষয়ে রায় ঘোষণা করিবে।

(৩) উক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি দোষ স্বীকার করে তাহা হইলে অন্যান্য অভিযোগনামা পড়িয়া শুনাইবার পূর্বে বিধি ৪৮ অনুযায়ী দোষ স্বীকারের পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

৪২। আদালতের এখতিয়ার সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন।—(১) অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারকার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে আদালতের এখতিয়ার সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবেন, এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত আপত্তির পক্ষে সাক্ষ্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন এবং প্রসিকিউটরও উক্ত আপত্তি খণ্ডনের নিমিত্ত সাক্ষ্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন; এবং

(খ) প্রসিকিউটর আদালতে উক্ত আপত্তির বিষয়ে বক্তব্য দিতে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত বক্তব্যের জবাব প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির আপত্তি গ্রহণ করিলে সভাপতি আদালত মুলতবি ঘোষণা করিবেন এবং আদালত গঠনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুসারে আদালত, আদালত গঠনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিলে, আদালত গঠনকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির আপত্তি গ্রহণের নিমিত্ত আদালতের অভিমত অনুমোদন করেন, তাহা হইলে উক্ত আদালত বিলুপ্ত ঘোষণা করিবেন; অথবা

(খ) যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির আপত্তি বা অজুহাত গ্রহণের নিমিত্ত আদালতের অভিমত অনুমোদন না করেন, তাহা হইলে,—

(অ) বিষয়টি সংশ্লিষ্ট আদালতে ফেরত প্রেরণ করতঃ আদালতের কার্যক্রম চালাইয়া যাইতে নির্দেশ প্রদান করিবেন; বা

(আ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার সম্পন্নের নিমিত্ত নূতন একটি আদালত গঠন করিবেন।

৪৩। অভিযোগ সম্পর্কে আপত্তি।—(১) অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগের জবাবদিহিতা করিবার পূর্বে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সঠিক নয় বা এই বিধি অনুযায়ী উহা প্রণয়ন করা হয় নাই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবেন এবং যদি অনুরূপ কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় তাহা হইলে প্রসিকিউটর উক্ত আপত্তির উত্তরে আদালতে বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত বক্তব্যের জবাব আদালতে উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

(২) আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির আপত্তি গ্রহণ করিলে এবং বিধি ৩১ অনুযায়ী তাহা আদালত গঠনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগনামা সংশোধনের জন্য প্রেরণ করিবেন এবং আদালত মুলতবী করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপর কোন অভিযোগ বা অভিযোগনামা বিচারাধীন থাকিলে আদালত উক্ত অভিযোগগুলির বিচারকার্য চালাইয়া যাইতে পারিবেন।

(৩) উপবিধি (২) অনুসারে আদালত, আদালত গঠনকারী কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিলে, আদালত গঠনকারী কর্মকর্তা যদি আপত্তি গ্রহণের নিমিত্ত-

(ক) যদি আপত্তি গ্রহণের নিমিত্ত আদালতের অভিমত অনুমোদন করেন, তাহা হইলে—

(অ) উক্ত আদালত বিলুপ্ত ঘোষণা করিতে পারিবেন; বা

(আ) যেই সকল অভিযোগের আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে উহা সংশোধন করিতে পারিবেন যদি উহা বিধি ৩১ অনুযায়ী হয়;

(খ) আদালতের অভিমতকে অনুমোদন না করেন, তাহা হইলে-

(অ) অভিযোগটির বিচার চালাইয়া যাইতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন; বা

(আ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচার করিবার নিমিত্ত একটি নূতন আদালত গঠন করিতে পারিবেন।

৪৪। পৃথক বিচারের আবেদন।—(১) যেই ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে একত্রে বিচারের জন্য অভিযুক্ত করা হয়, সেইক্ষেত্রে যে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি, অভিযোগের জবাবদিহিতা করিবার পূর্বে পৃথকভাবে বিচার করা না হইলে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন, এই কারণে তাহার পৃথক বিচার দাবী করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি আবেদন করিলে, প্রসিকিউটর উক্ত আপত্তির উত্তরে আদালতে বক্তব্য রাখিতে পারেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি তার প্রত্যুত্তরে জবাব প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) আদালত ন্যায় বিচারের স্বার্থে উপ-বিধি (১) এর অধীন কৃত আবেদন বিবেচনা করা ন্যায়সঙ্গত মনে করিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির আবেদন গ্রহণ করিবেন এবং যে ব্যক্তি আবেদন করিয়াছেন তাহাকে পৃথক বিচারের ব্যবস্থা করিবেন।

৪৫। পৃথক অভিযোগনামায় বিচারের জন্য আবেদন।—(১) যেইক্ষেত্রে একটি অভিযোগনামায় একাধিক অভিযোগ প্রণয়ন করা হয়, সেইক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত অভিযোগসমূহের জবাবদিহিতা করিবার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি যেই সকল অভিযোগে তিনি পৃথক বিচার না হইলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন সেই সকল অভিযোগের পৃথক বিচারের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি আবেদন করিলে, প্রসিকিউটর উক্ত আপত্তির উত্তরে আদালতে বক্তব্য রাখিতে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার প্রত্যুত্তরে জবাব প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) আদালত ন্যায় বিচারের স্বার্থে উপ-বিধি (১) এর অধীন কৃত আবেদন বিবেচনা করা ন্যায় সঙ্গত মনে করিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির আবেদন গ্রহণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট অভিযোগের বিচার পৃথক ও এমনভাবে সম্পন্ন করিবেন যেন উক্ত অভিযোগটি নূতন অভিযোগনামায় প্রণয়ন করা হইয়াছে।

৪৬। দোষী বা নির্দোষ দাবী।—(১) বিধি ৪২ ও ৪৩ এ বর্ণিত আপত্তি নিষ্পত্তি এবং বিধি ৪৪ ও ৪৫ এর আওতায় দাখিলকৃত আবেদনের নিষ্পত্তি শেষে অভিযুক্ত ব্যক্তি, উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, যে সকল অভিযোগের দায়ে অভিযুক্ত করা হইয়াছে সেই সকল অভিযোগের প্রত্যেকটিতে দোষী বা নির্দোষ দাবী করিতে পারিবে।

(২) যেই ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৮৯ মোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয় নাই এমন অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিতে আদালত এখতিয়ারসম্পন্ন অথবা যেই ক্ষেত্রে সংঘটিত অপরাধের জন্য পরিস্থিতি বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত কম শাস্তি প্রাপ্য বা যেই ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রমাণ বিবেচনার পর আদালত বিধি ৪৮ এর ব্যতিক্রম ও তারতম্য সাপেক্ষে রায় প্রদান করিতে পারেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি অনুরূপ অপরাধে দোষ স্বীকার করিতে পারিত অথবা অন্য কোন অপরাধে যাহার জন্য অবস্থা বিবেচনায় তিনি অপেক্ষাকৃত কম শাস্তি প্রাপ্য অথবা যে অপরাধে ব্যতিক্রম বা তারতম্য সাপেক্ষে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তি হইতে পারিতেন, সেইক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবেন।

৪৭। দোষ স্বীকার।—(১) যেই ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিধি ৪৬ এর উপ-বিধি (১) বা (২) মোতাবেক দোষ স্বীকার করেন সেই ক্ষেত্রে আদালতের সভাপতি বা আইন কর্মকর্তা, আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধের প্রকৃতি এবং তাহার স্বীকারোক্তির ফলাফল সম্পর্কে, বিশেষ করে দোষ স্বীকার এবং নির্দোষ দাবীর তাৎপর্য বা ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করিবেন।

(২) আদালত বিধি ৪৬ এর উপ-বিধি (১) বা (২) অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী হিসাবে গ্রহণ করিবেন না, যদি-

(ক) আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট না হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগের প্রকৃতি এবং তাহার স্বীকারোক্তির ফলাফল সম্পর্কে বুঝিতে পারিয়াছেন; বা

(খ) আদালতের সভাপতি সঠিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এই মর্মে বিবেচনা করেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নির্দোষ দাবী করা উচিত; বা

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক আনীত অভিযোগে সাজাপ্রাপ্ত হইলে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) এই বিধি অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করিলে, আদালত গঠনকারী কর্মকর্তা একমত পোষণ না করিলে, আদালত উক্ত দোষ স্বীকার গ্রহণ করিবেন না।

(৪) আদালত গঠনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ স্বীকার সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রসিকিউটর এর দ্বারা প্রত্যায়ন করিতে হইবে।

(৫) বিধি ৪৬ এর উপ-বিধি (১) অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ স্বীকারোক্তি আদালত কর্তৃক গ্রহণীয় না হইলে বা অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগের বিপরীতে কোন প্রকার স্বীকারোক্তিতে অস্বীকার করিলে অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বীয় বিবেচনায় দোষ স্বীকার না করিলে, আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেকে নির্দোষ দাবী করিয়াছেন মর্মে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৬) যদি আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, বিধি ৪৬ এর উপ-বিধি (১) অনুসারে যথাযথভাবে উক্ত দোষ স্বীকারোক্তি গৃহীত হইয়াছে, তাহা হইলে আদালত উক্ত অভিযোগ সম্পর্কে দোষ স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করিবেন।

৪৮। দোষ স্বীকার এবং নির্দোষ দাবীর ক্ষেত্রে বিচারের পদ্ধতি।—(১) অভিযুক্ত ব্যক্তির জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে দোষী লিপিবদ্ধ করিবার পর, আদালত বিধি ৪৯ অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনা করিবেন।

(২) যেই ক্ষেত্রে অভিযোগনামায় অন্য কোন অভিযোগ রহিয়াছে যাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ দাবী করিয়াছেন বা উক্ত অভিযোগনামায় অন্য কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম রহিয়াছে যিনি অভিযোগের বিপরীতে নির্দোষ দাবী করিয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে আদালত বিধি ৪৯ এর বিধান অনুসরণ করিবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য অভিযোগের বিষয়ে নিষ্পত্তি করেন অথবা অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তাহার অভিযোগের বিষয়ে রায় ঘোষণা বা লিপিবদ্ধ করেন।

৪৯। দোষ স্বীকারের প্রেক্ষিতে কার্যপদ্ধতি।—(১) অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ স্বীকারের প্রেক্ষিতে আদালত দোষ স্বীকারের জবাবদিহিতা লিপিবদ্ধ করিলে, প্রসিকিউটর সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ আদালতে পাঠ করিয়া শুনাইবেন বা উহাতে লিপিবদ্ধ ঘটনাবলী আদালতকে অবহিত করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান প্রতিপালন করিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার—

(ক) চরিত্র সম্পর্কিত এবং দণ্ড লাঘবের জন্য আদালতে সাক্ষ্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন; এবং

(খ) দণ্ড লাঘবের জন্য আদালতে বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

৫০। দণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়।—(১) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা হইলে আদালত দণ্ড প্রদানের পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তির চরিত্র, বয়স, চাকুরি, পদবী, স্বীকৃত ও বীরোচিত কোন কার্য, বর্ডার গার্ড আদালত বা ফৌজদারী আদালত কর্তৃক প্রাপ্ত কোন দণ্ড বা লঘু দণ্ডের মাধ্যমে পূর্বে প্রাপ্ত কোন শাস্তি যদি থাকে, প্রাপ্য কোন পদক বা খেতাব সংক্রান্ত সাক্ষ্য গ্রহণ ও তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বিষয়ে কোন সাক্ষী কর্তৃক সাক্ষ্য প্রদত্ত হইলে উক্ত সাক্ষী অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই মর্মে সনাক্ত করিবেন যে, সার্ভিস বহির সারাংশে উল্লিখিত ব্যক্তিই অভিযুক্ত ব্যক্তি।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত সাক্ষীকে জেরা করিতে পারিবেন এবং উক্ত সাক্ষ্য খণ্ডন করিবার জন্য সাক্ষী ডাকিতে পারিবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি অনুরোধ করিলে, সার্ভিস বহির সারাংশের যথাযথ সত্যায়িত কপি উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, সার্ভিস বহির সারাংশ মূল সার্ভিস বহি অনুসারে হয় নাই, তাহা হইলে আদালত উক্ত সারাংশের মূল বা সত্যায়িত কপির সাথে মিলাইয়া দেখিবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির আপত্তি সঠিক হইলে উহা লিপিবদ্ধ করিবেন এবং সারাংশ সংশোধন করিবেন।

(৫) এই বিধিতে উল্লিখিত সকল বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করা হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত বিষয়ে আদালতে বক্তব্য রাখিতে পারিবেন।

৫১। নির্দোষ দাবীর ক্ষেত্রে কার্যপদ্ধতি।—(১) কোন অভিযোগের ব্যাপারে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক নির্দোষ দাবীর প্রেক্ষিতে আদালত উহা লিপিবদ্ধ করিলে, আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, বিচার-পূর্ব পালনীয় এমন কোন বিধান অপ্রতিপালিত রহিয়াছে কিনা যাহাতে তিনি নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিতেছেন বা তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যথেষ্ট সুযোগ তিনি পান নাই এবং সেই কারণে আদালত মুলতবি রাখা প্রয়োজন।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান অনুসারে আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার আবেদনের সমর্থনে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করিতে এবং প্রসিকিউটর অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্যের উত্তরে সাক্ষ্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন; এবং

(খ) প্রসিকিউটর অভিযুক্ত ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালতে বক্তব্য উপস্থাপন করিতে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রসিকিউটরের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে উত্তর প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) ন্যায় বিচারের স্বার্থে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় মনে করিলে আদালত স্বীয় বিবেচনায় বিচার কার্যের মুলতবি করিতে পারিবে।

৫২। স্বীকারোক্তির পরিবর্তন।—(১) কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি যিনি নিজেকে নির্দোষ দাবী করিয়াছেন তিনি রায় নির্ধারণের জন্য আদালত বন্ধ ঘোষণা করিবার পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময়ে তাহার নির্দোষ দাবী প্রত্যাহার করতঃ দোষ স্বীকার করিতে পারিবেন এবং আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি মোতাবেক কার্যধারায় লিপিবদ্ধকৃত জবাবদিহিতা পরিবর্তন করিতে পারিবে এবং বিধি ৪৯ অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(২) কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি যিনি কোন অভিযোগে একবার দোষ স্বীকার করিয়াছেন তিনি পরবর্তীতে আর কখনও নির্দোষ দাবী করিতে পারিবেন না।

৫৩। প্রসিকিউটরের বক্তব্য উপস্থাপন।—(১) প্রসিকিউটর আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে অভিযোগ ব্যাখ্যা করতঃ আদালতে উপস্থাপন করিতে চাহেন এইরূপ সাক্ষ্যের প্রকৃতি ও সাধারণ প্রভাব সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে বক্তব্য প্রদানের পর প্রসিকিউশনের সাক্ষীদের ডাকা হইবে এবং তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

৫৪। অতিরিক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রদান।—(১) প্রসিকিউটর, সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ নাই এইরূপ কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করিতে চাহিলে, উক্ত সাক্ষীকে ডাকিবার পূর্বে যুক্তিগ্রাহ্য সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার প্রস্তাবিত সাক্ষীর সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপের কপিসহ নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে প্রদত্ত নোটিশ বা সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ ব্যতীত সাক্ষী হাজির করা হইলে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারণ উল্লেখপূর্বক আদালত মুলতবি এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত সাক্ষীকে জেরা করিবার জন্য আদালত মুলতবি করিবার আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্ত হইলে আদালত উক্তরূপ সাক্ষ্য গ্রহণ মুলতবি করিবেন।

৫৫। সাক্ষী ডাকা হইতে বিরত থাকা বা সাক্ষীর নাম বাদ দেওয়া।—(১) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে সকল সাক্ষীর জবানবন্দী সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে অথবা বিধি ৫৪ অনুযায়ী কোন সাক্ষীকে আদালতে উপস্থাপন করিবার জন্য নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে, প্রসিকিউটর উক্ত সকল সাক্ষীকে আদালতে উপস্থাপন করা হইতে বিরত থাকিতে পারিবে অথবা সাক্ষীর নাম বাদ দিতে পারিবে।

(২) প্রসিকিউটর কোন সাক্ষীকে আদালতে হাজির করিতে না চাহিলে উহা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পূর্বে নোটিশ প্রদান করিয়া অবহিত করিবেন এবং সাক্ষী উপস্থিত থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাকে সাফাই সাক্ষী হিসাবে ডাকিতে পারিবেন ও উক্ত সাক্ষীর সহিত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যোগাযোগের অনুমতি প্রদান করিবেন।

৫৬। আদালতে সাক্ষী উপস্থিতি।—বিচার চলাকালীন প্রসিকিউটর এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত কোন সাক্ষী পরীক্ষাধীন না থাকিলে, তিনি আদালতের বিশেষ অনুমোদন ব্যতীত আদালতে উপস্থিত থাকিবার অনুমতি পাইবেন না।

৫৭। সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ ও জেরার পদ্ধতি।—(১) প্রত্যেক সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদানের পূর্বে তাহাকে আদালতের সভাপতি, আইন কর্মকর্তা, সদস্য বা প্রসিকিউটর কর্তৃক পরিশিষ্ট-১১ এ উল্লিখিত ফরম 'গ' এর নমুনা অনুযায়ী যে কোন ফরমে অথবা সাক্ষীর ধর্ম বা তাহার নীতিবোধের বাধ্যবাধকতা অনুসারে একই উদ্দেশ্যে আদালত কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত অন্য কোন ফরমে শপথ বা হলফ করাইতে হইবে।

(২) যে পক্ষ সাক্ষীকে ডাকিয়াছেন তিনি সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করিবেন এবং প্রতিপক্ষ সাক্ষীকে জেরা করিতে পারিবেন।

(৩) এই বিধি অনুযায়ী জেরা সম্পন্ন হইবার পর জেরায় নূতন কোন বিষয়ের উদ্ভব হইলে সাক্ষী আহ্বানকারী পক্ষ সাক্ষীকে পুনরায় পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৪) সাক্ষী আদালতে তাহার জবানবন্দী প্রদান করিবেন এবং আদালত, আইন কর্মকর্তা, প্রসিকিউটর বা অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক কোন আপত্তি প্রদান করা না হইলে, প্রয়োজনে জবানবন্দী গ্রহণ করাকালীন যিনি জবানবন্দী গ্রহণ করিতেছেন তিনি সাক্ষীকে মৌখিকভাবে প্রশ্ন করিতে পারিবেন।

৫৮। আদালত কর্তৃক সাক্ষীকে প্রশ্নকরণ।—আদালতের সভাপতি স্বয়ং এবং আদালতের যে কোন সদস্য সভাপতির অনুমতিক্রমে সাক্ষীকে প্রশ্ন করিতে পারিবেন।

৫৯। সাক্ষীর সাক্ষ্য পড়িয়া শুনানো।—(১) সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদানের পর তৎকর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষ্য যাহা লিখিত হইয়াছে উহা পাঠ করিয়া শুনাইতে হইবে এবং উক্ত সময়ে সাক্ষীর কোন ব্যাখ্যা বা আপত্তি থাকিলে তদনুযায়ী সংশোধন করিতে হইবে।

(২) কোন সাক্ষ্য সংশোধন করা হইলে, প্রসিকিউটর বা অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত সংশোধনের বিষয় সম্পর্কে সাক্ষীকে প্রশ্ন করিতে পারিবেন।

৬০। আদালত কর্তৃক সাক্ষী তলব ও পুনঃতলব।—(১) আদালতের নিকট ন্যায়বিচারের স্বার্থে যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, রায় নির্ধারণের জন্য আদালত বন্ধ ঘোষণার পূর্বে আদালত যে কোন সময় যে কোন সাক্ষীকে তলব বা পুনঃতলব করিতে পারিবে।

(২) আদালত কোন সাক্ষীকে তলব বা পুনঃতলব করিলে, প্রসিকিউটর বা অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষীকে আদালতের নিকট যথাযথ বলিয়া প্রতীয়মান হয় এমন যে কোন প্রশ্ন করিতে পারিবেন।

(৩) রায় নির্ধারণের জন্য আদালত বন্ধ ঘোষণা করিবার পূর্বে প্রসিকিউটর বা অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে যে কোন সাক্ষীকে তলব বা পুনঃতলব করিতে পারিবেন এবং যেই সকল প্রশ্ন আদালতের নিকট যথাযথ বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা করিতে পারিবেন।

৬১। অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতির আবেদন।—(১) প্রসিকিউশনের মামলা সমাপনীর পর্যায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে এই মর্মে আবেদন করিতে পারিবেন যে, প্রসিকিউশন তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণে ব্যর্থ হইয়াছে এবং তাহাকে উক্ত অভিযোগে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ডাকা উচিত হইবে না।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন আবেদন পেশ করিলে, প্রসিকিউটর আদালতকে উহার উত্তর প্রদান করিতে পারিবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রসিকিউটরের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) আদালত নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সন্তুষ্ট না হইয়া উপ-বিধি (১) এর অধীন কৃত কোন আবেদন অনুমোদন করিবেন না, যথা :—

(ক) প্রসিকিউশন প্রাথমিকভাবে অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই; এবং

(খ) আদালতের নিকট সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ইহা নিশ্চিত নয় যে বিধি ১০০ মোতাবেক রায় প্রদান করা যায়।

(৪) আদালত কর্তৃক উপ-বিধি (১) এর অধীন কৃত আবেদন অনুমোদন সাপেক্ষে, উক্ত বিষয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালত নির্দোষ হিসাবে রায় ঘোষণা এবং রায় অনুমোদন সাপেক্ষে উহা উন্মুক্ত আদালতে ঘোষণা করিতে পারিবেন।

(৫) আদালত উপ-বিধি (১) এর অধীন কৃত আবেদন অনুমোদন না করিলে, যে সকল অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে আদালত সেই সকল বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

৬২। অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থন।—(১) বাদী পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আদালতের সভাপতি অথবা আইন কর্মকর্তা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই মর্মে ব্যাখ্যা করিবেন যে—

(ক) তিনি ইচ্ছা পোষণ করিলে, সাক্ষী হিসাবে নিজে শপথ গ্রহণ করতঃ সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিবেন বা শপথ গ্রহণ ব্যতিরেকে বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন; এবং

(খ) যদি তিনি শপথ গ্রহণপূর্বক সাক্ষ্য প্রদান করেন তাহা হইলে প্রসিকিউটর তাহাকে জেরা করিতে এবং আদালত প্রশ্ন করিতে পারিবে।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক আদালতের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দানে অস্বীকার করা কিংবা মিথ্যা উত্তর প্রদানের জন্য তাহাকে শাস্তি প্রদান করা যাইবে না, তবে আদালত উক্ত অস্বীকৃতি বা মিথ্যা উত্তরের প্রেক্ষিতে যেইরূপ যথাযথ মনে করিবেন সেইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত উত্তর তাহার পক্ষে বা বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে অন্য কোন তদন্ত বা বিচারের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেওয়া যাইবে যদি উহাতে উক্ত তদন্ত বা বিচারের ক্ষেত্রে তাহার অপরাধ সংঘটনের সম্ভাবনা প্রকাশ পায়।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তি ঘটনার বিষয়ে নিজে সাক্ষ্য প্রদান ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্ত ডাকিতে চাহিলে তিনি ঘটনার মূল বিষয়বস্তু উল্লেখপূর্বক সাফাই সাক্ষ্যের ব্যাপারে বক্তব্য প্রদান করিবেন এবং সাফাই সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

৬৩। সাফাই সাক্ষ্য।—(১) বিধি ৬২ এর বিধান অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনে সাফাই সাক্ষী উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

(২) বিধি ৫৭, ৫৮ ও ৫৯ এর বিধানাবলী প্রসিকিউশনের সাক্ষীদের ক্ষেত্রে যেইরূপে প্রযোজ্য হইবে, সেইরূপে সাফাই সাক্ষীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

৬৪। প্রত্যুত্তরে সাক্ষীদের বক্তব্য।—সাফাই সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রদান সম্পন্ন হইলে প্রসিকিউটর আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে, যে সকল বিষয় প্রসিকিউশন সাফাই সাক্ষীদের আদালতে উপস্থাপনের পূর্বে উপস্থাপন করিতে পারেন নাই বা যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুধাবন করিতে পারেন নাই, সেই সকল বিষয়ে সাফাই সাক্ষীকে জেরা করিতে পারিবেন।

৬৫। সমাপনী বক্তব্য।—(১) সাক্ষ্য সমাপ্ত করার পর প্রসিকিউটর এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি উভয়ই আদালতে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজে ব্যতীত ঘটনা সম্পর্কে অন্য কোন সাফাই সাক্ষী না ডাকিলে, প্রসিকিউটরের সমাপনী বক্তব্যের পর অভিযুক্ত ব্যক্তি সমাপনী বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্ত ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৩) ও (৪) এর শর্ত সাপেক্ষে প্রসিকিউটর অভিযুক্ত ব্যক্তির সমাপনী বক্তব্যের পর তাহার সমাপনী বক্তব্য প্রদান করিবেন।

(৩) দুই বা ততোধিক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার একত্রে সম্পন্নের ক্ষেত্রে, কোন সাফাই সাক্ষী ডাকেন নাই এইরূপ যে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রসিকিউটরের সমাপনী বক্তব্যের পর তাহার সমাপনী বক্তব্য প্রদান করিবেন।

৬৬। আইন কর্মকর্তা কর্তৃক সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ বর্ণনা।—সমাপনী ভাষণ শেষে আইন কর্মকর্তা সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ বর্ণনা করিবেন এবং উন্মুক্ত আদালতে মামলার আইনগত দিক সম্পর্কে আদালতকে পরামর্শ প্রদান করিবেন।

অষ্টম অধ্যায়
রায়, দণ্ডাদেশ অনুমোদন, ইত্যাদি

৬৭। রায় বিশ্লেষণ।—(১) আদালত আইন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে রায় বিবেচনা করিবেন।

(২) প্রতিটি অভিযোগ সম্পর্কে আদালতের প্রত্যেক সদস্যের মতামত মৌখিকভাবে গ্রহণ করা হইবে এবং কনিষ্ঠ সদস্য প্রথমে তাহার মতামত ব্যক্ত করিবেন।

৬৮। রায় লিপিবদ্ধকরণ এবং ঘোষণা।—(১) শুনানি অন্তে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী বা নির্দোষ হিসাবে নির্ধারণ করিয়া রায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(২) রায় লিপিবদ্ধ করিবার পর আদালতের সভাপতি এবং আইন কর্মকর্তা উহাতে স্বাক্ষর করিবেন এবং অভিযোগ প্রমাণিত না হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খালাস প্রদান করিবেন।

(৩) আদালতের রায়, মহাপরিচালক, আদালত গঠণকারী কর্মকর্তা, বা ক্ষেত্রমত, তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন সাপেক্ষে, উন্মুক্ত আদালতে ঘোষণা করিতে হইবে।

৬৯। খালাস সংক্রান্ত কার্যধারা।—শুনানি অন্তে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ হিসাবে নির্ধারণ করিয়া রায় লিপিবদ্ধ করা হইলে, সভাপতি কর্তৃক উক্ত রায়ে তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন এবং উক্ত কার্যধারা আইন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবার পর তৎক্ষণাৎ অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

৭০। দণ্ড প্রদান, দণ্ড ঘোষণা, কার্যধারা স্বাক্ষর ও প্রেরণ।—(১) আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে সকল অভিযোগের বিষয়ে দোষী সাব্যস্ত করিবেন সেই সকল অভিযোগের জন্য তাহাকে দণ্ড প্রদান করিবেন এবং উক্তরূপ দণ্ড আইনানুগভাবে যেই সকল অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রদান করা যাইত তাহাদের সকলের ক্ষেত্রে প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) আদালতের দণ্ডাদেশ কারণসহ তৎক্ষণাৎ উন্মুক্ত আদালতে ঘোষণা করিতে হইবে এবং দণ্ড অনুমোদনের পর উহা কার্যকর হইবে।

(৩) দণ্ড প্রদানের পর আদালতের সভাপতি উক্ত দণ্ডাদেশের বহিতে তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন এবং উহা আইন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরের পর অবিলম্বে অনুমোদনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৭১। রায় পুনর্বিবেচনা (Revision)।—(১) ধারা ১০৫ অনুসারে রায় বা দণ্ডাদেশ ফেরত প্রদান করা হইলে, পুনর্বিবেচনার জন্য আদালত উন্মুক্ত আদালতে পুনঃমিলিত হইবে এবং রিভিশন আদেশ পাঠ করিবে এবং নূতনভাবে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইলে অনুরূপ সাক্ষ্য উন্মুক্ত আদালতে গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) নূতনভাবে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাফাই সাক্ষ্য উপস্থাপনের জন্য সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) প্রসিকিউটর ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নূতন সাক্ষ্য সম্পর্কে আদালতে বক্তব্য রাখিবার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে এবং আইন কর্মকর্তা পুনরায় সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

(৪) রায় পুনঃর্বিবেচনার ক্ষেত্রে নূতন সাক্ষ্য গ্রহণ করা না হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুনঃর্বিবেচনার আদেশে উল্লিখিত বিষয়ে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৫) আদালত রায় বিশ্লেষণপূর্বক ইতিপূর্বে প্রদত্ত রায়ের সহিত একমত না হইলে পূর্বে প্রদত্ত রায় ও দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করিবেন এবং নূতন রায় লিপিবদ্ধ করিবেন এবং নূতন রায়ের প্রেক্ষিতে দণ্ড পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে নূতন দণ্ড আরোপ করিবেন।

(৬) মূল রায়ে কোন একটি অভিযোগের বিপরীতে নির্দোষ সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়া রায় প্রদান করা হইয়া থাকিলে, আদালতকে নূতন দণ্ড আরোপের পূর্বে বিধি ৫০ ও ৭০ এ উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

(৭) কেবল দণ্ড সংশোধনার্থে পুনরীক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হইলে, রিভিশন আদেশ উন্মুক্ত আদালতে পাঠ করা হইবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুনঃর্বিবেচনা আদেশে উল্লিখিত বিষয়ে আদালতে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৮) আদালত রূদ্ধদ্বারে দণ্ডাদেশের বিষয় বিবেচনা করিবেন এবং তৎকর্তৃক ইতোপূর্বে প্রদত্ত দণ্ডের সহিত একমত পোষণ না করিলে পূর্বে প্রদত্ত দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করিবেন এবং নূতন দণ্ডাদেশ আরোপ করিবেন।

(৯) এই বিধিমালায় যাহা কিছুই বলা থাকুক না কেন, কেবল দণ্ড সংশোধনার্থে পুনরীক্ষণের জন্য কোন রায় ফেরত প্রদান করা হইলে, আদালত উক্ত রায় পুনঃর্বিবেচনা করিবেন না।

৭২। রায় ও দণ্ডাদেশ জারীকরণ।—(১) আদালত ধারা ৫৫ এর অধীন প্রদত্ত রায় ও দণ্ডাদেশ পরিশিষ্ট-৭ এ বর্ণিত নির্ধারিত ফরমে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যধারার অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) আদালত রায় বা দণ্ড কার্যকর করিবার জন্য উহার কপি অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিনায়কের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট দণ্ডাদেশ সংক্রান্ত কার্যধারার কপি পরিশিষ্ট-৮ এ বর্ণিত ফরমে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

নবম অধ্যায়
আদালতের আসন, অনুসরণীয় কার্যপদ্ধতি এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি

৭৩। আদালতের সদস্যদের আসন বিন্যাস।—বর্ডার গার্ড আদালতের সদস্যগণ তাহাদের পদবী অনুযায়ী সভাপতি মধ্যস্থানে, প্রথম সদস্য সভাপতির ডান পার্শ্বে, আইন কর্মকর্তা সভাপতির বাম পার্শ্বে এবং দ্বিতীয় সদস্য, যদি থাকে, আইন কর্মকর্তার বাম পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিবেন।

৭৪। সভাপতির দায়িত্ব।—সভাপতির দায়িত্ব হইবে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার আইন এবং ইহার অধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধি বা অনুরূপ দলিলাদির আওতায় যথাযথভাবে এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে পরিচালনা করা এবং তিনি ইহা লক্ষ্য রাখিবেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি ন্যায় বিচার করা হইতেছে এবং তিনি বিচারের অধীন ব্যক্তি হিসাবে কোন অসুবিধা, অজ্ঞতা, সাক্ষীদের জবানবন্দী বা জেরা করিতে অপারগতার কারণে বা অন্য কোন ভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হইতেছেন না।

৭৫। প্রসিকিউটর ও অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর আদালতের ক্ষমতা।—(১) প্রসিকিউটরের দায়িত্ব হইবে ন্যায় বিচার পরিচালনার স্বার্থে আদালতকে সাহায্য ও পক্ষপাতহীন ব্যবহার করা, আদালতের সম্মুখে সম্পূর্ণ বিষয় প্রকাশ, অন্যায় কোন সুযোগ না নেওয়া বা অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষের কোন সাক্ষ্যকে গোপন না করা।

(২) প্রসিকিউটর আদালতের সম্মুখে অভিযোগ বা অভিযোগসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট নয় এমন বিষয় উত্থাপন করিবেন না এবং প্রসিকিউটরকে অনুরূপ কার্য হইতে বিরত রাখা ও ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুচিত আক্রমণ, প্রসিকিউটরের পক্ষে সংযম বা নিরপেক্ষতার অভাব থাকিলে উহা পরিহার করার বিষয়ে আদালত সতর্ক থাকিবে।

(৩) আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যুক্তিসঙ্গত সুবিধা প্রদান করিবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি অবশ্যই আদালতের প্রতি কোন অবজ্ঞাসূচক বা অসম্মানসূচক কিছু বলা এবং অন্যান্যদের প্রতি কর্কশ বা অপমানকর ভাষা ব্যবহার করা হইতে বিরত থাকিবেন, তবে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সাক্ষ্যের নিন্দা করিতে বা সাক্ষীর ও প্রসিকিউটর এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের দোষারোপ করিতে বা ফৌজদারী অপরাধের দোষারোপ করিতে পারিবেন।

(৪) আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সতর্ক করিতে পারিবেন, তবে যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির আচরণ এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রয়োজন ব্যতীত এইরূপ অপ্রাসঙ্গিকতার কারণে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থন সম্পূর্ণ বন্ধ করা যাইবে না।

৭৬। রুদ্ধদ্বার আদালত।—(১) আদালত নির্দেশিত হইলে রুদ্ধদ্বার আদালতে বসিবে এবং অন্যক্ষেত্রে ইহার সদস্যদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে রুদ্ধদ্বারে বসিতে পারিবেন।

(২) আদালতের সদস্যবৃন্দ, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত আইন কর্মকর্তা অন্য কোন ব্যক্তি রুদ্ধদ্বার আদালতে উপস্থিত থাকিবেন না।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এ উল্লিখিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে দৃশ্যমান সকল কার্যধারা উন্মুক্ত আদালতে ও অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে হইতে হইবে।

৭৭। শুনানির নিরবচ্ছিন্নতা এবং আদালত মুলতবি।—(১) অভিযুক্ত ব্যক্তির জবাবদিহিতা করা হইলে, আদালত আইন ও এই বিধিমালা অনুযায়ী ক্রমাগতভাবে বিচার কার্যক্রম চালু রাখিবেন এবং আদালতের বিবেচনায় ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্যে আদালত মুলতবি করা প্রয়োজন না থাকিলে, প্রত্যেক দিন একটি যুক্তিসঙ্গগত সময়ের জন্য বসিবেন।

(২) আদালত উহার কার্যক্রম সময় সময়, মুলতবি করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনে আদালতের সুবিধার্থে যে কোন স্থানে বসিতে পারিবেন এবং যেই ক্ষেত্রে প্রয়োজন আদালত ঘটনাস্থল বা মামলার সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন স্থান পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(৩) আদালতের সভাপতি দাপ্তরিক আবশ্যকীয়তার প্রয়োজনে আদালত মুলতবি করিতে বা মুলতবির সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৪) আদালত আইন কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে আদালতের কার্যক্রম চালাইয়া যাইবেন না এবং উক্তরূপ ক্ষেত্রে আদালত মুলতবি করিবেন।

(৫) আদালত কর্তৃক মুলতবির সময় নির্ধারিত করা না হইলে, যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উক্ত মুলতবি চলিতে থাকিবে এবং মুলতবির স্থান নির্দিষ্ট না থাকিলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত আদেশে যে স্থানের নাম উল্লেখ থাকিবে উহা সেই স্থানে হইবে।

৭৮। শুনানি স্থগিত।—কোন আদালত বসিবার পর উদ্ভূত কোন পরিস্থিতিতে উক্ত আদালত আইনের ধারা ৭৪ এ নির্ধারিত কারণে বিলুপ্তি বা অন্য কোন কারণে শুনানি অব্যাহত রাখিতে না পারিলে, উক্ত আদালতের সভাপতি, আইন কর্মকর্তা বা তাহাদের অনুপস্থিতিতে উপস্থিত জ্যেষ্ঠতম কর্মকর্তা যথাশীঘ্র সম্ভব উক্ত বিষয়টি আদালত গঠনকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

৭৯। আইন কর্মকর্তা বা অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যু বা অসুস্থতার ক্ষেত্রে কার্যপদ্ধতি।—আইন কর্মকর্তা বা অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যু বা অসুস্থতার পর্যায়ে আদালতের শুনানি অব্যাহত রাখা সম্ভব না হইলে আদালত উক্ত মৃত্যু বা অসুস্থতার সত্যতা নিশ্চিত করিয়া কার্যধারায় রেকর্ড করতঃ আদালতের কার্যক্রম মুলতবি করিবেন এবং উক্ত কার্যধারা আদালত গঠনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৮০। সভাপতির মৃত্যু, অবসর বা বদলী বা অনুপস্থিতি।—সভাপতির মৃত্যু, বদলী বা অন্য কোনভাবে অনুপস্থিতির প্রেক্ষিতে আদালতের শুনানি অব্যাহত রাখা সম্ভব না হইলে আদালত উক্ত মৃত্যু, বদলী বা অনুপস্থিতির সত্যতা নিশ্চিত করিয়া উক্ত আদালতের জ্যেষ্ঠতম সদস্য কার্যধারা রেকর্ড করতঃ আদালতের কার্যক্রম মুলতবি রাখিবেন এবং উক্ত কার্যধারা আদালত গঠনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৮১। আদালতের সকল সদস্যের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি।—(১) কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার চলাকালে অনুপস্থিত থাকা আদালতের কোন সদস্য উক্ত আদালত কর্তৃক উক্ত ব্যক্তির বাকি অংশের শুনানিতে পুনরায় অংশ গ্রহণ করিবেন না, তবে আদালতের কার্যক্রম ব্যাহত হইবে না যদি না উহার সদস্য সংখ্যা আইনানুযায়ী ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সংখ্যার নিম্নে না চলিয়া আসে।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তির জবাবদিহিতা করানোর পর আদালতে কোন নূতন সদস্য যুক্ত করা যাইবে না ।

৮২। আদালতের সদস্যদের মতামত গ্রহণ।—(১) যে সকল প্রশ্ন সম্পর্কে আদালতকে সিদ্ধান্তপ্রদান করিতে হইবে সে সকল প্রশ্ন সম্পর্কে আদালতের প্রত্যেক সদস্যকে মৌখিক মতামত প্রদান করিতে হইবে।

(২) আদালতের সদস্যদের মতামত কনিষ্ঠ পদমর্যাদাসম্পন্ন সদস্যের মতামত হইতে শুরু করিয়া পর পর গ্রহণ করিতে হইবে ।

৮৩। প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের ক্ষেত্রে পদ্ধতি।—আইনের কোন বিষয়ে সাক্ষ্য বা কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে প্রসিকিউটর বা অভিযুক্ত ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক শুনানির সময় কোন আপত্তি উত্থাপিত হইলে, প্রসিকিউটর বা অভিযুক্ত ব্যক্তি বা আইনজীবী বা অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিনিধির উহার জবাব প্রদানের অধিকার থাকিবে এবং আপত্তি উত্থাপনকারী ব্যক্তির প্রতিউত্তর প্রদানের অধিকার থাকিবে।

৮৪। সাক্ষ্যের অনুবাদ।—যদি এমন কোন ভাষায় সাক্ষ্য প্রদান করা হয় যাহা আদালত গঠনকারী কর্মকর্তা, আদালত, আইন কর্মকর্তা, প্রসিকিউটর বা অভিযুক্ত ব্যক্তির বোধগম্য না হয়, তাহা হইলে উক্ত সাক্ষ্য অনুরূপ কর্মকর্তা বা ব্যক্তির নিকট বোধগম্য হয় এইরূপ ভাষায় অনুবাদ করিতে হইবে।

৮৫ । বর্ডার গার্ড আদালতের কার্যবিবরণী রেকর্ডকরণ।—(১) কোন বর্ডার গার্ড আদালতের সভাপতি বা আইন কর্মকর্তা উক্ত আদালতের সকল কার্যাবলী বাংলায় রেকর্ড করিবেন বা রেকর্ড করাইবার ব্যবস্থা করিবেন, এবং উক্ত রেকর্ডের সঠিকতার জন্য দায়ী থাকিবেন।

(২) কোন আইন কর্মকতাকে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সাক্ষী হিসাবে ডাকা হইলে, উক্ত আইন কর্মকতার সাক্ষ্য গ্রহণের প্রক্রিয়া রেকর্ডের সঠিকতার জন্য সভাপতি দায়ী থাকিবেন।

(৩) বর্ডার গার্ড আদালতের কার্যবিবরণী পরিশিষ্ট-৯ এবং সামারী বর্ডার গার্ড আদালতের কার্যবিবরণী পরিশিষ্ট-১০ এ বর্ণিত নির্ধারিত ফরমে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৪) কোন প্রশ্ন বা কোন সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্তি বা আদালতের কার্যধারা সম্পর্কে কোন আপত্তি গৃহীত হইলে, প্রসিকিউটর বা অভিযুক্ত ব্যক্তি অনুরোধ করিলে বা আদালত যথাযথ মনে করিলে, আপত্তির ভিত্তিসহ উক্তরূপ আপত্তি এবং উহাতে আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(৫) প্রসিকিউটর বা অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার পক্ষে কোন বক্তব্য লিখিত না হইলে এবং আদালত যথাযথ মনে না করিলে উহা আর কার্যবিবরণীতে বা অন্য কোন ভাবে রেকর্ড করিবার প্রয়োজন নাই।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর বিধান সত্ত্বেও আদালত প্রতি ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক তাহার বিরুদ্ধে আনীত প্রত্যেক অভিযোগের জবাব রেকর্ড করিবেন যাহাতে অনুমোদনকারী কর্মকর্তা, অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার পক্ষে প্রদত্ত জবাব বিচার বিবেচনা করিতে সক্ষম হন এবং আদালত প্রসিকিউটর বা অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার পক্ষে প্রদত্ত বক্তব্যের কোন বিশেষ বিষয় যাহা, ক্ষেত্রমত, প্রসিকিউটর বা অভিযুক্ত ব্যক্তি দাবী করেন, রেকর্ড করিবেন।

(৭) আদালত তাহার সম্মুখে করা হয়নি এমন কোন মন্তব্য বা বিষয় বা অর্থবহ কোন ঘটনার রিপোর্ট যাহা বিচারের অংশ নয় তাহা কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করিবেন না, তবে যদি এইরূপ কোন মন্তব্য বা রিপোর্ট আদালতের নিকট প্রয়োজনীয় মনে হয় তাহা হইলে আদালত সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষর করিয়া একটি পৃথক পত্রের মাধ্যমে উহা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৮৬। কার্যবিবরণীর হেফাজত ও পরিদর্শন।—কার্যবিবরণী সভাপতি বা, ক্ষেত্রমত, আইন কর্মকর্তার হেফাজতে থাকিবে, তবে উহার নিরাপত্তার জন্য যথাযথ পূর্ব সতর্কতার সহিত আদালতের সদস্যগণ, প্রসিকিউটর ও অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক, আদালত রায় বিবেচনা করিবার জন্য বন্ধ হইবার পূর্বে, যুক্তিসঙ্গত সকল সময়ে পরিদর্শন করা যাইবে।

৮৭। স্পেশাল বর্ডার গার্ড আদালত ও স্পেশাল সামারী বর্ডার গার্ড আদালতের কার্যবিবরণী নিরীক্ষাকরণ।—(১) স্পেশাল বর্ডার গার্ড আদালত ও স্পেশাল সামারী বর্ডার গার্ড আদালতের কার্যবিবরণী উহার হেফাজতকারী ব্যক্তি কর্তৃক অনতিবিলম্বে ২ (দুই) সেট মূল ও অনুলিপি পৃথকভাবে আইন কর্মকর্তার নিকট নিরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্তরূপ নিরীক্ষার পর উক্ত কার্যবিবরণী তৎকর্তৃক অনুমোদনকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) আদালতের কার্যবিবরণীতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলে, আইন কর্মকর্তা উহা সংশোধন করিতে পারিবেন এবং তৎকর্তৃক প্রদত্ত এতদসংক্রান্ত কোন মতামত গোপনীয় হইবে।

৮৮। অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিনিধি।—কোন স্পেশাল বর্ডার গার্ড আদালত বা স্পেশাল সামারী বর্ডার গার্ড আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তি আইনজীবীর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব না করিলে উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি এই বিধিমালার অধীন একজন কর্মকর্তার মাধ্যমে আদালতে প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আইনগত বিষয়ে সহায়তা ও পরামর্শ এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিতে সহায়তা করিতে পারিবেন, তবে উক্ত কর্মকর্তা স্বাক্ষীকে পরীক্ষা, জেরা বা আদালতে বক্তব্য পেশ করিতে পারিবেন না।

৮৯। **আইনজীবীর উপস্থিতির জন্য আবশ্যক বিষয়াদি।**—(১) আইনজীবীর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করিতে ইচ্ছুক কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার অধিনায়ক বা আদালত গঠনকারী কর্মকর্তার নিকট যথাশীঘ্র সম্ভব উক্তরূপ ইচ্ছার বিষয়ে নোটিশ প্রদান করিবেন এবং যদি এইরূপ নোটিশ প্রদান করা না হয়, তাহা হইলে আদালত, যথাযথ মনে করিলে, প্রসিকিউটরের আবেদনের প্রেক্ষিতে শুনানিতে প্রসিকিউটরের পক্ষে আইনজীবী নিয়োগ করিবার সুযোগ প্রদান করিবার জন্য আদালতের কার্যক্রম মূলতবি করিতে পারিবেন।

(২) আদালত গঠনকারী কর্মকর্তা নির্দেশ প্রদান করিলে, আইনজীবী প্রসিকিউটরের পক্ষে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে, তবে সেইক্ষেত্রে, উপ-বিধি (১) অনুসারে প্রয়োজনীয় নোটিশ অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদান করা না হইলে, আইনজীবীর অংশগ্রহণের জন্য নির্দেশের নোটিশ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুনানির পূর্বে ন্যূনতম ৭ (সাত) কার্য দিবস সময় প্রদান করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুনানিতে সহায়তা করিতে আইনজীবী নিয়োগ করা যাইবে।

(৩) প্রসিকিউটর বা অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে বর্ডার গার্ড আদালতের সম্মুখে উপস্থিত আইনজীবী, প্রসিকিউটর বা অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সাক্ষীগণকে আহ্বান, মৌখিকভাবে জবানবন্দী, জেরা বা পুনঃ জবানবন্দী গ্রহণ করা, আপত্তি বা বক্তব্য প্রস্তুত, আদালতে বক্তব্য পেশ, কোন আপত্তি দাখিল এবং কার্যবিবরণী পরিদর্শনের যে অধিকার রহিয়াছে সেই একই অধিকার থাকিবে এবং যাহার পক্ষে তিনি উপস্থিত হইয়াছেন তাহার স্থলে শুনানির সময় অন্য কোন কার্য করিবার অধিকার থাকিবে।

(৪) প্রসিকিউটরের পক্ষে আইনজীবী উপস্থিত হইলে, প্রসিকিউটরকে, যদি সাক্ষী হিসাবে ডাকা হয়, তাহা হইলে অন্য কোন সাক্ষীর ন্যায় তাহার জবানবন্দী, জেরা, পুনঃ জবানবন্দী গ্রহণ করা যাইবে ।

৯০। **আইন কর্মকর্তার ক্ষমতা ও দায়িত্ব।**—(১) কোন আদালতে কার্যের জন্য কোন আইন কর্মকর্তার নাম ঘোষিত হইবার পর তাহার নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে, যথা :—

(ক) আদালত, প্রসিকিউটর বা অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ বা শুনানির সহিত সম্পর্কিত আইনের কোন প্রশ্নের উপর তাহার মতামত জানিতে চাহিলে, তিনি উক্ত বিষয়ে তাহার মতামত প্রদান করিবেন;

(খ) কার্যবিবরণীতে কোনরূপ অনিয়ম বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে তিনি তাহা আদালতকে অবহিত করিবেন; এবং

(গ) অভিযোগে বা আদালত গঠনে কোন অনিয়ম বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে তিনি তাহা আদালত গঠনকারী কর্মকর্তা বা আদালতকে অবহিত করিবেন।

(২) আইন কর্মকর্তা আদালতের সভাপতির ন্যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি যেন তাহার অবস্থান বা সাক্ষীগণকে জবানবন্দী বা জেরা করিবার ব্যাপারে তাহার অজ্ঞতা বা অন্য কোন কারণে অসুবিধা ভোগ না করে ইহা তত্ত্বাবধান করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে সত্য উদঘাটনে তাহার নিকট প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয় কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিবার জন্য সাক্ষীগণকে তলব বা পুনঃতলব করিতে পারিবেন বা আদালতকে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) আদালতের সম্মুখে কোন বিষয়ে আদালতকে কোন তথ্য বা পরামর্শ প্রদান করা হইলে, যদি তিনি বা আদালত ইচ্ছা পোষণ করেন, তাহা হইলে উহা কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(৪) আইন কর্মকর্তার অংশ গ্রহণকালীন শুনানির সময় আইনগত কোন বিষয় উত্থাপিত হইলে, আদালত তাহার মতামত দ্বারা পরিচালিত হইবে।

৯১। শারিরীক বা মানসিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষার আদেশ প্রদানের ক্ষমতা।—(১) কোন অধিভুক্ত ব্যক্তির শারিরীক বা মানসিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে মহাপরিচালক বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা উক্ত অধিভুক্ত ব্যক্তিকে মহাপরিচালক কর্তৃক নিয়োগকৃত ২ (দুই) জন কর্মকর্তা এবং মেডিকেল সার্ভিসেস এর একজন সহকারী পরিচালক এর সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ড দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং মেডিকেল বোর্ড এর উক্ত রিপোর্ট কার্যধারার অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) অধিভুক্ত ব্যক্তি যদি উপ-বিধি (১) এর অধীন গঠিত মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষার করাইতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন তাহা হইলে উক্তরূপ অস্বীকৃতি এই মর্মে প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে যে, উক্ত মানসিক অসামর্থতার স্বাস্থ্য পরীক্ষা তাহার পক্ষে যাইবে না।

৯২। কার্যবিবরণী সংরক্ষণ।—(১) সামারী বর্ডার গার্ড আদালত ব্যতীত অন্য কোন বর্ডার গার্ড আদালতের কার্যবিবরণী, রায় ও দণ্ডাদেশ জারীর পর আইন কর্মকর্তা, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) সামারী বর্ডার গার্ড আদালতের কার্যবিবরণী অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর, স্পেশাল বর্ডার গার্ড আদালতের কার্যবিবরণী অন্যূন ১০ (দশ) বৎসর এবং অন্য কোন বর্ডার গার্ড আদালতের কার্যবিবরণী অন্যূন ৭ (সাত) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৯৩। বিচারকৃত ব্যক্তির কার্যবিবরণীর অনুলিপি প্রাপ্তির অধিকার।—(১) বর্ডার গার্ড আদালত কর্তৃক কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করা হইলে, তিনি রায় ও দণ্ড অনুমোদনের প্রয়োজন হইলে অনুমোদনের পর এবং কার্যবিবরণী ধ্বংস করিবার পূর্বে যে কোন সময়, কার্যবিবরণী হেফাজতকারী কর্মকর্তার নিকট হইতে উহার অনুলিপি এবং পুনঃর্বিবেচনার কার্যবিবরণী থাকিলে উহাসহ, প্রতি পৃষ্ঠা অনধিক ২ (দুই) টাকা পরিশোধপূর্বক দাবি করিবার অধিকারী হইবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মহাপরিচালক যদি এই মর্মে লিখিতভাবে সন্তুষ্ট হন যে, কার্যবিবরণীতে এমন কোন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিষয় জড়িত রহিয়াছে যাহা প্রকাশ করা যথাযথ হইবে না তাহা হইলে কার্যবিবরণীর অনুলিপি প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো যাইবে।

৯৪। কার্যবিবরণী হারাইয়া যাওয়া।—(১) অনুমোদনের আবশ্যকতা রহিয়াছে এমন কোন বর্ডার গার্ড আদালতের মূল কার্যবিবরণী, বা উহার অংশ বিশেষ হারাইয়া গেলে, অনুমোদনের পূর্বে, ইহার একটি অনুলিপি, যদি থাকে, উক্ত আদালতের সভাপতি বা আইন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত করা হইলে উহা মূল কার্যবিবরণীর পরিবর্তে গ্রহণ করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোন অনুলিপি না থাকিলে এবং অভিযোগ, রায়, দণ্ড ও আদালতের কার্যসম্পাদনের কোন প্রমাণপত্র পাওয়া গেলে, উক্ত প্রমাণপত্র, অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মতিক্রমে হারাইয়া যাওয়া মূল কার্যবিবরণী বা উহার অংশবিশেষের পরিবর্তে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে রায় ও দণ্ড অনুমোদন করা যাইবে এবং এমনভাবে বৈধ হইবে যেন মূল কার্যবিবরণী বা উহার অংশ বিশেষ হারাইয়া যায় নাই।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত সম্মতি প্রদানে অস্বীকার করিলে, তাহাকে পুনরায় শুনানি করা যাইবে, এবং পূর্ববর্তী যে আদালতের কার্যবিবরণী হারাইয়া গিয়াছে তাহার রায় ও দণ্ড বাতিল হইয়া যাইবে।

(৫) অনুমোদনের পর বা অনুমোদনের আবশ্যকতা নাই এইরূপ ক্ষেত্রে কোন বর্ডার গার্ড আদালতের মূল কার্যবিবরণী বা উহার অংশ বিশেষ হারাইয়া গেলে এবং অভিযোগ, রায়, দণ্ড ও আদালতের কার্য সম্পাদনের এবং রায় ও দণ্ড অনুমোদনের সমর্থনে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ থাকিলে, উক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ সকল উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বৈধ ও বিচারের যথেষ্ট রেকর্ড হিসাবে বিবেচিত হইবে।

৯৫। সাক্ষী ও অন্যান্যদের অপরাধ।—(১) যদি কোন বর্ডার গার্ড আদালত এই অভিমতে উপনীত হন যে, আইনের অধিভুক্ত কোন ব্যক্তি, আদালতের সম্মুখে সাক্ষী হিসাবে আইনগতভাবে হাজির হইবার আবশ্যকতা সত্ত্বেও, ইচ্ছাকৃতভাবে এবং যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত হাজির হন নাই বা আইনের ধারা ৪৫ এ উল্লিখিত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন, তাহা হইলে আদালত কর্তৃপক্ষকে উক্ত আচরণ সম্পর্কে অবহিত করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন সংঘটিত অপরাধের জন্য দণ্ড প্রদানের লক্ষ্যে আইনের ধারা ৫৯ ও ৬১ এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগকারী কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত অধিভুক্ত ব্যক্তিকে বর্ডার গার্ড হাজতে আটক রাখিবার বা বর্ডার গার্ড আদালত কর্তৃক বিচার অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদান করা যাইবে।

(৩) যদি কোন বর্ডার গার্ড আদালত এই অভিমতে উপনীত হন যে, সশস্ত্র বাহিনী বা অন্য কোন বাহিনীর আইন প্রযোজ্য হয় এমন কোন ব্যক্তি, আদালতের সম্মুখে সাক্ষী হিসাবে হাজির হইতে আইনগতভাবে সমন বা পরোয়ানা পাওয়া সত্ত্বেও, ইচ্ছাকৃতভাবে বা যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত হাজির হন নাই, অথবা আদালতের সম্মুখে এইরূপ কোন কার্য করিয়াছেন যাহা, যদি আইনের অধিভুক্ত কোন ব্যক্তি করিত, তাহা হইলে আইনের ধারা ৪৫ এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইত, তাহা হইলে আদালত উক্ত ব্যক্তি যে বাহিনীর অধীন উক্ত বাহিনীর যথাযথ কর্তৃপক্ষকে তাহার আচরণ সম্পর্কে অবহিত করিতে পারিবেন।

(৪) যদি কোন বর্ডার গার্ড আদালত এই অভিমতে উপনীত হন যে, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, সশস্ত্র বাহিনী বা অন্য কোন বাহিনীর আইনের অধিভুক্ত নয় এইরূপ কোন ব্যক্তি আদালতের সম্মুখে সাক্ষী হিসাবে হাজির হইতে আইনগতভাবে সমন পাইয়াও ইচ্ছাকৃতভাবে এবং যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত হাজির হন নাই, তাহা হইলে যে কর্মকর্তা সাক্ষীকে হাজির হইবার জন্য সমন জারী করিয়াছেন তিনি অথবা সভাপতি, আইন কর্মকর্তা অথবা সামারী বর্ডার গার্ড আদালত পরিচালনাকরী কর্মকর্তা এখতিয়ার সম্পন্ন নিকটতম একজন বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট লিখিত অভিযোগ করিতে পারিবেন।

(৫) যদি কোন বর্ডার গার্ড আদালত এই অভিমতে উপনীত হন যে, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, সশস্ত্র বাহিনী বা অন্য কোন বাহিনীর আইনের অধিভুক্ত নয় এইরূপ কোন ব্যক্তি আদালতের সম্মুখে এইরূপ কার্য করিয়াছেন, যাহা আইনের অধিভুক্ত কোন ব্যক্তি করিলে আইনের ধারা ৪৫ এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইত, তাহা হইলে আদালত প্রয়োজনীয় প্রাথমিক তদন্ত করিবার পর মামলাটি Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর section 476 অনুসারে তদন্ত ও বিচার করিবার জন্য এখতিয়ার সম্পন্ন নিকটতম বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট লিখিত অভিযোগ করিতে পারিবেন।

দশম অধ্যায়
সামারী বর্ডার গার্ড আদালত

৯৬। সাক্ষ্যের অনুবাদ।—(১) আদালত বা অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট বোধগম্য নহে এমন ভাষায় কোন সাক্ষ্য প্রদান করা হইলে, উক্ত সাক্ষ্য আদালত বা, ক্ষেত্রমত, অভিযুক্ত ব্যক্তির বোধগম্য ভাষায় অনুবাদ করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে আদালত শপথ গ্রহণপূর্বক কোন অনুবাদকের সহায়তা গ্রহণ করিবেন।

(২) আনুষ্ঠানিক প্রমাণের উদ্দেশ্যে আদালতে কোন দলিল দাখিল করা হইলে, আদালত তাহার বিবেচনা অনুযায়ী যতটুকু প্রয়োজনীয় ততটুকু অনুবাদ করাইতে পারিবেন।

৯৭। আদালতের সদস্যদের শপথ বা হলফ।—(১) আদালত এর সদস্যগণ পরিশিষ্ট-১১ তে উল্লিখিত ফরম 'ঘ' এর নমুনা অনুযায়ী প্রত্যেকের ধর্ম বা নীতিবোধের বাধ্যবাধকতা অনুসারে শপথ বা হলফ গ্রহণ করিবেন।

(২) আদালতের সদস্যগণ উপ-বিধি (১) এ নির্দেশিত শপথ বা হলফ গ্রহণ করিবার পর, আদালত বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি পরিশিষ্ট-১১ তে উল্লিখিত ফরম 'ঙ' এর নমুনা অনুবাদক, যদি থাকে, শপথ বা হলফ গ্রহণ করাইবেন।

৯৮। বিশেষ আপত্তি উত্থাপন।—অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক আদালতের সাধারণ এখতিয়ার বা বিচারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করা হইলে উক্তরূপ আপত্তি নিষ্পত্তি করিতে হইবে ।

৯৯। দোষী বা নির্দোষ সম্পর্কে অবগতি।—যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করেন, তাহা হইলে উক্ত স্বীকারোক্তি আদালতের সিদ্ধান্ত হিসাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, তবে ইহা লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে আদালত ইহা নিশ্চিত করিবেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অভিযোগে দোষ স্বীকার করিয়াছে তাহার প্রকৃতি তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন এবং উক্ত স্বীকারোক্তির স্বাভাবিক ফলাফল এবং বিশেষতঃ তিনি যে অভিযোগে দোষ স্বীকার করিয়াছেন তাহার অর্থ এবং দোষ স্বীকারের ফলে যে কার্যক্রম গৃহীত হইবে তাহার পার্থক্য তাহাকে অবগত করাইবেন এবং যদি সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ বা অন্য কোনভাবে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী নাও হইতে পারেন, তাহা হইলে তাহাকে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করিবার পরামর্শ প্রদান করিবে।

১০০। রায়।—(১) যে অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে বিচারার্থে হাজির করা হয়, সেই অভিযোগের রায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, এবং সিদ্ধান্ত হিসাবে শুধু দোষী বা নির্দোষ রেকর্ড করিতে হইবে।

(২) যদি আদালত কোন অভিযোগের বিষয়ে এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, প্রমাণিত ঘটনা দায়েরকৃত অভিযোগে বর্ণিত অপরাধ প্রকাশ করে না বা আইনের অধীন দায়েরকৃত কোন অভিযোগে তাহার আইনত দোষী সাব্যস্ত হইবার সম্ভাবনা ক্ষীণ, তাহা হইলে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত অভিযোগে নির্দোষ সাব্যস্ত করিবেন।

(৩) যদি আদালত কোন অভিযোগের বিষয়ে এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, সাক্ষ্য হিসাবে প্রমাণিতব্য যে ঘটনা জানা গিয়াছে তাহা অভিযোগের বিবরণে আনীত অভিযোগ হইতে বস্তুতপক্ষে ভিন্ন এবং অভিযোগে বর্ণিত অপরাধ প্রমাণেও যথেষ্ট নয়, এবং উক্ত পার্থক্য এমন গুরুত্বপূর্ণ নহে যে উহা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে, তাহা হইলে আদালত নির্দোষ সিদ্ধান্তের পরিবর্তে নূতনভাবে রায় লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

১০১। একাধিক অপরাধের দণ্ড।—আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির সকল অপরাধ একত্রে বিবেচনা করিয়া দণ্ড প্রদান করিতে পারিবেন।

১০২। খালাসের ক্ষেত্রে কার্যক্রম।—যদি কোন অভিযোগনামার প্রত্যেক অভিযোগের সিদ্ধান্ত নির্দোষ হয়, তাহা হইলে আদালত কার্যবিবরণীতে সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধকরণপূর্বক তারিখ প্রদান করিয়া স্বাক্ষর করিবেন এবং উন্মুক্ত আদালতে রায় ঘোষণা করিবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি আটক থাকিলে, তাহাকে আটকাবস্থা হইতে মুক্তির আদেশ প্রদান করিবেন।

১০৩। বিভিন্ন অভিযোগনামার অভিযোগসমূহ।—যদি কোন সামারী বর্ডার গার্ড আদালত কর্তৃক কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচারের ক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ বিভিন্ন অভিযোগনামায় থাকে, তাহা হইলে স্পেশাল বর্ডার গার্ড আদালত ও স্পেশাল সামারী বর্ডার গার্ড আদালতে বিভিন্ন অভিযোগনামায় থাকা অভিযোগসমূহ বিচারের জন্য যে কার্যপদ্ধতি নির্ধারিত রহিয়াছে সেই কার্যপদ্ধতি, অনুসরণ করিতে হইবে।

১০৪। মুলতবী।—সামারী বর্ডার গার্ড আদালত,উহার বসিবার স্থান নির্ধারণ করিবে, সময় সময়, ইহার কার্যক্রম মুলতবী করিতে পারিবে এবং প্রয়োজন হইলে, ঘটনাস্থল বা মামলা সংক্রান্ত যে কোন স্থান পরিদর্শন করিতে পারিবে।

১০৫। কার্যবিবরণীতে সংযুক্ত করিবার জন্য স্মারক।—যদি কোন সামারী বর্ডার গার্ড আদালত এমন কোন অপরাধের শুনানি গ্রহণ করেন, যাহা এই আদালত কর্তৃক সাধারণতঃ শুনানি করা উচিত নয় এবং যাহার শুনানি করিবার ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৭৩ এ বিধি-নিষেধ রহিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত আদালত উহার সমর্থনে একটি ব্যাখ্যামূলক স্মারক কার্যবিবরণীর সহিত সংযুক্ত করিয়া বিচারের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

১০৬। দণ্ডাদেশ জারী।—সামারী বর্ডার গার্ড আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ডাদেশ ঘোষণার পর যথাযথ পদ্ধতিতে, উহা জারী করিতে হইবে এবং জারীর পর অনতিবিলম্বে কার্যকর করিতে হইবে।

১০৭। কার্যবিবরণী পুনঃপরীক্ষা।—সামারী বর্ডার গার্ড আদালতের কার্যবিবরণী, জারীর পর যথাশীঘ্র সম্ভব, আইন কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে, যিনি পুনঃপরীক্ষার পর উহা অভিযুক্ত ব্যক্তির ইউনিট বা উইং-এ রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য ফেরত পাঠাইবেন।

১০৮। প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসরনীয় কার্যক্রম।—বিধি ১০৭ এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে কোন কার্যবিবরণী প্রতিস্বাক্ষরের নিমিত্ত প্রেরণ করা হইলে, উক্ত কার্যবিবরণী প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা—

(ক) মামলার সাক্ষ্যগত ও অন্যান্য দিক বিবেচনা করিয়া যদি এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, গুরুতর অনিয়মের কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি অবিচার করা হইয়াছে তাহা হইলে কার্যধারাটি বাতিল (set aside) করিবেন অথবা প্রদত্ত দণ্ডকে সংশোধনক্রমে উক্ত আদালত কর্তৃক যেইরূপ দণ্ড প্রদান সমীচীন ছিল সেইরূপ দণ্ড প্রদান করিতে পারিবেন; বা

(খ) প্রদত্ত দণ্ডের মাত্রা হ্রাস অথবা আইনে বর্ণিত অন্য যে কোন লঘুদণ্ডে রূপান্তরিত করিতে পারিবেন; বা

(গ) দফা (ক) ও (খ) এ বর্ণিত কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করিলে, কার্যবিবরণীটি প্রতিস্বাক্ষর করতঃ আইন কর্মকর্তার নিকট ফেরত প্রদান করিবেন এবং আইন কর্মকর্তা উহার রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির ইউনিট বা রেকর্ড উইং এ প্রেরণ করিবেন ।

একাদশ অধ্যায়
দণ্ডাদেশ কার্যকরকরণ

১০৯। কারাদণ্ড জনিত দণ্ডের ক্ষেত্রে নির্দেশনা।—(১) বর্ডার গার্ড আদালত এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিবেন যে, দণ্ডিত ব্যক্তির কারাদণ্ডের শাস্তি বাহিনীর কয়েদ খানায় অথবা অন্য কোন কারাগারে ভোগ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশনা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক পরিবর্তন করা যাইবে ।

১১০। কারাদণ্ড জনিত দণ্ডের ক্ষেত্রে পরোয়ানা।—(১) বর্ডার গার্ড আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে অসামরিক কারাগারে কারা ভোগের জন্য অথবা অসামরিক কারাগার হইতে কোন কয়েদিকে বাহিনীর কয়েদখানায় ফেরত আনয়ন করিবার প্রয়োজন হইলে অথবা অসামরিক কারাগার হইতে কোন কয়েদিকে মুক্তি দেওয়ার জন্য অথবা কর্তৃপক্ষ কোন দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ডের কোন পরিবর্তন করিলে তদ্‌মর্মে নির্দেশনা পরিশিষ্ট-১২ তে উল্লিখিত ফরমে প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত পরোয়ানা দণ্ডিত ব্যক্তির অধিনায়ক কর্তৃক অথবা মহাপরিচালক অথবা রিজিয়ন কমান্ডার অথবা সেক্টর কমান্ডার অথবা তাহাদের পক্ষে কোন স্টাফ অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

১১১। মৃত্যুদণ্ড জনিত দণ্ডের ক্ষেত্রে পরোয়ানা।—কোন ব্যক্তিকে ফাঁসিতে ঝুলাইয়া মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকরী করিবার জন্য পরিশিষ্ট-১৩ এ উল্লিখিত পরোয়ানার ফরম প্রেরণ করা হইলে, উক্ত পরোয়ানা মহাপরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করিবার জন্য সুবিধা বিদ্যমান রহিয়াছে কারাগারে প্রেরণ করিতে হইবে এবং মৃত্যুদণ্ডজনিত দণ্ড অনুমোদনের পর উক্ত কয়েদিকে তাহার ইউনিট অধিনায়ক কর্তৃক কারা কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে।

১১২। দণ্ডের পরিবর্তন।—কোন ব্যক্তি দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া ইতিমধ্যে কারাগারে দণ্ড ভোগ করিলে, তাহার দণ্ডাদেশের কোন পরিবর্তন হইলে উক্ত পরিবর্তন সম্পর্কে অধিনায়ক অথবা বিধি ১১৩ এ বর্ণিত কর্মকর্তা কর্তৃক কারা তত্ত্বাবধায়ককে পরিশিষ্ট-১৪ এ বর্ণিত ফরমে অবহিত করিতে হইবে।

১১৩। বরখাস্তের দণ্ড।—(১) বর্ডার গার্ড আদালত কর্তৃক বরখাস্তজনিত দণ্ড, অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট যে তারিখে ঘোষণা করা হইবে সেই তারিখ হইতে কার্যকর হইবে অথবা দণ্ডের ঘোষণায় উল্লিখিত তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

(২) বরখাস্তজনিত দণ্ড কারাদণ্ডের সহিত যুক্তভাবে প্রদান করা হইলে, যদি উক্ত দণ্ড বাহিনীর কয়েদখানায় ভোগযোগ্য হয়, তাহা হইলে উহা ভোগ করা শেষ না হওয়া পর্যন্ত, অথবা যদি উক্ত দণ্ড অসামরিক কারাগারে ভোগযোগ্য হয়, তাহা হইলে, অসামরিক কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাহাকে গ্রহণ না করা পর্যন্ত কার্যকর হইবে না ।

দ্বাদশ অধ্যায়
রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন ও আপীল

১১৪। বর্ডার গার্ড আদালতের রায় ও দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আবেদন দাখিলের সময়সীমা।—কোন ব্যক্তি বর্ডার গার্ড আদালতের রায় ও দণ্ডাদেশর দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে, উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট কার্যধারা প্রতিস্বাক্ষরের পূর্বে বিচার শেষ হইবার তারিখ হইতে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার নিকট এবং প্রতিস্বাক্ষরের পর দণ্ড ঘোষণা করিবার তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উক্ত প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

১১৫। আবেদন দাখিলের পদ্ধতি।—(১) বাহিনীর সদস্য হিসাবে তালিকাভুক্ত রহিয়াছেন এমন ব্যক্তি তাহার অধিনায়কের মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন দাখিল করিতে পারিবেন এবং যেই ব্যক্তির বাহিনীর সদস্য পদের অবসান হইয়াছে তিনি তাহার প্রাক্তন ইউনিট বা যে ইউনিটে তাহার বিচার কার্য সম্পন্ন হইয়াছে উক্ত ইউনিটের অধিনায়কের মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) যে কর্মকর্তার নিকট উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন দাখিল করা হইয়াছে, তিনি ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে পরবর্তী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট পিটিশনের কপি, সুপারিশসহ বা সুপারিশ ব্যতিরেকে, প্রেরণ করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদন গ্রহণকারী কর্মকর্তা পিটিশনে উল্লিখিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, তিনি পরবর্তী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট উহা প্রেরণ না করিয়া উক্ত আবেদন নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

(৩) আবেদন গ্রহণকারী কর্মকর্তা পিটিশনের বিষয়ে মতামত গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে কোন আইন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন ।

১১৬। বর্ডার গার্ড আদালত প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল।—(১) বর্ডার গার্ড আদালতের কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের আবেদন প্রাপ্ত হইলে, মহাপরিচালক, উহাতে কোন আইনের প্রশ্ন জড়িত আছে কিনা তাহা পরীক্ষার নিমিত্ত আইন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন ।

(২) আইন কর্মকর্তা আপীলের আবেদনটি নিরীক্ষান্তে উহাতে কোন আইনের প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে মর্মে সন্তুষ্ট হইলে তাহার মতামতসহ মহাপরিচালকের নিকট উপস্থাপন করিবেন এবং মহাপরিচালক আবেদনটি বর্ডার গার্ড আপীল ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করিবেন।

(৩) বর্ডার গার্ড আপীল ট্রাইব্যুনাল আপীলের আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে আইনের ধারা ১১৩ অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

১১৭। আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি—(১) আপীল ট্রাইব্যুনাল পরিশিষ্ট-১৫ এ বর্ণিত নির্ধারিত রেজিস্টার অনুযায়ী দাখিলকৃত সকল আবেদনপত্র সংরক্ষণ করিবেন।

(২) আইনের ধারা ১১৩ এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, আপীল ট্রাইব্যুনাল আপীল শুনানির জন্য দিন ও তারিখ ধার্য করিবে এবং উক্ত ধার্য তারিখে আপীলকারীকে ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত থাকিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) ন্যায়বিচারের স্বার্থে কোন মুলতবীর প্রয়োজন না হইলে, আপীল ট্রাইব্যুনাল কোন মুলতবী ব্যতীত আপীল শুনানি চালাইয়া যাইবে।

(৪) আপীল ট্রাইব্যুনালে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
বিবিধ

১১৮। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) Bangladesh Rifles Rules, 1971 এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত Rules এর অধীন কৃত কোন কাজ, গৃহীত কোন কার্যধারা বা ব্যবস্থা, জারীকৃত কোন আদেশ, প্রদত্ত কোন নোটিশ এই বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হউক বা না হউক রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং এই বিধিমালার অধীন জারী করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই বিধিমালা প্রবর্তনের তারিখে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন কোন মামলা বা কার্যধারা তৎকর্তৃক শুনানি ও নিষ্পত্তি এইরূপে হইবে যেন উক্ত বিধানসমূহ রহিত করা হয় নাই।

পরিশিষ্ট-১

[আইনের ধারা ৬৫ ও বিধি ৫ দ্রষ্টব্য]

গোপনীয়

বিলম্ব প্রতিবেদন ফরম

পত্র নং.....

ইউনিট
ঠিকানা.....
তাং.....

প্রতি
(ক).....

বিষয়ঃ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ এর ধারা ৬৫ ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি ৫ অনুযায়ী ১ম/২য়/৩য়/৪র্থ/৫ম/৬ষ্ঠ/৭ম/৮ম দিনের বিলম্ব প্রতিবেদন।

১। নং..... পদবী.....নাম.....ইউনিট .....

২। অপরাধ/অভিযোগ.....

৩। অপরাধ সংঘটনের তারিখ.....

৪। অপরাধ যে তারিখে সনাক্ত করা হইল.....

৫। আটক এর তারিখ.....

৬। পুনরায় আটকের অধিকারকে খর্ব না করিয়া আটক এর পর মুক্তির তারিখ (যদি মুক্ত করা না হইয়া থাকে তাহার কারণ).....

৭। সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ তৈরীর তারিখ (যদি রেকর্ড করা না হইয়া থাকে তাহার কারণ) .....

৮। বিচারের জন্য আবেদনের তারিখ (যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য).....

৯। বিচারের সম্ভাব্য ধার্য তারিখ.....

১০। বিলম্বের কারণ.....

১১। পরবর্তী কর্তৃপক্ষের মতামত/মন্তব্য ঃ

(ক) সেক্টর কমান্ডার .....

(খ) রিজিয়ন কমান্ডার .....

.....

(অধিনায়কের স্বাক্ষর, নম্বর, পদবী নাম ও সীলমোহর)

কপি প্রদান করিতে হইবেঃ—

(১) মহাপরিচালক (৫ম অষ্টম দিনের বিলম্বের ক্ষেত্রে)

(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (৪র্থ অষ্টম দিনের বিলম্বের ক্ষেত্রে)

দ্রষ্টব্যঃ এর জন্য ক্ষেত্রমতে সেক্টর/রিজিয়ন কমান্ডার বা মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট-২

[বিধি ৮ (২) দ্রষ্টব্য]

আটককৃত ব্যক্তির ফরিয়াদ বা অভিযোগ লিপিবদ্ধ করিবার ফরম

ক্রমিক নং	তারিখ	নাম	প্রতিবেদন জমাদানকারী কর্মকর্তা/জুনিয়র কর্মকর্তার নাম	ফরিয়াদ বা অভিযোগের বর্ণনা	অধিনায়ক/ কর্তৃপক্ষের আদেশ	অধিনায়ক/কর্তৃপক্ষের আদেশ আটকাবদ্ধ ব্যক্তিকে অবহিত করিয়াছেন এমন কর্মকর্তা/জুনিয়র কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও তারিখ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

পরিশিষ্ট-৩
অংশ-'খ'
[বিধি ১৩ দ্রষ্টব্য]

কর্মকর্তা এবং জুনিয়র কর্মকর্তার বিচারের মাধ্যমে লঘুদণ্ড প্রদানের পদ্ধতি

সাধারণ নির্দেশিকা

(প্রথম খণ্ড)

১। কর্মকর্তা বলিতে আইনের ধারা ৬(১) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত কোন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে।

২। পদবী বলিতে সংক্ষিপ্ত বিচার সম্পাদনের সময়ে সর্বোচ্চ বৈতনিক, ভারপ্রাপ্ত, অস্থায়ী অথবা স্থায়ী পদবীকে বুঝাইবে।

৩। অপরাধের প্রতিবেদন এই নির্দেশিকার সহিত সংযুক্ত ফরম 'ক' অনুযায়ী তৈরী করিতে হইবে। অপরাধের ধারা/উপ-ধারা/দফা অবশ্যই বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ অনুযায়ী হইবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রণীত অভিযোগনামার অভিযোগ এমনভাবে প্রণয়ন করিতে হইবে যেন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধের বিস্তারিত বর্ণনা থাকে। আবার যেখানে অপরাধের সহিত বেতন কর্তন বা স্থগিতের বা অর্থ জরিমানার বিষয় জড়িত সেখানে অপরাধের বিস্তারিত বর্ণনায় কোন সম্পত্তির ধ্বংস, ক্ষতি, লোকসান বা ব্যয়ের আর্থিক পরিমাণ যথাসম্ভব সঠিকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে, যাহাতে অপরাধীকে সঠিকভাবে আর্থিক জরিমানাসহ এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য দণ্ড প্রদান করা যায়।

৪। অভিযোগনামা প্রণয়নের ব্যাপারে সন্দেহের উদ্রেক হইলে উক্ত সন্দেহ বা জটিলতা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতঃ মহাপরিচালক বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সংক্ষিপ্ত বিচারের পূর্বেই উহা আইন কর্মকর্তা, আইন পরিদপ্তর, সদর দপ্তর, বিজিবিতে প্রেরণ করিবেন। আর্থিক সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরূপ জটিল অপরাধের ক্ষেত্রে, যেখানে দালিলিক সাক্ষ্যই মুখ্য কিন্তু সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ নাই, সেখানে উক্ত অপরাধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বা ইতিহাসসহ বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

৫। সংক্ষিপ্ত বিচার যত দ্রুত সম্ভব নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং বিচারিক কর্মকর্তা কর্তৃক অন্যরূপ নির্দেশিত না হইলে বিচারের সময় অধিনায়ক বা তাহার অনুপস্থিতিতে উপ-অধিনায়ক বা পরবর্তী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারিক কর্মকর্তার নিকট আনয়ন করিবেন এবং তাহার সঙ্গে থাকিবেন।

৬। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সঙ্গ প্রদানকারী কর্মকর্তা বিচারের জন্য বিচারিক কর্মকর্তার নিকট আনয়নের সময় মার্চ করাইয়া আনিবেন।

৭। অধিনায়ক, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এবং তাহাকে সঙ্গ প্রদানকারী অফিসারের যথাযথ পোষাক নিশ্চিত করিবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি গ্রেপ্তার অবস্থায় থাকিলে তিনি বেল্ট পরিহিত অবস্থায় থাকিবেন না।

৮। শুধুমাত্র বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ এবং এই বিধিমালা অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং কমান্ড নিযুক্তিতে রহিয়াছেন এমন কর্মকর্তাগণই সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে অপরাধের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

৯। কর্মকর্তা এবং জুনিয়র কর্মকর্তার সংক্ষিপ্ত বিচারের ক্ষেত্রে আচরণ বিবরণী আবশ্যক। আচরণ বিবরণী পূরণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) বিচারের স্থান বলিতে বিচারকারী কর্মকর্তা যে স্থানে বিচার কার্য করিবেন সেই স্থানকে বুঝাইবে, যা কোন ভাবেই অপরাধ সংঘটনের স্থানকে বুঝাইবে না ।

(খ) অপরাধের বিবরণী কলামে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ এর সুস্পষ্ট ধারা/উপ-ধারা/দফা উল্লেখ করিতে হইবে এবং অভিযোগনামায় অনুরূপ অপরাধের বিস্তারিত বর্ণনা থাকিতে হইবে।

(গ) সাক্ষীর বিবরণী কলামে সাক্ষীর পদবী, নাম, ইউনিট থাকিতে হইবে। দালিলিক সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে সাক্ষীর বিবরণী অধিক হইলে "দলিল দস্তাবেজ মোতাবেক" কথাটি লিখিতে হইবে ।

(ঘ) প্রদত্ত দণ্ড কলামে কেবল বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ এর ধারা ৬১ এর আলোকে বিধি ১৪ এর টেবিলে উল্লেখিত দণ্ড লিখা যাইবে। তবে 'সতর্ক' বা 'তিরস্কার' সংক্রান্ত দণ্ড মন্তব্যের কলামে লিখা যাইবে এবং দণ্ড লিখার ক্ষেত্রে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ এর ধারা ৬১ তে উল্লেখিত দণ্ডের ভাষা অনুযায়ী লিখিতে হইবে।

(ঙ) দণ্ড প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কলামে দণ্ড প্রদানকারী কর্মকর্তার পদবী, নাম, নিযুক্তি উল্লেখ করিতে হইবে।

(চ) মন্তব্যের কলামে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিখিতে হইবেঃ

(১) অভিযুক্ত ব্যক্তির গ্রেপ্তারের স্থান এবং হাজতবাসকালীন সময় (যদি থাকে)

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তির বর্তমান আচরণ বিবরণী ও সত্যায়নকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর।

অভিযুক্ত ব্যক্তির ইউনিটের দায়িত্ব এবং কার্যাবলী
(দ্বিতীয় খণ্ড)

১০। ইউনিটের অধিনায়কের বিবেচনায় যখন তিনি মনে করিবেন যে, কোন কর্মকর্তা বা জুনিয়র কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিতে হইবে, তখন তিনি তাহার এতদ্‌সংক্রান্ত সুপারিশ নিম্নলিখিত দলিল দস্তাবেজসহ মহাপরিচালক বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ করিবেন, যথাঃ—

(ক) স্বাক্ষর সম্বলিত ০৩ (তিন) কপি সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ (কেবল কর্মকর্তার ক্ষেত্রে)। সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করিবার সময় যথাক্রমে এই বিধিমালার বিধি ১৬ এর বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

(খ) ০৩ (তিন) কপি সম্ভাব্য (Tentative) অপরাধের প্রতিবেদন।

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তির আচরণ বিবরণী বা আচরণ বিবরণী না থাকিলে নিম্নলিখিত নমুনা অনুযায়ী "পূর্বের আচরণ বিবরণী সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র" দিতে হইবে ।

"আমি..... নম্বর..... পদবী..... নাম ..... ইউনিট..... এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি বর্ডার গার্ড আদালত/সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে ..... অপরাধের জন্য বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ এর ধারা ..... অনুযায়ী ..... কর্তৃক ..... দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আমার জ্ঞানমতে এই বিবরণ সম্পূর্ণ সঠিক এবং আমি এতদ্‌সংক্রান্ত কোন তথ্য গোপন করি নাই"।

১১। বিচার সম্পাদনকারী যথাযথ কর্তৃপক্ষ যদি সামারী বর্ডার গার্ড আদালতে বিচারের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রণীত অভিযোগের নিষ্পত্তি করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির ইউনিট বিচারকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে এতদ্‌সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিচারের সময় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে তাহার সম্ভাব্য সাফাই সাক্ষীর (যদি থাকে) সংখ্যা এবং নাম জানিয়া লইবেন। অতঃপর বিচারের সম্ভাব্য দিনে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তি/প্রসিকিউশন সাক্ষী এবং সাফাই সাক্ষী হাজির করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। অধিকন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিনায়ক আরও নিশ্চিত করিবেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি এক কপি সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ এবং এক কপি অভিযোগনামা বিচার শুরুর কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা আগে প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং উক্তরূপ ক্ষেত্রে তিনি সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ হস্তান্তর গ্রহণ সনদপত্র সংরক্ষণ করিবেন। আরও উল্লেখ্য যে, সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ কেবল কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রণয়ন করা যাইবে।

১২। বিচারকারী কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত ব্যক্তির ইউনিটকে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রণীত খসড়া অভিযোগনামা প্রদান করিবেন এবং সংক্ষিপ্ত বিচারের তারিখ এবং সময় জানাইয়া দিবেন। অধিকন্তু বিচারের সময় অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে অধিনায়ক নাকি অন্য কোন কর্মকর্তা থাকিবেন এবং তাদের পোষাক সম্পর্কে যাবতীয় নির্দেশাবলী প্রদান করিবেন।

১৩। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রণয়নকৃত নথিপত্র বিচারপূর্ব নিরীক্ষার জন্য প্রধান আইন কর্মকর্তা, সদর দপ্তর বিজিবিতে প্রেরণ করা হইলে, বিচার-পূর্ব নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সংক্ষিপ্ত বিচারের তারিখ এবং সময় নির্ধারণ করিতে হইবে। অধিকন্তু সংক্ষিপ্ত বিচার সংক্রান্ত কাগজপত্র তৈরীতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিনায়ককে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করিতে হইবে এবং বিচারের যথেষ্ট সময় পূর্বেই যাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রণীত চূড়ান্ত অভিযোগনামাসহ অন্যান্য কাগজপত্রাদি বিচারকারী কর্তৃপক্ষ প্রাপ্ত হয় সেই বিষয়ে তাগিদ প্রদান করিতে হইবে।

১৪। অধিকন্তু বিচার শুরুর পূর্বেই বিচারকারী কর্তৃপক্ষের স্টাফ অফিসার কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করিবেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার শুরুর কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা পূর্বেই সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ এবং চূড়ান্ত অভিযোগনামা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৫। বিচারকারী কর্তৃপক্ষের স্টাফ অফিসার বিচার শুরুর কিছুক্ষণ পূর্বেই কর্তৃপক্ষকে সংক্ষিপ্ত বিচারের আইনগত পদ্ধতি এবং দণ্ডে প্রদানের এখতিয়ার সম্পর্কে অবহিত করিবেন। তিনি কর্তৃপক্ষকে আরো নিশ্চিত করিবেন যে, অত্র বিচারের জন্য প্রস্তুতকৃত দলিল পত্রাদি এবং ফরম আইন, বিধি এবং নির্দেশিকা অনুযায়ী যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং বিচার শুরুর কিছুক্ষণ পূর্বেই তিনি এতদ্‌সংক্রান্ত নথিপত্র বিচারকারী কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করিবেন। তিনি আরো নিশ্চিত করিবেন যে, বিচারের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি, সাক্ষী ইত্যাদি যথাযথ পোষাকে হাজির রহিয়াছেন। তবে অব্যাহতি সনদপত্র ফরম 'জ' এর মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তির অভিযোগের সহিত সংশ্লিষ্ট সাক্ষী না আনিতে চাহিলে সেক্ষেত্রে সাক্ষী আনয়নের প্রয়োজন নাই।

১৬। যেইক্ষেত্রে দণ্ড প্রদানের নিমিত্তে অভিযুক্ত ব্যক্তি বর্ডার গার্ড আদালতের মাধ্যমে বিচারের প্রার্থনার অধিকার নাই বা পদোন্নতির ক্ষেত্রে চাকুরি বাজেয়াপ্তকরণ বা জ্যেষ্ঠতা কর্তন সংক্রান্ত দণ্ড অভিযুক্ত ব্যক্তি বর্ডার গার্ড আদালতের মাধ্যমে বিচারের দাবী না করিলে বা নির্বাচনী সনদপত্র প্রদান করিলে সেইক্ষেত্রে বিচারকারী কর্তৃপক্ষ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ এর ধারা ৬১ অনুযায়ী

বিধি ১৪ অনুযায়ী দণ্ড বা এতদ্‌সংক্রান্ত নির্দেশিকাতে উল্লিখিত দণ্ড বিচারের ফরম এবং অপরাধ প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং স্বাক্ষর প্রদান করিবেন; তবে পদোন্নতির ক্ষেত্রে চাকুরি বাজেয়াপ্তকরণ বা জ্যেষ্ঠতা কর্তন সংক্রান্ত দণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি বর্ডার গার্ড আদালতের মাধ্যমে বিচার প্রার্থনা করিলে সেইক্ষেত্রে তিনি নিম্নলিখিত ভাষায় তাহা বিচারের ফরম এবং অপরাধের প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং স্বাক্ষর প্রদান করিবেন এবং বর্ডার গার্ড আদালত গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবেনঃ—

"অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বর্ডার গার্ড আদালতের মাধ্যমে বিচার দাবী করায় তাহাকে..... বর্ডার গার্ড আদালতের মাধ্যমে বিচারের জন্য প্রেরণ করা হইল"।

১৭। বিচারকারী কর্তৃপক্ষ যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হইতে তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করেন তবে তিনি বিচারের ফরম এবং অপরাধের প্রতিবেদনে "অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল" কথাটি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং স্বাক্ষর করিবেন।

১৮। আদালতে বিচার সম্পন্নের পর বিচারকারী কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেনঃ

(ক) বিচার সম্পন্নকারী কর্মকর্তা অভিযুক্ত ব্যক্তির বর্তমান আচরণ বিবরণী, স্বাক্ষর সম্বলিত সংক্ষিপ্ত বিচারের ফরম এবং এর সহিত সংযুক্ত অন্যান্য কাগজপত্রাদি যথাযথভাবে পূরণ করিবেন এবং ইহার ৩ (তিন) কপি সদর দপ্তর বিজিবি, রেকর্ড উইং এ এবং কেবল জুনিয়র কর্মকর্তার ক্ষেত্রে ১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট ইউনিটে নির্দেশিকার সহিত সংযুক্ত ফরম 'ঝ' এর মাধ্যমে প্রেরণ করিবেন।

(খ) দফা (ক) এর অধীন কাগজাদি প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বর্ডার গার্ড এর সদর দপ্তর এর আইন কর্মকর্তার প্রয়োজনীয় নিরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিবেন।

(গ) অভিযোগ হইতে অব্যাহতির ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ 'ক' এবং 'খ' অনুযায়ী নথিপত্র কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের প্রয়োজন নেই, তবে শৃঙ্খলা সংক্রান্ত রিপোর্টের মাধ্যমে এতদ্‌সংক্রান্ত তথ্য সদর দপ্তর বা রেকর্ড উইংকে অবহিত করিতে হইবে।

(ঘ) সামারী বর্ডার গার্ড আদালতে বিচারের পরিবর্তে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে স্পেশাল সামারী বর্ডার গার্ড আদালত অথবা বর্ডার গার্ড আদালতের মাধ্যমে বিচারের জন্য প্রেরণের ক্ষেত্রে এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে লিখিতভাবে আইন কর্মকর্তা, সদর দপ্তর বিজিবিকে অবহিত করিতে হইবে।

(ঙ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে চাকুরি বাজেয়াপ্ত করা বা জ্যেষ্ঠতা কর্তন সংক্রান্ত দণ্ড ব্যতীত অন্যান্য দণ্ডাদেশনামা দ্বিতীয় খন্ডে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই ।

১৯। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রণীত নথিপত্র বিচারপূর্বক নিরীক্ষার জন্য পূর্বেই আইন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হইয়া থাকিলে সেইক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত বিচার সমাপ্তির পর এতদ্‌সংক্রান্ত চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এবং শাস্তি শুধুমাত্র পত্রের মাধ্যমে আইন কর্মকর্তা, সদর দপ্তর বিজিবিকে অবহিত করিতে হইবে ।

পরিশিষ্ট-৩ক

[বিধি ১০ দ্রষ্টব্য]

অপরাধের প্রতিবেদন

(ফরম 'ক')

১। ক্রমিক নংঃ .....
২। তারিখ ঃ .....
৩। ইউনিট ঃ .....
৪। সাব-ইউনিট ঃ .....
৫। নম্বর ঃ .....
৬। পদবী ঃ .....
৭। নাম ঃ .....
৮। অপরাধ সংঘটনের (স্থান এবং তারিখ)
৯। সাক্ষীদের নাম .....
১০। অপরাধের বর্ণনা ঃ.....
১১। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ এর সংশ্লিষ্ট ধারা/উপ-ধারা ঃ.....

১২। শাস্তি/প্রশাসনিক আদেশ ১৩। মন্তব্য ঃ মেজর জেনারেল মহাপরিচালক বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সদর দপ্তর পিলখানা, ঢাকা তারিখ ঃ	আচরণ বিবরণীতে অন্তর্ভুক্তির তারিখ .....

সংক্ষিপ্ত বিচারের ফরম (পদবীধারী ও তালিকাভুক্ত বর্ডার গার্ড সদস্য)

অপরাধের প্রতিবেদন

কোম্পানী.....
ক্রমিক নং...../২০------ ইং
সর্বশেষ প্রতিবেদন জমার তারিখ.....

নম্বর..... পদবী .....
নাম..... ইউনিট..... এর বিরুদ্ধে অভিযোগ।

অপরাধ সংঘটনের স্থান ও তারিখ	অপরাধের বিবরণী	জবাবদিহিতা	সাক্ষীদের নাম	দণ্ডের বিবরণী	দণ্ড প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর (পদবী ও তারিখসহ)	চাকুরির নথিতে অন্তর্ভুক্তকরণের তারিখ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

(অধিনায়কের স্বাক্ষর
নম্বর, পদবী, নাম ও সীলমোহর)।

নির্দেশাবলী ঃ—

কলাম (১) এর জন্যঃ ছুটি ব্যতিত অনুপস্থিত/পলাতক হওয়ার ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটনের তারিখ অনুপস্থিত হওয়ার প্রথম দিন হইতে গনণা করিতে হইবে ।

কলাম (২) এর জন্যঃ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ এর যে ধারায় অভিযোগ গঠন করা হইতেছে তাহা অপরাধ বিবরণীর উপরে উল্লেখ করিতে হইবে।

কলাম (৩) এর জন্যঃ অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেকে নির্দোষ দাবী করিলে প্রয়োজনীয় সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইবে ।

কলাম (৪) এর জন্যঃ কোন কর্মকর্তা যিনি প্রসিকিউশনের জন্য একমাত্র সাক্ষী তিনি সংক্ষিপ্ত বিচারের কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবেন না ।

কলাম (৪) এর জন্য--আইনের নির্ধারিত ধারার বর্ণনা অনুযায়ী অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে।

নোটঃ—অপরাধের প্রতিবেদন দুই কপি তৈরী করিতে হইবে। সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করা হইলে, উহার কপিসহ কার্যবিবণীর এক কপি অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বা ক্ষেত্রমত উপ-মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির বর্তমান আচরণ বিবরণী

(ফরম 'খ')

রেজিমেন্ট নম্বর ঃ **পদবী ঃ** **নাম ঃ** **ইউনিট ঃ**

বিচারের স্থান	অপরাধের বিবরণী	সাক্ষীর বিবরণী	প্রদত্ত দণ্ড	দণ্ড প্রদানের তারিখ	দৈনিক আদেশ ২য় খণ্ডের নম্বর ও তারিখ	দণ্ড প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

অভিযুক্ত ব্যক্তির পূর্বের আচরণ বিবরণী

(ফরম 'গ'-১)

রেজিমেন্ট নম্বর ঃ **পদবী ঃ** **নাম ঃ** **ইউনিট ঃ**

বিচারের স্থান	অপরাধের বিবরণী	সাক্ষীর বিবরণী	প্রদত্ত দণ্ড	দণ্ড প্রদানের তারিখ	দৈনিক আদেশ ২য় খন্ডের নম্বর ও তারিখ	দণ্ড প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ এর ধারা ৩০(ক) মোতাবেক ছুটি ব্যতীত অনুপস্থিত (অপরাধের শিরোনাম অনুযায়ী) যাহাতে তিনি,						

(অফিসারের স্বাক্ষর
নম্বর, পদবী, নাম ও সীলমোহর)।

পূর্বের আচরণ বিবরণী সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র

(ফরম গ-২)

আমি .....পদবী ..... নাম ....., ইউনিট---------- এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে ..... জনিত অপরাধের জন্য বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ এর ধারা .....অনুযায়ী মহাপরিচালক, বিজিবি, পিলখানা, ঢাকা কর্তৃক সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে .....শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আমার জ্ঞানত এই বিবরণ সম্পূর্ণ সঠিক এবং আমি এতদসংক্রান্তকোন তথ্য গোপন করি নাই।

স্টেশন ঃ

তারিখ ঃ

স্বাক্ষর .....

নম্বর .....

পদবী .....

নাম .....

(অভিযুক্ত ব্যক্তি)

প্রতিস্বাক্ষর

স্টেশন ঃ

তারিখ ঃ

অধিনায়কের স্বাক্ষর

নাম ঃ

পদবী ঃ

ইউনিট ঃ

সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ

(ফরম 'ঘ')

নং.....পদবী ..... নাম ..... ইউনিট ..... কর্তৃক বিগত..... তারিখে সংঘটিত অপরাধ (অপরাধের বর্ণনা) এর প্রেক্ষিতে লিপিবদ্ধকৃত সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ

প্রসিকিউশন সাক্ষী নং-১ নং.....পদবী ..... নাম ..... ইউনিট ..... ধর্ম ..... কে যথাযথভাবে সাবধান করিবার পর তিনি নিম্নলিখিত জবানবন্দী প্রদান করেনঃ

সাক্ষীর বক্তব্য নিজ উক্তি অনুযায়ী লিখিতে হইবে। অর্থাৎ আমি ..... করিতেছি, দেখিয়াছি ইত্যাদি ভাষায় হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষীকে জেরা করিতে অস্বীকার করেন।

অথবা

অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষীকে নিম্নলিখিত জেরা করেনঃ

প্রশ্ন নং ১। .....

উত্তর নং ১। .....

(এই ভাবে প্রশ্ন এবং উত্তর লিপিবদ্ধ করিতে হইবে)

উপরোক্ত জবানবন্দী সাক্ষীকে পড়িয়া শুনানো হইলে তিনি ইহা সঠিক ও সত্য বলিয়া স্বজ্ঞানে নিম্নে স্বাক্ষর প্রদান করেন।

তারিখ ঃ ....

(সাক্ষীর নাম ও স্বাক্ষর)

প্রসিকিউশন সাক্ষী নং-২ নং.....পদবী ..... নাম ..... ইউনিট ..... কর্তৃক লিখিত ও স্বাক্ষরিত বিবৃতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পড়িয়া শুনানো হইল এবং উহা সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ এর সহিত সংযুক্ত করা হইল।

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, পরিস্থিতি পর্যালোচনা পূর্বক কর্তব্য কর্মের আবশ্যকতাহেতু সরকারি অর্থের ব্যয় ও সময়ের অপচয় রোধ কল্পে (অথবা অন্য কোন কারণে, কারণ বর্ণনা করিতে হইবে) উক্ত সাক্ষীকে সত্বর উপস্থিত করা সম্ভব নয়।

তারিখ ....

(সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ লিপিবদ্ধকারী অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর)

প্রসিকিউশন সাক্ষী নং-৩ নং.....পদবী ..... নাম ..... ইউনিট ..... এর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্বে প্রদত্ত বক্তব্যের সারাংশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল ঃ

.....

(সারাংশ পরোক্ষ উক্তিতে অর্থাৎ তৃতীয় পুরুষে লিখিত হইবে)

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, সরকারি কর্তব্যের অবশ্যকতাহেতু/সরকারি অর্থের ব্যয় ও সময়ের অপচয় রোধকল্পে (অথবা অন্য কোন কারণে, কারণ বর্ণনা করিতে হইবে) উক্ত সাক্ষীকে সত্বর উপস্থিত করা সম্ভব নয়।

তারিখ ঃ..... .....

(লিপিবদ্ধকারী অফিসারের নাম, পদবী, নম্বর ও সীলসহ স্বাক্ষর)

অভিযুক্ত ব্যক্তি নং.....পদবী ..... নাম ..... বক্তব্য ইউনিট ..... কে যথাযথভাবে সতর্ক করার পর তিনি নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেনঃ

অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য নিজ উক্তি (অর্থাৎ প্রথম পুরুষে) অনুযায়ী লিখিত হইবে। অর্থাৎ আমি করিয়াছি, দেখিলাম ইত্যাদি এইরূপ ভাষায় হইবে ।

....

(উপস্থিত সাক্ষীর নাম ও স্বাক্ষর) **(অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও স্বাক্ষর)**

অথবা

অভিযুক্ত ব্যক্তি নং.....পদবী ..... নাম ..... ইউনিট ..... কে যথাযথভাবে সতর্ক করার পর তিনি কোন বিবৃতি প্রদান অস্বীকৃতি জানায় ।

....

(উপস্থিত সাক্ষীর নাম ও স্বাক্ষর) **(অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও স্বাক্ষর)**

(এক জন কর্মকর্তা অথবা একজন জেসিও)

অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোন সাক্ষী উপস্থাপন করেন নাই।

অথবা

সাফাই সাক্ষী নং-১ নং..... পদবী ..... নাম ..... ইউনিট ..... ধর্ম ..... কে যথাযথভাবে সাবধান করার পর তিনি নিম্নলিখিত জবানবন্দী প্রদান করেনঃ

লিপিবদ্ধকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সাক্ষীর প্রশ্নঃ

প্রশ্ন নং ১। .....

উত্তর নং ১। .....

উপরোক্ত জবানবন্দি সাক্ষীকে পড়িয়া শুনানো হইলে তিনি ইহা সঠিক ও সত্য বলিয়া স্বজ্ঞানে নিম্নে স্বাক্ষর প্রদান করেন।

তারিখঃ ....

(সাক্ষীর নাম ও স্বাক্ষর)

অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে এবং তাহার শ্রবণ দুরত্বে অদ্য..... তারিখ.....নিম্ন স্বাক্ষরকারী কর্তৃক অত্র সংক্ষিপ্ত সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

স্থানঃ ....

(সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ লিপিবদ্ধকারী অফিসারের স্বাক্ষর নম্বর, পদবী, নাম ও সীলমোহরসহ)

দ্রষ্টব্যঃ ক্রোড়পত্র হিসেবে চিহ্নিত সাক্ষীদের লিখিত বক্তব্য এবং সংযুক্ত সকল দলিলাদি উপরে ডান কোণায় কোন অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করিয়া লিপিদ্ধকারী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

সাক্ষ্যের সার সংক্ষেপ

(ফরম-ঙ)

বিগত----------তারিখে---------- স্থানে/ইউনিটে সংঘটিত (ঘটনা)----------এর সম্পর্কে অভিযুক্ত ব্যক্তির নং----------পদবী-.....নাম..... ইউনিট.....এর..... সম্পর্কিত সাক্ষ্যসারঃ

প্রসিকিউশন সাক্ষী নং-১ নং.....পদবী.....নাম.....ইউনিট.....ধর্ম.....কে যথাযথভাবে সাবধান করার পর তিনি নিম্নলিখিত জবানবন্দী প্রদান করেন ঃ

(সাক্ষীর বক্তব্য নিজ উক্তি অনুযায়ী লিখিতে হইবে)

উপরোক্ত জবানবন্দি সাক্ষীকে পড়িয়া শুনানো হইলে তিনি ইহা সঠিক ও সত্য বলিয়া স্বজ্ঞানে নিম্নে স্বাক্ষর প্রদান করেন ।

তারিখ ঃ

(সাক্ষীর নাম ও স্বাক্ষর)

প্রসিকিউশন সাক্ষী নং-২ নং.....পদবী.....নাম.....,.....ইউনিট .....কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রদত্ত সাক্ষ্যের সারাংশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল ঃ

(সাক্ষীর সাক্ষ্যের সারাংশ পরোক্ষ উক্তিতে লিখিতে হইবে)

তারিখ ঃ

(লিপিবদ্ধকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

(নম্বর, পদবী, নাম ও সীলমোহর)

প্রসিকিউশন সাক্ষী নং-৩ নং..... পদবী..... নাম..... ইউনিট.....এর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রদত্ত লিখিত বক্তব্য পরিশিষ্ট হিসাবে এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত করা হইল ঃ

তারিখ ঃ

(লিপিবদ্ধকারী কর্মকর্তার **স্বাক্ষর)**

(নম্বর, পদবী, নাম ও সীলমোহরসহ)

ফিসারের নাম ও স্বাক্ষর)

বিঃ দ্রঃ ১। অভিযুক্তির সাক্ষী নং ৩ এর ক্ষেত্রে উল্লিখিত লিখিত বক্তব্যটি লিপিবদ্ধকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

বিধি ১৬(৪) অনুযায়ী প্রদত্ত সনদপত্র

অভিযুক্ত ব্যক্তির নম্বর ..... পদবী.....নাম..... ইউনিট..... এর সম্পর্কে .....জন প্রসিকিউশন এর পক্ষে সাক্ষীর বিবৃতি সংযুক্ত বিবৃতি এবং .....সংখ্যক উদ্ধৃতি সম্বলিত সাক্ষ্য-সার আমার দ্বারা (অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিনায়ক যদি তিনি নিজে লিপিবদ্ধ করেন) অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিনায়কের নির্দেশে আমার দ্বারা (অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিনায়ক ব্যতীত অন্য কোন কর্মকর্তা যদি লিপিবদ্ধ করেন) লিপিবদ্ধ ও সংকলিত হইয়াছে।

তারিখ ঃ

(লিপিবদ্ধকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর)
(নম্বর, পদবী, নাম ও সীলমোহরসহ)

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ এর অনুলিপি হস্তান্তর সম্পর্কিত প্রত্যায়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, আমি..... পদবী..... নাম.....অদ্য ..... অভিযুক্ত ব্যক্তি..... পদবী .....নাম..... ইউনিট..... এর সম্পর্কে ..... তারিখ লিপিবদ্ধকৃত সাক্ষ্য-সার এর একটি কপি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিয়াছি এবং বিধি ১৬(৪) মোতাবেক তাহাকে সতর্কীকরণের পর তিনি---------- তারিখে একটি লিখিত ও স্বাক্ষরিত বিবৃতি প্রদান করেন যাহা এই প্রত্যয়নপত্রের সহিত পরিশিষ্ট হিসাবে সংযুক্ত করা হইল (অথবা কোন বিবৃতি প্রদান করেন নাই)।

তারিখ ঃ

(প্রত্যয়নকারী কর্মকর্তার
নম্বর, পদবী, নাম ও সীলমোহরসহ স্বাক্ষর)

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

সংক্ষিপ্ত বিচার ফরম (কর্মকর্তা/জুনিয়র কর্মকর্তা)

(ফরম 'চ')

ব্যক্তিগত নম্বর ..... পদবী ..... নাম .....

ইউনিট ..... (অভিযুক্ত ব্যক্তি ইউনিটে সংযুক্ত থাকিলে তাহার সংযুক্তি বিবরণীসহ)

প্রশ্ন-১ ঃ আপনি কি অদ্য এই বিচার শুরুর কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা আগে আপনার বিরুদ্ধে প্রণীত অভিযোগনামা এবং সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ পাইয়াছেন ? (উত্তর হ্যাঁ হলে বিচার কার্যক্রম চলিবে নতুবা যুক্তি সঙ্গত সময়ের পর বিচার কার্যক্রম শুরু করিতে হইবে) ।

উত্তর-১ ঃ

প্রশ্ন-২ ঃ আপনি কি আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট সময় পাইয়াছেন ? (উত্তর না হলে যুক্তিসঙ্গত সময়ের পর বিচার কার্যক্রম শুরু করিতে হইবে)।

উত্তর ২ ঃ

প্রশ্ন-৩ ঃ আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগনামার (ক্রোড়পত্র-'ক') প্রত্যেক অভিযোগ আলাদা আলাদাভাবে পড়িয়া উহার মর্ম ব্যাখ্যা করা হইল। আপনি কি আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে 'দোষী' কি 'নিদোষী'? (একাধিক অভিযোগ থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রত্যেক অভিযোগের জন্য পৃথক পৃথকভাবে জবাবদিহি করিতে হইবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য ও সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ হইতে যদি বিচারকারী কর্মকর্তার নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকারের গুরুত্ব যথাযথভাবে অনুধাবন করিতে সক্ষম হয় নাই তবে তার দোষ স্বীকারকে 'নির্দোষী' হিসাবে রেকর্ড করতঃ বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে)।

উত্তর ৩ ঃ

প্রশ্ন ৪ ঃ আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সংক্রান্ত অভিযুক্তির পক্ষের সাক্ষীদের বক্তব্য সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপে রয়েছে (ক্রোড়পত্র-খ)। এতদ্সত্ত্বেও এই বিচার কার্যক্রমে আপনি কি তাদের উপস্থিতির অব্যাহতি চান না কি আপনার সম্মুখে তাদের বক্তব্য পুনরায় শুনিতে চান ? (অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ দাবী করিলে এই প্রশ্ন করিতে হইবে এবং শুধুমাত্র অভিযুক্তির পক্ষের নূতন সাক্ষী ও বিচারের সময় নতুন তথ্য, যা সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপে নাই, উদ্ভব হইলে সেই সংক্রান্ত সাক্ষ্য সংক্ষিপ্তভাবে রেকর্ড করিয়া কার্যধারার সাথে ক্রোড়পত্র-'খখ' হিসাবে সংযুক্ত করিতে হইবে ।

উত্তর ৪ ঃ

প্রশ্ন ৫ ঃ আপনি কি আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন সাফাই সাক্ষী আনিতে চান (শুধুমাত্র অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ দাবী করিলে এই প্রশ্ন করিতে হইবে এবং সাফাই সাক্ষীর বক্তব্য শ্রবণ করতঃ বিচারিক কর্মকর্তা তাহা অতি সংক্ষিপ্তভাবে রেকর্ড করিয়া ক্রোড়পত্র-'গ' হিসাবে কার্যধারার সাথে সংযুক্ত করিবেন)।

উত্তর ৫ ঃ

প্রশ্ন ৬ ঃ আপনি কি কোন বক্তব্য দিতে চান (যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন বক্তব্য দিতে চান তাহা হইলে তাহা আলাদা একটি কাগজে রেকর্ড করতঃ অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর নিতে হইবে এবং বিচারিক কর্মকর্তা কর্তৃক তাহা সত্যায়ন করতঃ ক্রোড়পত্র-'গগ; হিসাবে কার্যধারার সাথে সংযুক্ত করিতে হইবে) ।

উত্তর ৬ ঃ

প্রশ্ন ৭ ঃ আমি আপনাকে শাস্তিস্বরূপ চাকুরি বাজেয়াপ্তি/জ্যেষ্ঠতা কর্তন সংক্রান্ত শাস্তি দিতে চাই । তাই আপনি কি আমার এই শাস্তি গ্রহণ করিতে চান, নাকি বর্ডার গার্ড আদালতের মাধ্যমে বিচার প্রার্থনা করিবেন ?

উত্তর ৭ ঃ

৮। রায় .....

প্রশ্ন ৯। আপনার পূর্বের সাজা সংক্রান্ত তথ্যাদি যাহা পূর্বের আচরণ বিবরণীতে/ঘোষণা পত্রে লিপিবদ্ধ আছে তাহা কি সঠিক ? (শুধুমাত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খারিজ না হইলে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে)।

উত্তর ৯ ঃ

১০। দণ্ড .....

স্বাক্ষর .....

স্টেশন ঃ **নাম ঃ .....**

পদবী ঃ .....

তারিখ ঃ **নিয়োগ ঃ .....**

নির্বাচনী সনদপত্র

(ফরম 'ছ')

আমি .....পদবী .....নাম ....., ইউনিট .....এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, মহাপরিচালক, সদর দপ্তর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে সংক্ষিপ্ত সমাধানের মাধ্যমে আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচারের জন্য নির্বাচন করিলাম।

স্বাক্ষর .....
নম্বর .....
পদবী .....
নাম .....

স্টেশন
তারিখ ঃ

প্রতিস্বাক্ষর

অধিনায়কের স্বাক্ষর
নাম ঃ .....
পদবী ঃ .....
ইউনিট ঃ .....

স্টেশন ঃ

তারিখ ঃ

অব্যাহতি সনদপত্র

(ফরম 'জ')

আমি .....পদবী .....নাম ....., ইউনিট .....এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচার মহাপরিচালক, সদর দপ্তর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কর্তৃক সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আমার কোন আপত্তি নাই । আমি আরো ঘোষণা করিতেছি যে, সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে বিচারের সময়ে আমি অভিযোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন ধরণের সাক্ষীকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আনয়ন করিব না ।

স্বাক্ষর .....
নম্বর .....
পদবী .....
নাম .....
(অভিযুক্ত ব্যক্তি)

স্টেশন
তারিখ ঃ

প্রতিস্বাক্ষর

অধিনায়কের স্বাক্ষর
নাম ঃ .....
পদবী ঃ .....
ইউনিট ঃ .....

স্টেশন ঃ
তারিখ ঃ

ফরম-'ঝ'

সদর দপ্তর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
প্রশাসনিক পরিদপ্তর
প্রশাসন শাখা
ঢাকা
দূরালাপনী ঃ ----------
www.bgb.gov.bd
অগ্রহায়ণ ------

সংক্ষিপ্ত বিচার কর্মকর্তা/জুনিয়র কর্মকর্তা

বরাত ঃ

.....

১। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ এর ধারা ৩০(ক) এবং ধারা ৩৮(১)(গ) এর আওতায় আরডিও---------সহকারী পরিচালক----------বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়নকে মহাপরিচালক, সদর দপ্তর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কর্তৃক সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে---------- শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত কাগজ পত্রাদি আপনাদের পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য এতদ্সংগে প্রেরণ করা হইলঃ

ক।	সংক্ষিপ্ত বিচারের ফরম (কর্মকর্তা ও জুনিয়র কর্মকর্তা)	- ০৩ কপি।
খ।	অপরাধের প্রতিবেদন	- ০৩ কপি।
গ।	অভিযোগনামা	- ০৩ কপি।
ঘ।	সামারী অব এভিডেন্স/সংক্ষিপ্ত সাক্ষ্যসার (শুধুমাত্র কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে)	- ০৩ কপি।
ঙ।	অভিযুক্ত ব্যক্তির বর্তমান আচরণ বিবরণী	- ০৩ কপি।
চ।	নির্বাচনী সনদপত্র	- ০৩ কপি।
ছ।	অভিযুক্ত ব্যক্তির পূর্বের আচরণ বিবরণী/ঘোষণা পত্র	- ০৩ কপি।
জ।	অব্যাহতি সনদপত্র	- ০৩ কপি।

২। অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন।

.....
লেঃ কর্ণেল

সংযুক্ত ঃ

বিতরণ ঃ

কার্যক্রম ঃ
সদর দপ্তর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
রেকর্ড উইং
পিলখানা, ঢাকা

অবগতি ঃ
সদর দপ্তর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
আইন পরিদপ্তর, পিলখানা, ঢাকা

পরিশিষ্ট ৩ক১

[বিধি ১৪ দ্রষ্টব্য]

সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারে লঘুদণ্ড প্রদানকারী কর্মকর্তা ও প্রদেয় দণ্ডের পরিমাণ

সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারে নিম্নোক্ত টেবিলের কলাম (১) এ উল্লিখিত কর্মকর্তাগণ কলাম (২) এ উল্লিখিত কর্মকর্তা, জুনিয়র কর্মকর্তা, পদবীধারী এবং তালিকাভুক্ত বর্ডার গার্ড সদস্যগণকে কলাম (৩) এ বর্ণিত যে কোন দণ্ড প্রদান করিতে পারিবেন, যথা :—

দণ্ড প্রদানকারী কর্মকর্তা	দণ্ডের আওতা-ভুক্ত ব্যক্তি	দণ্ড
(১)	(২)	(৩)
মহাপরিচালক	পরিচালক এবং তদনিম্ন পদবীর যে কোন কর্মকর্তা	(ক) কর্মকর্তাগণের পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনধিক ১২ (বার) মাসের জন্য চাকুরি বাজেয়াপ্তকরণ এবং জুনিয়র কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে অনধিক ১২ (বার) মাসের চাকুরির জ্যেষ্ঠতাহরণ; অথবা (খ) ভর্ৎসনা অথবা কঠোর ভর্ৎসনা; অথবা (গ) অপরাধ সংঘটনের ফলে কোন সম্পত্তি ধ্বংস, ক্ষতি, লোকসান বা ব্যয়ের কারণ হইলে উহার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত বেতন স্থগিত অথবা প্রয়োজনীয় অর্থ বেতন হইতে কর্তন।
অতিরিক্ত মহাপরিচালক/ রিজিয়ন কমান্ডার	উপ-পরিচালক এবং তদনিম্ন পদবীর যে কোন কর্মকর্তা।	(ক) কর্মকর্তাগণের পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনধিক ১২ (বার) মাসের জন্য চাকুরি বাজেয়াপ্তকরণ এবং জুনিয়র কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে অনধিক ১২ (বার) মাসের চাকুরির জ্যেষ্ঠতাহরণ; অথবা (খ) ভর্ৎসনা অথবা কঠোর ভর্ৎসনা; অথবা (গ) অপরাধ সংঘটনের ফলে কোন সম্পত্তি ধ্বংস, ক্ষতি, লোকসান বা ব্যয়ের কারণ হইলে উহার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত বেতন প্রদান স্থগিত অথবা প্রয়োজনীয় অর্থ বেতন হইতে কর্তন।
উপ-মহাপরিচালক/সেক্টর কমান্ডার/কমান্ড্যান্ট/ উপ-মহাপরিচালক (অধিনায়ক, বর্ডার সিকিউরিটি ব্যুরো)	জুনিয়র কর্মকর্তা	(ক) জুনিয়র কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে অনধিক ১২ (বার) মাসের চাকুরির জ্যেষ্ঠতাহরণ; অথবা (খ) ভর্ৎসনা অথবা কঠোর ভর্ৎসনা; অথবা (গ) অপরাধ সংঘটনের ফলে কোন সম্পত্তি ধ্বংস, ক্ষতি, লোকসান বা ব্যয়ের কারণ হইলে উহার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত বেতন প্রদান স্থগিত অথবা প্রয়োজনীয় অর্থ বেতন হইতে কর্তন।
পরিচালক (সকল ইউনিট অধিনায়ক)/উইং কমান্ডার (বিজিটিসি এণ্ড এস)	জুনিয়র কর্মকর্তা	ভর্ৎসনা অথবা কঠোর ভর্ৎসনা।
পরিচালক (সকল ইউনিট অধিনায়ক)/উইং কমান্ডার (বিজিটিসি এণ্ড এস)/ পরিচালক রিজিয়ন সদর দপ্তর/অতিরিক্ত পরিচালক, (রিভারাইন বর্ডার গার্ড কোম্পানী)	পদবীধারী বর্ডার গার্ড সদস্য	(ক) অতিরিক্ত প্রহরা বা দায়িত্ব; অথবা (খ) বিশেষ নিযুক্তি হইতে অপসারণ বা বিশেষ ভাতা বাজেয়াপ্তকরণ বা অস্থায়ী পদ হইতে নিম্নতর পদে পদাবনতি অথবা বেতন স্কেলের নিম্নধাপে অবনমন; অথবা (গ) অনধিক ১২ (বার) মাসের বর্ধিত বেতন বাজেয়াপ্তকরণ বা স্থগিতকরণ; (ঘ) সুকর্তব্য বা সু-আচরণ সংক্রান্তভাতা বাজেয়াপ্তকরণ; অথবা (ঙ) ভর্ৎসনা বা কঠোর ভর্ৎসনা; অথবা (চ) একমাসে অনধিক ১৫ (পনের) দিনের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা; অথবা (ছ) কোন অপরাধ সংঘটনের ফলে কোন সম্পত্তি ধ্বংস, ক্ষতি, লোকসান বা ব্যয়ের কারণ হইলে উহার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বেতন হইতে কর্তন।
পরিচালক (সকল ইউনিট অধিনায়ক)/উইং কমান্ডার (বিজিটিসি এণ্ড এস)/ পরিচালক রিজিয়ন সদর দপ্তর/অতিরিক্ত পরিচালক (রিভারাইন বর্ডার গার্ড কোম্পানী)	তালিকাভুক্ত বর্ডার গার্ড সদস্য	(ক) বাহিনীর হাজতে ভোগযোগ্য অনধিক ২৮ (আটাশ) দিনের সশ্রম কারাদণ্ড; অথবা (খ) অনধিক ২৮ (আটাশ) দিনের জন্য বর্ডার গার্ড ব্যারাকে আটক; অথবা (গ) অতিরিক্ত প্রহরা বা দায়িত্ব; অথবা (ঘ) বিশেষ নিযুক্তি হইতে অপসারণ বা বিশেষ ভাতা বাজেয়াপ্তকরণ বা অস্থায়ী পদ হইতে নিম্নতর পদে পদাবনতি অথবা বেতন স্কেলের নিম্নধাপে অবনমন; অথবা (ঙ) অনধিক ১২ (বার) মাসের বর্ধিত বেতন বাজেয়াপ্তকরণ বা স্থগিতকরণ; অথবা (চ) সুকর্তব্য বা সু-আচরণ সংক্রান্ত ভাতা বাজেয়াপ্তকরণ; অথবা (ছ) ১ (এক) মাসে অনধিক ১৫ (পনের) দিনের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা; অথবা (জ) কোন অপরাধ সংঘটনের ফলে কোন সম্পত্তি ধ্বংস, ক্ষতি, লোকসান বা ব্যয়ের কারণ হইলে উহার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বেতন হইতে কর্তন।

পরিশিষ্ট-৪

[বিধি ২১ দ্রষ্টব্য]

বর্ডার গার্ড আদালত গঠনের জন্য আবেদন ফরম

ব্যাটালিয়ন/ইউনিট.....

তারিখ.....

স্পেশাল বর্ডার গার্ড আদালত /স্পেশাল সামারী বর্ডার গার্ড আদালত গঠনের জন্য আবেদন

জনাব,

যথাবিহীত সম্মান পূর্বক আমার অধীনস্থ ব্যাটালিয়ন/ইউনিটে কর্মরত নম্বর..... পদবী..... নাম..... কোম্পানী..... এর বিরুদ্ধে অভিযোগ(সমূহ) দাখিল করিতেছি এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্পেশাল বর্ডার গার্ড আদালত/স্পেশাল সামারী বর্ডার গার্ড আদালত গঠনের জন্য/গঠনের অনুমোদন গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতেছি; যাহা .....ইউনিট/সেক্টরে অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগটি তদন্ত করিয়াছেন (ক)..... ।

একটি তদন্ত আদালত (খ).....তারিখে..... ইউনিট/সেক্টরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বর্ডার গার্ড আদালতের সভাপতি ....., সদস্য-১ ..... এবং সদস্য-২ হিসাবে..... এর নাম প্রস্তাব করা হইল।

অভিযুক্ত ব্যক্তি বর্তমানে..... ইউনিট/সেক্টরে সংযুক্ত/আটক অবস্থায় আছে।
তাহার সাধারণ চরিত্র (গ) নিম্নরূপঃ— ..... ।

আমি নিম্নলিখিত নথিপত্রাদি (ঘ) আপনার সদয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করিলাম ঃ—

(১) অভিযোগনামা.....কপি।

(২) সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ এর মূল কপি .....কপি।

(৩) প্রদর্শিত বস্তু মূল কপি..... কপি।

(৪) সাধারণ চরিত্র সম্পর্কিত নথি এবং পূর্ব আচরণবিধি..... কপি।

(৫) প্রসিকিউশন ও সাফাই সাক্ষীদের তালিকা ঠিকানাসহ ..... কপি।

(৬) আদালত গঠনকারী কর্তৃপক্ষের পছন্দের কর্মকর্তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি ডাকিতে চান কিনা সেই সম্পর্কে অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য।

(৭) তদন্ত আদালত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(অধিনায়কের স্বাক্ষর)
নম্বর, পদবী, নাম ও সীলমোহরসহ

নির্দেশাবলী ঃ—

(ক) এর জন্য— এইখানে যেই কর্মকর্তা অভিযোগের তদন্ত করিয়াছেন বা যেই কোম্পানি কমান্ডার অভিযোগটি প্রাথমিকভাবে তদন্ত করিয়াছেন অথবা যিনি সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার নাম লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(খ) এর জন্য— অভিযোগের বিষয়ে কোন তদন্ত আদালত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিলে তাহা এখানে উল্লেখ করিতে হইবে অন্যথায় কাটিয়া দিতে হইবে।

(গ) এর জন্য— ব্যাটালিয়ন/ইউনিট অধিনায়ক কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে।

(ঘ) এর জন্য— অপ্রযোজ্য অংশ কাটিয়া দিন।

পরিশিষ্ট-৫

[বিধি ১০ ও ২৭ দ্রষ্টব্য]

অভিযোগনামা

অভিযুক্ত ব্যক্তির নম্বর.....পদবী.....নাম .....
ব্যাটালিয়ন/ইউনিট/উইং..... এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হইলঃ

প্রথম অভিযোগঃ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ এর ধারা.....

দ্বিতীয় অভিযোগঃ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ এর ধারা--------

---

অধিনায়কের স্বাক্ষর

স্থান ঃ **নাম ঃ .....**

তারিখ ঃ **পদবী ঃ .....**

ইউনিট ঃ .....

স্পেশাল বর্ডার গার্ড আদালত /স্পেশাল সামারী বর্ডার গার্ড আদালত কর্তৃক বিচার করা হউক

স্থান..... **মহাপরিচালক/অতিরিক্ত মহাপরিচালক/ উপ-মহাপরিচালকের নাম,**

তারিখ..... **নম্বর ও সীলমোহরসহ স্বাক্ষর**

টীকা ঃ

(ক) আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখ করিতে হইবে।

(খ) অপরাধের বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করিতে হইবে।

(গ) একাধিক অভিযোগ থাকিলে তাহা ক্রমানুসারে বর্ণনা করিতে হইবে।

(ঘ) স্পেশাল বর্ডার গার্ড আদালতের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক/অতিরিক্ত মহাপরিচালক এবং স্পেশাল সামারী বর্ডার গার্ড আদালতের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মহাপরিচালক/ উপ-মহাপরিচালক বর্ডার গার্ড আদালত অনুষ্ঠানের আদেশ দিবেন।

পরিশিষ্ট-৬

[বিধি ৩৪ দ্রষ্টব্য]

স্পেশাল বর্ডার গার্ড আদালত/স্পেশাল সামারী বর্ডার গার্ড আদালত গঠনের ফরম

আদেশদানকারী কর্মকর্তার নম্বর .....পদবী ..... নাম ..... মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ/ (..... রিজিয়ন কমান্ডার/..... সেক্টর কমান্ডার..... ..... স্থান ..... তারিখ।

প্রসিকিউশন এর নম্বর..... পদবী..... নাম..... ইউনিট.....	নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণ বাম মার্জিনে বর্ণিত প্রসিকিউশন এর (ব্যক্তিদের) অথবা (তাহাদের সম্মুখে উপস্থাপিত অন্যান্য সকল প্রসিকিউশন এর) বিচারের জন্য ..... স্থানে এবং..... তারিখের মধ্যে সমবেত হইয়া স্পেশাল বর্ডার গার্ড আদালত/স্পেশাল সামারী বর্ডার গার্ড আদালতের কার্যক্রম পরিচালনা করিবে, যথা ঃ— সভাপতিঃ- ..... সদস্য-১ । ..... সদস্য-২ ।..... সদস্য-৩ ।..... সদস্য-৪ ।..... সদস্য-৫ ।..... আইন কর্মকর্তা ঃ..... অনুবাদক ঃ ..... প্রসিকিউটর ঃ ..... অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিনিধিঃ.....

*.....

আদালত বিচারকার্য শেষে কার্যবিবরণীর দুই কপি আইন কর্মকর্তার নিকট নিরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিতে হইবে যিনি প্রয়োজনীয় নিরীক্ষা শেষে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিবেন।

অদ্য.....ইং তারিখে এই আদেশ স্বাক্ষর করা হইল।

....

আদালত গঠনকারী কর্মকর্তার অধিনায়কের স্বাক্ষর
নম্বর, পদবী, নাম ও সীলমোহর

নির্দেশাবলী ঃ—

* চিহ্নিত স্থানে আদালত গঠনকারী কর্মকর্তার মতামত, যেমন—আদালতের সদস্যদের যদি বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন হইতে নিয়োগ প্রদান করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে উহার কারণ অথবা সার্ভিসের অত্যাবশ্যকীয়তার কারণে যদি প্রসিকিউশন এর পদবীর চেয়ে উর্ধ্বের পদবী কর্মকর্তাদের সদস্য হিসাবে না পাওয়া যায় ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট-৭

[বিধি ৭২(১) দ্রষ্টব্য]

যে প্রেক্ষিতে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে উহার বিলি-বণ্টনের আদেশের ফরম

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ এর ধারা ১০৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমি..... নম্বর ....., পদবী ....., নাম ....., (নিযুক্তি) ..... কমান্ডার ..... রিজিয়ন/ সেক্টর, এই মর্মে আদেশ প্রদান করিতেছি যে, নিম্নলিখিত মালপত্র/সম্পত্তি ..... কে হস্তান্তর/পরিশোধ/সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত/ধ্বংস করা হইবে ঃ

(ক) .....

(খ) .....

স্থান..... **.....**

তারিখ..... **দণ্ড অনুমোদনকারী কর্মকর্তার অধিনায়কের স্বাক্ষর**

নম্বর, পদবী, নাম ও সীলমোহর

পরিশিষ্ট-৮
[বিধি ৭২ (৩) দ্রষ্টব্য]

স্পেশাল বর্ডার গার্ড আদালত/স্পেশাল সামারী বর্ডার গার্ড আদালতের রায় ও দণ্ডাদেশ জারী সংক্রান্ত ফরম

অভিযুক্ত ব্যক্তির নম্বর ....., পদবী ....., নাম ....., ব্যাটালিয়ন/ইউনিট এর বিরুদ্ধে গত..... তারিখ হইতে..... তারিখে ..... ব্যাটালিয়ন/ইউনিটে অনুষ্ঠিত স্পেশাল বর্ডার গার্ড আদালত/স্পেশাল সামারী বর্ডার গার্ড আদালতের রায় ও দণ্ডাদেশ অদ্য ..... তারিখে প্রসিকিউশন এর উপস্থিতিতে আমা কর্তৃক তাহাকে জ্ঞাত/জারী করা হইল ।

ব্যাটালিয়ন/ইউনিটের রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য রায় ও দণ্ডাদেশের উদ্বৃতাংশ সংরক্ষণ করা হইল/ *রায় ও দণ্ডাদেশের কোন রেকর্ড রাখা হইল না।

.....

অধিনায়কের স্বাক্ষর
নম্বর, পদবী, নাম ও সীলমোহর

দ্রষ্টব্যঃ- * কেবল সকল অভিযোগে খালাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অনুমোদিত রায় ও দণ্ডাদেশ জারী

অভিযুক্ত ব্যক্তির নম্বর....., পদবী....., নাম ....., ব্যাটালিয়ন/ইউনিট এর বিরুদ্ধে গত..... তারিখ হইতে..... তারিখে .....ব্যাটালিয়ন/ইউনিটে অনুষ্ঠিত স্পেশাল বর্ডার গার্ড আদালত/স্পেশাল সামারী বর্ডার গার্ড আদালতের অনুমোদিত রায় ও দণ্ডাদেশ অদ্য .....তারিখে অভিযুক্তের উপস্থিতিতে আমা কর্তৃক তাহাকে জ্ঞাত/জারী করা হইল ।

ব্যাটালিয়ন/ইউনিটের রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য রায় ও দণ্ডাদেশের উদ্বৃতাংশ সংরক্ষণ করা হইল/ *রায় ও দণ্ডাদেশের কোন রেকর্ড রাখা হইল না ।

.....

অধিনায়কের স্বাক্ষর
নম্বর, পদবী ও নামসহ

দ্রষ্টব্যঃ— * কেবল সকল অভিযোগে খালাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ।

পরিশিষ্ট-৯

স্পেশাল বর্ডার গার্ড আদালত/স্পেশাল সামারী বর্ডার গার্ড আদালত এর কার্যবিবরণী ফরম

[বিধি ৮৫(৩) দ্রষ্টব্য]

..... কর্তৃক ২০..... সনের ..... তারিখের আদেশক্রমে গঠিত এবং যথাযথভাবে বিচারকের সমীপে উপস্থাপিত সকল ব্যক্তির বিচারের নিমিত্ত ..... তারিখে অনুষ্ঠিত স্পেশাল বর্ডার গার্ড আদালত /স্পেশাল সামারী বর্ডার গার্ড আদালতের কার্যবিবরণী ঃ

বিচার কার্যে উপস্থিত—

সভাপতি .....
সদস্য-১ ।.....
সদস্য-২ । .....
সদস্য-৩ । .....
সদস্য-৪ । .....
আইন কর্মকর্তাঃ .....
অনুবাদকঃ .....

নোটঃ আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হইবেন যে, অভিযোগনামা এবং সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ এর কপি, ইত্যাদি আদালতের নিকট রহিয়াছে ।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নম্বর ..... পদবী ..... নাম ..... ইউনিট..... ..... কে আদালতে হাজির করা হইল।

প্রসিকিউটর ঃ ..... আদালতে প্রবেশ করিবেন ।

অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিনিধি/আইনজীবী/অভিযুক্ত ব্যক্তির বন্ধুঃ..... আদালতে প্রবেশ করিবেন।

উপরোক্ত কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বিচারকার্য .....তারিখে..... ঘটিকায় আরম্ভ হইয়াছে। সভাপতি কর্তৃক অভিযোগনামা পাঠ করিয়া শুনানো হইল। যাহা প্রদর্শিত বস্তু হিসাবে চিহ্নিত করিয়া আদালত কর্তৃক স্বাক্ষরিত হওয়ার পর কার্যবিবরণীর সহিত সংযুক্ত করা হইল। সভাপতি ও সদস্যদের দ্বারা অভিযুক্তের বিচার সম্পন্নের বিষয়ে আপত্তি রহিয়াছে কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

সভাপতি কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রশ্ন

সভাপতি হিসাবে আমার দ্বারা অথবা অন্যান্য সদস্য যাহাদের নাম শুনিলেন তৎকর্তৃক বিচারে আপনার কোন আপত্তি আছে কিনা ?

প্রসিকিউশন উত্তর ----------

নোটঃ—যদি সভাপতি বা সদস্যদের প্রতি আপত্তি থাকে, তবে ঐ আপত্তিটি প্রথমে আলোচনা করিতে হইবে, অন্যথায় অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে জুনিয়র কর্মকতার প্রতি আপত্তি প্রথমে নিস্পত্তিকৃত হইবে। সভাপতি বা সদস্যদের প্রতি আপত্তি সম্পর্কিত বিষয় নিস্পত্তি করা হইলে সভাপতি বা সদস্যদের শপথ গ্রহণ সম্পন্ন করা হইবে। আইন কর্মকর্তা প্রথমে সভাপতি ও সদস্যদের শপথ পড়াইবেন এবং সভাপতি পরে আইন কর্মকর্তাকে শপথ করাইবেন ।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগনামা পাঠ করিয়া শুনানো হইল এবং ব্যাখ্যা করা হইল। যাহা আদালত কর্তৃক স্বাক্ষরিত করিয়া প্রদর্শিত বস্তু হিসাবে চিহ্নিত করিয়া কার্যবিবরণীর সহিত সংযুক্ত করা হইল।

নোটঃ—অভিযুক্ত ব্যক্তির জবাবদিহিতার সময় সকল সাক্ষীকে আদালত হইতে বাহির হইবার নির্দেশ দিতে হইবে।

জবাবদিহিতা

আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রথম প্রশ্ন ঃ অভিযোগনামায় আপনার বিরুদ্ধে আনীত প্রথম অভিযোগ যাহা আপনাকে পড়িয়া শুনানো হইল তাহা সম্বন্ধে আপনি দোষী না নির্দোষী ?

উত্তর ঃ

আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ অভিযোগনামায় আপনার বিরুদ্ধে আনীত দ্বিতীয় অভিযোগ যাহা আপনাকে পড়িয়া শুনানো হইল তাহা সম্বন্ধে আপনি দোষী না নির্দোষী ?

উত্তর ঃ

আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তৃতীয় প্রশ্ন ঃ অভিযোগনামায় আপনার বিরুদ্ধে আনীত তৃতীয় অভিযোগ যাহা আপনাকে পড়িয়া শুনানো হইল তাহা সম্বন্ধে আপনি দোষী না নির্দোষী ?

উত্তর ঃ

আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চতুর্থ প্রশ্ন ঃ অভিযোগনামায় আপনার বিরুদ্ধে আনীত চতুর্থ অভিযোগ যাহা আপনাকে পড়িয়া শুনানো হইল তাহা সম্বন্ধে আপনি দোষী না নির্দোষী ?

উত্তর ঃ

দোষ স্বীকারান্তে আদালতের কার্যধারা

অভিযুক্ত ব্যক্তির নম্বর ..... পদবী ..... নাম ..... ইউনিট..... কে .....নম্বর অভিযোগে দোষী পাওয়া গিয়াছে এবং .....নম্বর অভিযোগে দোষী পাওয়া যায় নাই।

* অভিযুক্ত ব্যক্তির নম্বর ..... পদবী ..... নাম ..... ইউনিট..... কে ..... সকল অভিযোগে দোষী পাওয়া গিয়াছে। সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ পাঠ করিয়া (অনুবাদসহ) ব্যাখ্যা করা হইল এবং আদালত কর্তৃক স্বাক্ষরিত করিবার পর প্রদর্শিত বস্তু হিসাবে চিহ্নিত করা হইল এবং আদালত কর্তৃক স্বাক্ষর করিয়া কার্যবিবরণীর সাথে সংযুক্ত করা হইল।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রশ্নঃ আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে ও শাস্তি মওকুফের জন্য কোন বক্তব্য প্রদান করিবেন কি না ?

উত্তর ঃ অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য.....

প্রশ্ন ঃ আপনি চরিত্র সম্পর্কিয় কোন সাক্ষী ডাকিতে চাহেন কি না ?

উত্তর ঃ

নোটঃ—অভিযুক্ত ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্কিয় কোন সাক্ষীকে ডাকিলে উহার জবানবন্দি পৃথক কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া কার্যধারার সাথে সংযুক্ত করিতে হইবে ।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নির্দোষ দাবীর ক্ষেত্রে আদালতের কার্যধারা

অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য পর্যাপ্ত সময় না পাইয়া থাকিলে বা বিধিমালায় বর্ণিত সকল পদ্ধতি যথাযথভাবে পালিত না হইয়া থাকিলে তিনি আদালত মুলতবী প্রার্থনা করিতে পারেন।

প্রসিকিউটর বাদী পক্ষের সাক্ষীদের আদালতে হাজির করিবার পূর্বে মামলা সম্পর্কে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। যাহা আদালত কর্তৃক স্বাক্ষরিত করিবার পর প্রদর্শিত বস্তু হিসাবে চিহ্নিত করিয়া কার্যবিবরণীর সহিত সংযুক্ত করা হইল।

প্রসিকিউটর কর্তৃক বাদী পক্ষের সাক্ষীদের হাজিরকরণ।

বাদী পক্ষের ১ম স্বাক্ষী

নম্বর.....পদবী.....নাম..... ইউনিট ..... বয়স..... ধর্ম..... (অসামরিক হইলে পিতার নামসহ ঠিকানা..... লিপিবদ্ধ করিতে হইবে)-কে যথাযথ ভাবে শপথ করানোর পর প্রসিকিউটর কর্তৃক জবানবন্দি করা হইল।

প্রসিকিউটর কর্তৃক প্রশ্ন ঃ

উত্তর ঃ

অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিনিধি/আইনজীবী কর্তৃক জেরা ঃ

উত্তর ঃ

প্রসিকিউটর কর্তৃক পুনঃ পরীক্ষা ঃ

উত্তরঃ

আদালত কর্তৃক প্রশ্ন (যদি থাকে) ঃ

উত্তর ঃ

নোট ১ উপরোক্ত নিয়মে বাদী পক্ষের সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত করিতে হইবে।

নোট ২ অভিযুক্ত ব্যক্তির যদি বাদী অথবা বাদী পক্ষের সাক্ষীকে জেরা করিতে অস্বীকৃতি জানায় সে ক্ষেত্রে তদমর্মে উল্লেখ করিতে হইবে।

সাক্ষীর বক্তব্য গ্রহণের পর তাহাকে পড়িয়া শুনানো হইল মর্মে প্রত্যয়ণ করিতে হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থন

প্রশ্ন ঃ আপনি আপনার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোন সাফাই সাক্ষী আদালতে হাজির করবেন কি না ?

উত্তর ঃ

প্রশ্ন ঃ আপনি আপনার আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন বক্তব্য আদালতে রাখিতে চান কি না ?

উত্তর ঃ অভিযুক্ত ব্যক্তি বলেন.....

অভিযুক্ত ব্যক্তি পক্ষের সাক্ষ্য

নোটঃ অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজে শপথ গ্রহণ পূর্বক সাক্ষ্য প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শপথ পাঠ পূর্বক তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি পক্ষের ১ম স্বাক্ষী

নম্বর..... পদবী ..... নাম..... ইউনিট ..... বয়স ..... ধর্ম ..... (অসামরিক হইলে পিতার নামসহ ঠিকানা..... লিপিবদ্ধ করিতে হইবে)-কে যথাযথভাবে শপথ করানোর পর অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিনিধি/আইনজীবী কর্তৃক জবানবন্দি করা হইল।

অভিযুক্ত ব্যক্তি/আইনজীবী কর্তৃক প্রশ্ন ঃ

উত্তরঃ

প্রসিকিউটর কর্তৃক জেরাঃ

উত্তরঃ

অভিযুক্ত ব্যক্তি/আইনজীবী কর্তৃক পুনঃ পরীক্ষা ঃ

উত্তরঃ

আদালত কর্তৃক প্রশ্ন ঃ (যদি থাকে) ঃ

উত্তর ঃ

নোটঃ উপরোক্ত নিয়মে অভিযুক্ত ব্যক্তি পক্ষের সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত করিতে হইবে ।

নোট ঃ আদালত প্রয়োজনে সাক্ষীকে প্রশ্ন করিতে পারিবে তবে উহা উভয় পক্ষের প্রশ্ন শেষে করাই শ্রেয়।

অভিযুক্ত ব্যক্তি পক্ষের সাক্ষীর প্রেক্ষিতে বাদী পক্ষের জবাব

নোট ঃ বাদী পক্ষের সাক্ষীকে অভিযুক্ত ব্যক্তি জেরা করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

রায়

আদালতের নিকট উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে রায় বিবেচনার জন্য আদালত রুদ্ধদ্বারে বসিবেন।

আদালত পুনরায় উন্মুক্ত করিবার পর আদালত অনুমোদনকারী কর্মকর্তার অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর এই শর্তে রায় ঘোষণা করিবে।

নম্বর.....পদবী..... নাম..... ইউনিট .....কে নির্দোষ ঘোষণা করা হইল এবং স্বসম্মানে অভিযোগের দায় হইতে মুক্তি দেওয়া হইল।

অথবা,

আদালতের নিকট উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির নম্বর..... পদবী..... নাম ..... ইউনিট ..... কে ..... নম্বর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হইল না, কিন্তু অন্য সকল অভিযোগে/..... , ..., ..., ...নম্বর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হইল।

দণ্ড প্রদানের পূর্বে আদালতের কার্যবিবরণী

দণ্ডাদেশের পূর্বে আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির পূর্বের সাজার কোন রেকর্ড থাকিলে আদালত প্রসিকিউটরকে তাহা উপস্থাপনের জন্য বলিবেন । প্রসিকিউটর নিজে শপথ পূর্বক কিংবা অন্য কোন সাক্ষীর মাধ্যমে উহা উপস্থাপন করিবেন।

সাক্ষী ঃ নম্বর..... পদবী ....., নাম ..... ইউনিট ..... যথাযথভাবে শপথ গ্রহণ করিলেন ।

প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রশ্ন ঃ অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং তাহার চরিত্র সম্পর্কে পূর্বতন দোষ প্রমাণের কি রেকর্ড আপনার কাছে আছে?

সাক্ষী কর্তৃক উত্তরঃ ..... ।

সার্ভিস (অথবা অন্যান্য দাপ্তরিক) রেকর্ডের উদ্ধৃতাংশ আমি উপস্থাপন করিলাম।

উদ্ধৃতাংশ/বিবৃতিটি পঠিত হইল যাহা আদালত কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও প্রদর্শিত বস্তু হিসাবে চিহ্নিত, প্রেসিডেন্ট ও আইন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং কার্যধারায় সংযুক্ত করা হইল ।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম এবং বিবৃতি পড়িয়াছেন ?

উত্তরঃ .....

প্রশ্ন ঃ সার্ভিস (অথবা অন্যান্য দাপ্তরিক) রেকর্ডের সহিত উল্লিখিত বিবৃতির বিষয়বস্তু মিলাইয়া দেখিয়াছেন কি ?

উত্তরঃ- ..... ।

অভিযুক্ত ব্যক্তি (অথবা আইনজীবী বা অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিনিধি কর্তৃক) কর্তৃক জেরা ঃ—

প্রশ্ন ঃ

উত্তর ঃ

অথবা,

প্রসিকিউশন এই সাক্ষীকে জেরা করিতে অস্বীকার করিলেন।

উপস্থাপিত নথিপত্র দৃষ্টিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্বে স্পেশাল বর্ডার গার্ড আদালত অথবা স্পেশাল সামারী বর্ডার গার্ড আদালত অথবা সামারী বর্ডার গার্ড আদালত কর্তৃক শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল যাহা বিবেচনায় নেওয়া হইল ।

দণ্ড মওকুফের জন্য আসামীকে প্রশ্নঃ

সভাপতি কর্তৃক প্রশ্নঃ আপনি দণ্ড মওকুফের জন্য কোন বক্তব্য রাখিতে চান কিনা?

আসামী কর্তৃক উত্তরঃ ..... । (উত্তর যদি হ্যাঁ হয় তাহা হইলে তাহার বিবৃতি লিপিবদ্ধ করা হইবে)

আদালত দণ্ড বিবেচনার জন্য রুদ্ধদ্বারে বসিবে ।

আদালত কর্তৃক দণ্ড প্রদান

আদালত সকল সাক্ষ্য, প্রমাণ ও দলিলাদি বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির নম্বর....., পদবী ....., নাম ....., ইউনিট ..... কে নিম্নলিখিত দণ্ডে দণ্ডিত করিল ঃ—

ক। ..... ।

খ । ..... ।

গ। ..... ।

আদালত কর্তৃক দণ্ডাদেশ ঘোষণা

আদালত পুনরায় উন্মুক্ত করার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করার পর দণ্ডাদেশ অনুমোদনকারী কর্মকর্তার অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর মর্মে উল্লেখ পূর্বক আদালত কর্তৃক উপরোক্ত দণ্ডাদেশ ঘোষণা করা হইল।

বিচারকার্য ..... ঘটিকায় সমাপ্ত হইল।

.....তারিখ ..... দিন ..... মাস ..... ২০.....ইং ..... স্বাক্ষরিত।

....

আইন কর্মকর্তা **সভাপতি**

পরিশিষ্ট-১০

[বিধি-৮৫(৩) দ্রষ্টব্য]

সামারী বর্ডার গার্ড আদালত এর কার্যবিবরণী ফরম

..... (আদালতের নাম) কর্তৃক ..... সনের .... তারিখে অনুষ্ঠিত সামারী বর্ডার গার্ড আদালতের কার্যবিবরণী ঃ

বিচার কার্যে উপস্থিত—

অধিনায়ক (যিনি আদালত বলিয়া অভিহিত হইবেন) .....

উপস্থিত সদস্য-১ ।.....

উপস্থিত সদস্য-২ । .....

অভিযুক্ত ব্যক্তির বন্ধু ঃ.....

নোটঃ আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হইবেন যে, অভিযোগনামা এবং সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ এর কপি আদালতের নিকট রহিয়াছে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নম্বর ..... পদবী ..... নাম ..... ইউনিট..... ..... কে আদালতে হাজির করা হইল।

উপরোক্ত কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বিচার কার্য ..... তারিখে..... ঘটিকায় আরম্ভ হইয়াছে।

নোটঃ আদালত দ্বারা অভিযুক্তের বিচার সম্পন্নের বিষয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন আপত্তি উপস্থাপন করিতে পারিবেন না ।

আদালত বিচারের শুরুতে শপথ গ্রহণ করিবেন।

আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগনামা পাঠ করিয়া শুনানো হইল এবং ব্যাখ্যা করা হইল। যাহা স্বাক্ষরিত ও প্রদর্শিত বস্তু হিসাবে চিহ্নিত করিয়া কার্যবিবরণীর সহিত সংযুক্ত করা হইল।

নোটঃ অভিযুক্ত ব্যক্তির জবাবদিহিতার সময় সকল সাক্ষীকে আদালত হইতে বাহির হইবার নির্দেশ দেওয়া হইবে।

জবাবদিহিতা

আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে—

প্রশ্ন ঃ অভিযোগনামায় আপনার বিরুদ্ধে আনীত প্রথম অভিযোগ যাহা আপনাকে পড়িয়া শুনানো হইল তাহা সম্বন্ধে আপনি দোষী না নির্দোষী ?

উত্তর ঃ

প্রশ্ন ঃ অভিযোগনামায় আপনার বিরুদ্ধে আনীত দ্বিতীয় অভিযোগ যাহা আপনাকে পড়িয়া শুনানো হইল তাহা সম্বন্ধে আপনি দোষী না নির্দোষী ?

উত্তর ঃ

প্রশ্নঃ অভিযোগনামায় আপনার বিরুদ্ধে আনীত তৃতীয় অভিযোগ যাহা আপনাকে পড়িয়া শুনানো হইল তাহা সম্বন্ধে আপনি দোষী না নির্দোষী?

উত্তর ঃ

প্রশ্ন ঃ অভিযোগনামায় আপনার বিরুদ্ধে আনীত চতুর্থ অভিযোগ যাহা আপনাকে পড়িয়া শুনানো হইল তাহা সম্বন্ধে আপনি দোষী না নির্দোষী ?

উত্তর ঃ

দোষ স্বীকারান্তে আদালতের কার্যধারা

অভিযুক্ত ব্যক্তির নম্বর ..... পদবী ..... নাম ..... ইউনিট..... কে..... নম্বর অভিযোগে দোষী পাওয়া গিয়াছে এবং ..... নম্বর অভিযোগে দোষী পাওয়া যায় নাই ।

* অভিযুক্ত ব্যক্তির নম্বর ..... পদবী ..... নাম ..... ইউনিট..... কে..... সকল অভিযোগে দোষী পাওয়া গিয়াছে।

সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ পাঠ করিয়া (অনুবাদসহ) ব্যাখ্যা করা হইল এবং..... চিহ্নিত করা হইল এবং আদালত কর্তৃক স্বাক্ষর করিয়া কার্যবিবরণীর সাথে সংযুক্ত করা হইল।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রশ্নঃ আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে ও শাস্তি মওকুফের জন্য কোন বক্তব্য প্রদান করিবেন কিনা?

উত্তরঃ অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য.....

প্রশ্নঃ আপনি চরিত্র সম্পর্কীয় কোন স্বাক্ষী ডাকিতে চাহেন কি না ?

উত্তরঃ

নোটঃ অভিযুক্ত ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্কীয় কোন স্বাক্ষীকে ডাকিলে উহার জবানবন্দি পৃথক কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া কার্যধারার সাথে সংযুক্ত করিতে হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ দাবীর ক্ষেত্রে আদালতের কার্যধারা

অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য পর্যাপ্ত সময় না পাইয়া থাকিলে কিংবা বিধিমালায় বর্ণিত সকল পদ্ধতি যথাযথ পালিত না হইয়া থাকিলে তিনি আদালত মুলতবী প্রার্থনা করিতে পারেন।

আদালত কর্তৃক বাদী পক্ষের সাক্ষীদের হাজির করণ।

বাদী পক্ষের ১ম স্বাক্ষী ঃ

নম্বর .....পদবী.....নাম.....ইউনিট..... বয়স..... ধর্ম..... (অসামরিক হইলে পিতার নামসহ ঠিকানা.....)-কে যথাযথভাবে শপথ করানোর পর আদালত কর্তৃক জবানবন্দি করা হইল।

আদালত কর্তৃক প্রশ্ন ঃ

উত্তরঃ

অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সাক্ষীকে জেরাঃ

উত্তরঃ

আদালত কর্তৃক সাক্ষীকে পুনঃ পরীক্ষাঃ

উত্তরঃ

নোট১ঃ উপরোক্ত নিয়মে আদালত কর্তৃক বাদী পক্ষের সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত করিতে হইবে।

নোট২ ঃ অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি বাদী পক্ষের সাক্ষীকে জেরা করিতে অস্বীকৃতি জানায় সেই ক্ষেত্রে তদমর্মে উল্লেখ করিতে হইবে।

নোট ৩ঃ সাক্ষীকে তার প্রদত্ত সাক্ষ্য পড়িয়া শুনানো হইল।

অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থন

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রশ্ন ঃ আপনি আপনার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোন সাফাই সাক্ষী আদালতে হাজির করিবেন কি না ?

উত্তর ঃ

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রশ্ন ঃ আপনি আপনার আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন বক্তব্য আদালতে রাখিতে চান কি না?

উত্তর ঃ অভিযুক্ত ব্যক্তি বলেন .....

অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষের সাক্ষ্য

নোটঃ অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজে শপথ গ্রহণ পূর্বক সাক্ষ্য প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শপথ পাঠ পূর্বক সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষের ১ম স্বাক্ষী ঃ

নম্বর .....পদবী.....নাম..... ইউনিট..... বয়স ..... ধর্ম..... (অসামরিক হইলে পিতার নাম সহ ঠিকানা..... লিপিবদ্ধ করিতে হইবে) কে যথাযথভাবে শপথ করানোর পর অভিযুক্ত ব্যক্তির জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল।

অভিযুক্ত ব্যক্তির কর্তৃক সাক্ষীকে প্রশ্নঃ

উত্তরঃ

আদালত কর্তৃক সাক্ষীকে জেরাঃ

উত্তরঃ

অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সাক্ষীকে পুনঃ পরীক্ষাঃ

উত্তরঃ

নোট-১ ঃ উপরোক্ত নিয়মে অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষের সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত করিতে হইবে।

রায়

আদালতের নিকট উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে রায় বিবেচনার জন্য আদালত রুদ্ধদ্বারে বসিবে।

আদালত পুনরায় উন্মুক্ত করিবার পর আদালত কার্যধারা প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর এই শর্তে রায় ঘোষণা করিবেন।

নম্বর.....পদবী..... নাম..... ইউনিট ..... কে নির্দোষ ঘোষণা করা হইল এবং স্বসম্মানে অভিযোগের দায় হইতে মুক্তি দেওয়া হইল।

অথবা,

আদালতের নিকট উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির নম্বর..... পদবী ..... নামঃ ..... ইউনিট ..... কে .....নম্বর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হইল না কিন্তু অন্য সকল অভিযোগে/..... , ..., ..., ... নম্বর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হইল।

দণ্ড প্রদানের পূর্বে আদালতের কার্যবিবরণী

উপস্থাপিত নথিপত্র দৃষ্টিতে আদালতের মতে অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্বে স্পেশাল বর্ডার গার্ড আদালত অথবা স্পেশাল সামারী বর্ডার গার্ড আদালত অথবা সামারী বর্ডার গার্ড আদালত কর্তৃক দণ্ড অথবা লঘু দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল (প্রয়োজনে পূর্ববর্তী মামলার পূর্ণবিবরণী আলাদা কাগজে সংযুক্ত করিতে হইবে)।

অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তির সীটে বর্ডার গার্ড আদালত অথবা ফৌজদারী আদালতের নিম্নলিখিত শাস্তির বিবরণী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে ঃ—

গত ১২ মাসের মধ্যে	**ভর্তির তারিখ হইতে**
..... সময়ের জন্য	..... সময়ের জন্য
..... সময়ের জন্য	..... সময়ের জন্য
..... সময়ের জন্য	..... সময়ের জন্য
..... সময়ের জন্য	..... সময়ের জন্য

বর্তমানে আসামী ..... সাজা ভোগ করিতেছেন। বিচারকার্য ছাড়া ও আসামীর স্বভাব চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া ..... চরিত্রের সদস্য বলিয়া জানা যায়।

আসামীর চাকুরির মেয়াদ .....

আসামীর বর্তমান পদবী .....

আসামী ..... দিন যাবৎ আটক রহিয়াছে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাহসিকতার জন্য.....সামরিক পদক/মেডেল রহিয়াছে।

দণ্ড মওকুফের জন্য আসামীকে প্রশ্নঃ

আদালত কর্তৃক প্রশ্ন ঃ আপনি দণ্ড মওকুফের জন্য কোন বক্তব্য রাখিতে চান কিনা?

আসামী কর্তৃক উত্তর ঃ .....।

[আদালত দণ্ড বিবেচনার জন্য রুদ্ধদ্বারে বসিবে।]

আদালত কর্তৃক দণ্ড প্রদান

আদালত সকল সাক্ষ্য, প্রমাণ ও দলিলাদি বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির নম্বর..... পদবী ..... নাম ..... ইউনিট ..... কে নিম্নলিখিত দণ্ডে দণ্ডিত করিল ঃ

ক। ..... ।

খ । ..... ।

গ। ..... ।

..... তারিখ ..... দিন ..... মাস ..... ২০.....ইং ..... স্বাক্ষরিত।

.....

আদালত

বিচার কার্য ..... ঘটিকায় সমাপ্ত হইল।

রায় ও দণ্ডাদেশ জারী

অভিযুক্ত ব্যক্তির নম্বর ....., পদবী ....., নাম ....., ব্যাটালিয়ন/ইউনিট এর বিরুদ্ধে ..... তারিখে .....ব্যাটালিয়ন/ইউনিটে অনুষ্ঠিত সামারী বর্ডার গার্ড আদালত প্রদত্ত রায় ও দণ্ডাদেশ অদ্য .....তারিখে অভিযুক্তের উপস্থিতিতে আমা কর্তৃক তাহাকে জ্ঞাত/জারী করা হইল ।

ব্যাটালিয়ন/ইউনিটের রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য রায় ও দণ্ডাদেশের উদ্ধৃতাংশ সংরক্ষণ করা হইল/ রায় ও দণ্ডাদেশের কোন রেকর্ড রাখা হইল না।*

.....

অধিনায়ক/এ্যাডজুটেন্টের স্বাক্ষর

নম্বর, পদবী ও নামসহ

দ্রষ্টব্যঃ * শুধুমাত্র সকল অভিযোগে খালাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আইন কর্মকর্তার মন্তব্য

এই সামারী বর্ডার গার্ড আদালতের কার্যধারাটি আইনসম্মত ও নিয়মানুগ আছে বিধায় উহা প্রতিস্বাক্ষর করা যাইতে পারে।

অথবা

এই সামারী বর্ডার গার্ড আদালতের কার্যধারায় নিম্নলিখিত মৌলিক ত্রুটি থাকায় উহা বাতিল করিবার জন্য আপনাকে পরামর্শ প্রদান করা হইল—

রেজিস্টার নম্বরঃ.....

তারিখ ঃ.....

আইন কর্মকর্তার স্বাক্ষর
(নম্বর, পদবী, নাম ও সীলমোহরসহ)

রায় ও দণ্ড প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার মন্তব্য

আদালত প্রদত্ত রায় ও দণ্ড প্রতিস্বাক্ষর করা হইল/হইল না।

আদালত প্রদত্ত দণ্ড লাঘব করতঃ .....দণ্ডে হ্রাস করা হইল।

আদালত প্রদত্ত দণ্ড .....দণ্ডে পরিবর্তন করা হইল।

আদালত প্রদত্ত দণ্ড আংশিক মওকুফ করতঃ .....দণ্ড প্রদান করা হইল।

আদালত প্রদত্ত দণ্ড সম্পূর্ণ মওকুফ করতঃ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খালাস প্রদান করা হইল।

আমা কর্তৃক ..... তারিখ ..... দিন ..... মাস ..... স্বাক্ষরিত।

.....
প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর
(সীল মোহর সহ)

পরিশিষ্ট-১১

[বিধি ৩৯, ৫৭, ৯৭ দ্রষ্টব্য]

ফরম-ক
(বিধি ৩৯ দ্রষ্টব্য)

শপথ ফরম

আমি ..... সশ্রদ্ধ চিত্তে মহান সৃষ্টিকর্তার নামে/ সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে শপথ করিতেছি যে, আমি এই আদালতে সুষ্ঠুভাবে এবং সততার সহিত সাক্ষ্য অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের বিচার সম্পন্ন করিব এবং আমি কোন সহানুভুতি বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া নিরপেক্ষভাবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ অনুযায়ী বিচার পরিচালনা করিব। আমি আরো শপথ করিতেছি যে, আইনের যথার্থ ধারাবাহিকতায় কোন আইনানুগ আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য প্রয়োজন ব্যতিরেকে, এই আদালতের কোন সদস্যের কোন মতামত বা ভোট যে কোন অবস্থায় বা সময়ে প্রকাশ বা উন্মুক্ত করিব না।

স্বাক্ষর

হলফ ফরম

আমি ..... সশ্রদ্ধ চিত্তে মহান সৃষ্টিকর্তার নামে/ সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে এই মর্মে দৃঢ়ভাবে হলফ করিয়া বলিতেছি যে, আমি এই আদালতে সততা ও আন্তরিকতার সহিত সাক্ষ্য অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার সম্পন্ন করিব এবং আমি কোন সহানুভূতি বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া নিরপেক্ষভাবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ অনুযায়ী বিচার পরিচালনা করিব। আমি আরো হলফ করিতেছি যে, আইনের যথার্থ ধারাবাহিকতায় কোন আইনানুগ আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য প্রয়োজন ব্যতিরেকে, এই আদালতের কোন সদস্যের কোন মতামত বা ভোট যে কোন অবস্থায় বা সময়ে প্রকাশ বা উন্মুক্ত করিব না।

স্বাক্ষর

ফরম-খ

(বিধি ৩৯ দ্রষ্টব্য)

শপথ ফরম

আমি..... মহান সৃষ্টিকর্তার নামে শপথ করিতেছি যে, আমি এই আদালতে আমার সর্বোচ্চ সামর্থমতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ ও ইহার অধীন প্রণীত বিধি মোতাবেক কোন প্রকার পক্ষপাত ব্যতিরেকে, রাগ বা অনুরাগের বশবর্তী না হইয়া আমার উপর অর্পিত আইন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করিব। আমি আরো শপথ করিতেছি যে, আইনের ধারাবাহিকতায় কোন আইনানুগ আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন ব্যতিরেকে, যে কোন অবস্থায় বা সময়ে এই আদালতের কোন সদস্যের কোন মতামত বা ভোট প্রকাশ বা উন্মুক্ত করিব না।

স্বাক্ষর

হলফ ফরম

আমি..... সশ্রদ্ধ চিত্তে মহান সৃষ্টিকর্তার নামে দৃঢ়ভাবে হলফ করিতেছি যে, আমি এই আদালতে আমার সর্বোচ্চ সামর্থমতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ ও ইহার অধীন প্রণীত বিধি মোতাবেক কোন প্রকার পক্ষপাত ব্যতিরেকে, রাগ বা অনুরাগের বশবর্তী না হইয়া আমার উপর অর্পিত আইন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করিব; আমি আরো শপথ করিতেছি যে, আইনের ধারাবাহিকতায় কোন আইনানুগ আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন ব্যতিরেকে, যে কোন অবস্থায় বা সময়ে এই আদালতের কোন সদস্যের কোন মতামত বা ভোট প্রকাশ বা উন্মুক্ত করিব না।

স্বাক্ষর

ফরম–গ

(বিধি ৫৭ দ্রষ্টব্য)

শপথ ফরম

আমি ..... সর্ব শক্তিমান আল্লাহর/সৃষ্টিকর্তার নামে সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ করিতেছি যে, যাহা বলিব সত্য বলিব, সকলই সত্য বলিব, সত্য বৈ মিথ্যা বলিব না।

স্বাক্ষর

হলফ ফরম

আমি ..... সর্ব শক্তিমান সৃষ্টিকর্তার সম্মুক্ষে/উপস্থিতিতে দৃঢ়ভাবে হলফ করিতেছি যে, যাহা বলিব সত্য বলিব, সকলই সত্য বলিব, সত্য বৈ মিথ্যা বলিব না।

স্বাক্ষর

ফরম–ঘ

[বিধি ৯৭(১) দ্রষ্টব্য]

শপথ ফরম

আমি, ----------, সর্ব শক্তিমান আল্লাহর/ সৃষ্টিকর্তার নামে শপথ করিতেছি যে, আমি পক্ষপাতিত্ব, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ ও উক্ত আইনের অধীন প্রনীত বিধিমালা অনুযায়ী এবং কোন সন্দেহের উদ্রেক হইলে, আমার নীতিবোধ, সর্বোচ্চ প্রজ্ঞা ও সার্ভিসের রীতি অনুযায়ী ন্যায়বিচার করিব।

স্বাক্ষর

হলফ ফরম

আমি ----------, সর্ব শক্তিমান আল্লাহর/সৃষ্টিকর্তার নামে সশ্রদ্ধচিত্তে হলফ করিতেছি যে, আমি পক্ষপাতিত্ব, অনুগ্রহ বা অনুরাগের বশবর্তী না হইয়া বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ ও উক্ত আইনের অধীন প্রনীত বিধিমালা অনুযায়ী এবং কোন সন্দেহের উদ্রেক হইলে, আমার নীতিবোধ সর্বোচ্চ প্রজ্ঞা, ও সার্ভিসের রীতি অনুযায়ী ন্যায়বিচার করিব।

স্বাক্ষর

ফরম–ঙ

[বিধি ৯৭(২) দ্রষ্টব্য]

শপথ ফরম

আমি ----------, সর্ব শক্তিমান আল্লাহর/ সৃষ্টিকর্তার নামে শপথ করিতেছি যে, আমি বিশ্বস্ততার সহিত, আমার দায়িত্ব অনুসারে আদালতের সম্মুখে উপস্থাপিত বিষয়ের সঠিক ব্যাখ্যা ও অনুবাদ করিব।

স্বাক্ষর

হলফ ফরম

আমি ----------, সর্ব শক্তিমান আল্লাহর/সৃষ্টিকর্তার নামে, সশ্রদ্ধচিত্তে হলফ করিতেছি যে, আমি বিশ্বস্ততার সহিত, আমার দায়িত্ব অনুসারে, আদালতের সম্মুখে উপস্থাপিত বিষয়ের সঠিক ব্যাখ্যা ও অনুবাদ করিব।

স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট-১২
[বিধি ১১০(১) দ্রষ্টব্য]
ফরম–ক

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা সশ্রম কারাদণ্ড বা জরিমানার দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে অসামরিক কারাগারে সোপর্দের ওয়ারেন্ট

বরাবর,
সুপারিনটেনডেন্ট
(ক).....কারাগার

যেহেতু ..... ইং সনের ..... মাসের .....তারিখে ..... স্থানে অনুষ্ঠিত (খ)..... বর্ডার গার্ড আদালত কর্তৃক (আসামী) নম্বর ....., পদবী ....., নাম ....., ব্যাটালিয়ন/ইউনিট কে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ এর ধারা-.....অনুযায়ী .....(অপরাধের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে).....এর জন্য নিম্নলিখিত দণ্ডে (গ) দণ্ডিত করা হইয়াছিল ঃ—

১। ..... ।
২ । ..... ।

এবং যেহেতু উক্ত বর্ডার গার্ড আদালত, ... ইং সনের ..... মাসের ..... তারিখে (আসামী) নম্বর ....., পদবী....., নাম ..... কে প্রদত্ত উক্ত দণ্ডটি ..... (ঘ) কর্তৃক আইনানুগভাবে অনুমোদন করা হইয়াছে।

এতদ্বারা আপনাকে ক্ষমতা ও নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, আপনি এই ওয়ারেন্টসহ উক্ত কারাগারে ..... (আসামীর নাম) কে আপনার হেফাজতে গ্রহণ করিবেন এবং তথায় উক্ত দণ্ড কার্যকরী করিবেন । অনুমোদিত/আদালত প্রদত্ত উক্ত দণ্ডটি ..... তারিখ হইতে কার্যকর হইবে ।

আমার স্বাক্ষরে ও সীলমোহরে ..... সনের..... মাসের..... তারিখে এই ওয়ারেন্ট দেওয়া গেল।

(স্বাক্ষর)
(নম্বর, পদবী, নাম ও সীলমোহর)

নির্দেশাবলী ঃ—

(ক) কারাগারের নাম।
(খ) যে আদালত কর্তৃক দণ্ড প্রদান করা হইয়াছে তাহার নাম।
(গ) প্রদত্ত দণ্ড আইনে বর্ণিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।
(ঘ) শাস্তি অনুমোদনকারী কর্মকর্তার নাম এবং বর্ণনা।
(ঙ) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষর করিতে হইবে।

ফরম–খ

সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে অসামরিক কারাগার হইতে বাহিনীর কারাগারে ফেরত আনার ওয়ারেন্ট

বরাবর,
সুপারিনটেনডেন্ট
(ক).....কারাগার

যেহেতু ..... ইং সনের ..... মাসের .....তারিখে ..... স্থানে অনুষ্ঠিত (খ)..... বর্ডার গার্ড আদালত কর্তৃক (আসামী) নম্বর ....., পদবী ....., নাম ....., ব্যাটালিয়ন/ইউনিট কে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ এর ধারা-.....অনুযায়ী ..... (অপরাধের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে).....এর জন্য নিম্নলিখিত দণ্ডে (গ) দণ্ডিত করা হইয়াছিল ঃ—

১। ..... ।
২। ..... ।

এবং যেহেতু ..... তারিখের ..... কর্তৃক স্বাক্ষরিত (মূল) ওয়ারেন্টের মাধ্যমে আপনাকে উক্ত দণ্ড কার্যকরী করিবার আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল ।

এবং যেহেতু উক্ত বর্ডার গার্ড আদালত, ... ইং সনের ..... মাসের ..... তারিখে (আসামী) নম্বর ....., পদবী....., নাম..... কে প্রদত্ত উক্ত দণ্ডটি ..... (ঘ) কর্তৃক আইনানুগভাবে অনুমোদন করা হইয়াছে এবং উক্ত দণ্ডটি বাহিনীর কারাগারে কার্যকরী করিবার আদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

এতদ্বারা আপনাকে ক্ষমতা ও নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, আপনি অবিলম্বে এই ওয়ারেন্ট বহনকারী কর্মকর্তা বা জুনিয়র কর্মকর্তা (নাম) ..... এর নিকট উক্ত কারাগারে থাকা ..... (আসামীর নাম) কে বর্ডার গার্ড কর্তৃপক্ষের হেফাজতে ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

আমার স্বাক্ষরে ও সীলমোহরে ..... সনের..... মাসের..... তারিখে এই ওয়ারেন্ট দেওয়া গেল।

(সীলমোহর) স্বাক্ষর

নির্দেশাবলী ঃ—

(ক) কারাগারের নাম।
(খ) যে আদালত কর্তৃক দণ্ড প্রদান করা হইয়াছে তাহার নাম।
(গ) প্রদত্ত দণ্ড আইনে বর্ণিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।
(ঘ) শাস্তি অনুমোদনকারী কর্মকর্তার নাম এবং বর্ণনা।
(ঙ) বিধি ১১০(২)-তে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষর করিতে হইবে ।

ফরম–গ

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা সশ্রম কারাদণ্ড বা জরিমানার দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির খালাস/মুক্তির ক্ষেত্রে প্রদেয় ওয়ারেন্ট

বরাবর,
সুপারিনটেনডেন্ট

(ক).....কারাগার

যেহেতু ..... ইং সনের ..... মাসের .....তারিখে .....স্থানে অনুষ্ঠিত (খ)..... বর্ডার গার্ড আদালত কর্তৃক (আসামী) নম্বর ....., পদবী ....., নাম ....., ব্যাটালিয়ন/ইউনিট কে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ এর ধারা-.....অনুযায়ী .....(অপরাধের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে).....এর জন্য নিম্নলিখিত দণ্ডে (গ) দণ্ডিত করা হইয়াছিল ঃ—

১। ..... ।
২ । ..... ।

এবং যেহেতু উক্ত বর্ডার গার্ড আদালত,..... ইং সনের ..... মাসের ..... তারিখে (আসামী) নম্বর....., পদবী....., নাম ..... কে প্রদত্ত উক্ত দণ্ডটি ..... (ঘ) কর্তৃক আইনানুগভাবে অনুমোদন করা হইয়াছিল।

অতঃপর যেহেতু ..... তারিখের ..... কর্তৃক স্বাক্ষরিত (মূল) ওয়ারেন্টের মাধ্যমে আসামীকে আপনার হেফাজতে উক্ত দণ্ড কার্যকরী করার জন্য সোপর্দ করা হইয়াছিল এবং যেহেতু আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক (আদেশের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) উক্ত আসামীকে খালাস প্রদান করা হইয়াছে/ (ঙ)..... কর্তৃক আইনের ধারা ১২৯ এর আওতায় আদালত প্রদত্ত দণ্ড ক্ষমা বা লাঘব করিয়া মুক্তি দিতে সদয় হইয়াছেন;

সেহেতু আপনাকে ক্ষমতা ও নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, আপনার হেফাজতে দণ্ড ভোগরত উক্ত (আসামীর নাম)..... কে অবিলম্বে খালাস/মুক্তি দিবেন।

আমার স্বাক্ষরে ও সীলমোহরে ..... সনের..... মাসের..... তারিখে এই ওয়ারেন্ট দেওয়া গেল।

(সীলমোহর) স্বাক্ষর (চ)

নির্দেশাবলী ঃ—
(ক) কারাগারের নাম।
(খ) যে আদালত কর্তৃক দণ্ড প্রদান করা হইয়াছে তাহার নাম ।
(গ) প্রদত্ত দণ্ড আইনে বর্ণিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।
(ঘ) দণ্ড অনুমোদনকারী কর্মকর্তার নাম এবং বর্ণনা।
(ঙ) আইনের ধারা ১৩০ এর আওতায় ক্ষমতা প্রয়োগকারী কর্মকর্তার নাম।
(চ) বিধি ১১০ (২)-তে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষর করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট-১৩

[বিধি ১১১ দ্রষ্টব্য]

ফরম–ক

মৃত্যুদণ্ডের সাজা কার্যকরী করিবার ওয়ারেন্ট

বরাবর,
সুপারিনটেনডেন্ট
(ক).....কারাগার

যেহেতু ..... ইং সনের ..... মাসের .....তারিখে .....স্থানে অনুষ্ঠিত স্পেশাল বর্ডার গার্ড আদালত কর্তৃক (আসামী) নম্বর ....., পদবী .....,

নাম ....., ব্যাটালিয়ন/ইউনিট কে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ এর ধারা-.....অনুযায়ী .....(অপরাধের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে).....দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছিল।

এবং যেহেতু উক্ত স্পেশাল বর্ডার গার্ড আদালত, ... ইং সনের ..... মাসের .....তারিখে (আসামীর) নম্বর ....., পদবী....., নাম ..... কে ফাঁসিতে ঝুলাইয়া মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন এবং যেহেতু উক্ত দণ্ডটি ..... (খ) কর্তৃক আইনানুগভাবে অনুমোদন করা হইয়াছে।

এতদ্বারা আপনাকে ক্ষমতা ও নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, আপনি এই ওয়ারেন্টসহ উক্ত কারাগারে ..... (আসামীর নাম) কে আপনার হেফাজতে গ্রহণ করিবেন এবং আপনি .....স্থান ও .....তারিখে উক্ত ..... আসামীকে তাহার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাহার গলায় ফাঁসি দিয়া ঝুলাইয়া রাখিবেন, এইরূপে, উক্ত দণ্ড কার্যকরি করিবেন এবং দণ্ডটি কার্যকর করা হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়া এই ওয়ারেন্ট নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রত্যর্পণ করিবেন।

আমার স্বাক্ষরে ও সীলমোহরে ..... সনের..... মাসের..... তারিখে এই ওয়ারেন্ট দেওয়া গেল।

(সীলমোহর) স্বাক্ষর (গ)

নির্দেশাবলী ঃ—

(ক) কারাগারের নাম।
(খ) দণ্ড অনুমোদনকারী কর্মকর্তার নাম এবং বর্ণনা।
(গ) মহাপরিচালকের স্বাক্ষর ।

পরিশিষ্ট-১৪
[বিধি ১১২ দ্রষ্টব্য]
ফরম–ক

মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা সশ্রম কারাদণ্ড বা জরিমানার দণ্ড হ্রাস/পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রদেয় ওয়ারেন্ট

বরাবর,
সুপারিনটেনডেন্ট
(ক).....কারাগার

যেহেতু ..... ইং সনের ..... মাসের .....তারিখে .....স্থানে অনুষ্ঠিত (খ)..... বর্ডার গার্ড আদালত কর্তৃক (আসামী) নম্বর ....., পদবী ....., নাম ....., ব্যাটালিয়ন/ইউনিট কে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ এর ধারা-.....অনুযায়ী .....(অপরাধের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে) .....এর জন্য নিম্নলিখিত দণ্ডে (গ) দণ্ডিত করা হইয়াছিল ঃ—

১। ..... ।
২। ..... ।

এবং যেহেতু উক্ত বর্ডার গার্ড আদালত, ... ইং সনের ..... মাসের .....তারিখে (আসামী) নম্বর ....., পদবী....., নাম ..... কে প্রদত্ত উক্ত দণ্ডটি ..... (ঘ) কর্তৃক আইনানুগভাবে অনুমোদন করা হইয়াছিল।

অতঃপর যেহেতু ..... তারিখের ..... কর্তৃক স্বাক্ষরিত (মূল) ওয়ারেন্টের মাধ্যমে আসামীকে আপনার হেফাজতে উক্ত দণ্ড কার্যকরী করিবার জন্য সোপর্দ করা হইয়াছিল এবং যেহেতু (ঘ)..... কর্তৃক/ আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক (আদেশের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) উক্ত দণ্ড হ্রাস/পরিবর্তন করিয়া (ঙ)..... দণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

এতদ্বারা আপনাকে ক্ষমতা ও নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, উক্ত হ্রাস/পরিবর্তিত দণ্ড (ঙ) ..... ভোগের জন্য যতদিন পর্যন্ত আপনাকে উক্ত (আসামীর নাম)..... কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট অর্পণ করিতে না বলা হয় অথবা মুক্তি দিতে বলা না হয় ততদিন পর্যন্ত আপনার হেফাজতে রাখিয়া তথায় উক্ত দণ্ড কার্যকরি করিবেন।

আমার স্বাক্ষরে ও সীলমোহরে ..... সনের..... মাসের..... তারিখে এই ওয়ারেন্ট দেওয়া গেল ।

(সীলমোহর) স্বাক্ষর (চ)

নির্দেশাবলী ঃ—
(ক) কারাগারের নাম।
(খ) যে আদালত কর্তৃক দণ্ড প্রদান করা হইয়াছে তাহার নাম।
(গ) প্রদত্ত দণ্ড আইনে বর্ণিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।
(ঘ) দণ্ড অনুমোদনকারী কর্মকর্তা/কর্তৃপক্ষের নাম এবং বর্ণনা।
(ঙ) হ্রাস/পরিবর্তিত দণ্ডের বর্ণনা।
(চ) বিধি ১১০(২)-তে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষর করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট-১৫

[বিধি ১১৭ দ্রষ্টব্য]

ফরম ক

আপীল/আবেদনের রেজিস্ট্রার
বর্ডার গার্ড আপীল ট্রাইব্যুনাল

সন	আপীল/মামলা নং	গ্রহণের তারিখ	আপীলকারী বা আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা ইত্যাদি	আপীলের বিষয়	যে আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহার বিবরণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. রাখাল চন্দ্র বর্মণ
অতিরিক্ত সচিব
(সিনিয়র সচিবের দায়িত্বে)।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd